অস্ট্রেলিয়া থেকে
প্রকাশিত একমাত্র
বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

The only Bengali
Community Newspaper
in Australia

Suprovat Sydney, October 2020, Volume-10, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে দেশের জনগণ বিভ্রান্ত হবে না!

সুপ্রভাত সিডনি

ক্ষমতাসীন আওয়ামী নাৎসীবাদের এক চরম চক্রান্তের বিকৃত প্রকাশ লক্ষ্য করছি আমরা। দেশমাতৃকার অন্যতম প্রধান লিবারেটর, সাবেক রাষ্ট্রপতি, মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠাকারী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে নিয়ে বহুমাত্রিক কাল্পনিক, উদ্ভট আর বিকৃত মিথ্যাচার করেই তারা ক্ষান্ত *৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

এ কি বাংলাদেশ না কি ধর্ষণ দেশ?

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি (মুরারী চাঁদ) কলেজ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর এই কলেজের ক্যাম্পাসে প্রায়শ সাধারণ মানুষ বেড়াতে আসেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ শুক্রবার বিকেলেও এমনি বেড়াতে এসেছিলেন এক তরুণ দম্পতি। তখনো তারা জানতেন না আর কিছুক্ষণ পরেই তাদের জীবনে নেমে আসবে ভয়াবহ বিভীষিকা।

সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় কলেজের মূল গেইটের সামনে তাদের প্রাইভেট কার আটকায় কলেজ ছাত্রলীগের ছয় নেতাকর্মী। তারপর তাদেরকে মাইক্রোবাসে জোর করে তুলে নেয়া হয়। তারা গাড়ি চালিয়ে সরাসরি কলেজের ছাত্রাবাসে চলে যায়। আটকে রাখা দু'জনের মাঝে স্বামীকে গাড়িতেই বেঁধে রাখা হয়। তরুণী স্ত্রীকে তারা নিয়ে যায় ছাত্রাবাসের ২০৫ নাম্বার রুমে। পরবর্তী কয়েক ঘন্টা যাবত

তার উপর চলে পাশবিক নির্যাতন। তরুণী মেয়েটিকে একের পর এক ধর্ষণ করে নয়জন যুবক। তারা সবাই স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ঘটনার পুরো সময় জুড়ে ধর্ষিতা মেয়েটির আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। গাড়িতেও স্বামী ছেলেটি মার খাচ্ছিলো *৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বাংলাদেশে সরকারী মদদে মসজিদ বন্ধের ষড়যন্ত্র

এম এ ইউসুফ শামীম

বাংলাদেশে ইসকনের সন্ত্রাসীরা কৌশলে মসজিদ ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। গেল বছর পুরাতন ঢাকার গেন্ডারিয়ায় (আমার এলাকায়) ছিল তাদের সুপার ফ্লপ ড্রামা। দেশবাসীর জানা থাকার কথা-পুলিশ মসজিদে ঢুকে মুসুল্লিদেরকে বের করে দেয়। মিজান নামে এক ভুয়া ওসি পিস্তল উঁচিয়ে নিরীহ মুসুল্লিদেরকে ভীতি প্রদর্শন উল্লেখ করে।

মিজান নামের ওই ওসির অভিযোগ ছিল: অত্র জায়গায় মসজিদের কোনো অনুমতি নাই। হিন্দু সম্পত্তি কেউ দখল করে মসজিদ বানিয়েছে ইত্যাদি। নামাজরত মুসুল্লিদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে জোর পূর্বক মসজিদ থেকে বের করে দেয়। বের করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। পিস্তল বের করে সবাইকে হুমকি দেয় যা নাকি পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

RYAN
DRIVING SCHOOL
Shahanaz Uddin (Mukti)
0421 324 043
সুবিধা সমূহ
* ২০ বছরের দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক
* যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখুন
* বাংলায় কথা বলার সুযোগ

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটিতে অস্ট্রেলিয়ায় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও প্রসার নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে ছিলো ভিক্টোরিয়া স্টেট। মেলবোর্নে নানা রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং এ নিয়ে বিক্ষোভ এখনো চলমান রয়েছে। তবে এর মাঝেই আশার বিষয় হলো সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে এসে অন্ততপক্ষে করোনাভাইরাসজনিত মৃত্যুর হার কমে এসেছে। তথাপি নানা আলোচনা-সমালোচনার মাঝে ভিক্টোরিয়া স্টেটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেনি মিকাকোস পদত্যাগ করেছেন। এছাড়াও নিউ সাউথ ওয়েলস এবং কুইনসল্যান্ডের সীমান্তে কড়াকড়ি ব্যবস্থায় মানুষজনের নানা দুর্ভোগ আলোচনায় আসার প্রেক্ষিতে এবং করোনা পরিস্থিতির অবনতি না হওয়াতে এ দুই স্টেটের সীমান্তে যাতায়াতের নিয়মাবলী কিছুটা শিথিল করা হয়েছে, যদিও পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়নি।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাষ দিচ্ছেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি চলমান থাকবে। অনেকের মতে, এই অর্থনৈতিক মন্দা সর্বকালের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তারা এ অবস্থার জন্য মরিসন সরকারের যোগ্যতার ঘাটতিকে দায়ী করে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন যা এদেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মাঝে সমাদৃতও হয়েছে। এর বিপরীতে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল সরকারও নানারকম ব্যবস্থা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মহামারী-জনিত পরিস্থিতিতে একটি দেশের ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলোর এধরণের নানা তড়িৎ ব্যবস্থা এবং দ্রুত কর্মসূচিগুলো দেশের নাগরিকদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সবার আন্তরিক প্রচেষ্টারই নিদর্শন বহন করে। অস্ট্রেলিয়াতে আমরা চোখের সামনে দেখছি কিভাবে প্রতিটি মৃত্যুকে গণণা করা হচ্ছে, গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং প্রতিটি সংক্রমণের ঘটনায় সবাই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করছে প্রতিরোধের। অন্যদিতে এর বিপরীতে বাংলাদেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে করোনাভাইরাসের এই বিপর্যয়ের সময় চুরি-দুর্নীতি এবং লুটপাটে ক্ষান্ত দিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলার চেষ্টার পরিবর্তে বরং ফ্যাসিবাদী সরকার ও পুরো দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ফ্যাসিবাদের সুবিধাভোগীরা উল্টো এ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। অগণিত মৃত্যু বাংলাদেশে আজ অতি স্বাভাবিক একটি বিষয়।

একদিকে সরকার নিজেদের সফলতার উচ্চকণ্ঠ মাইক বাজিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিটি পরিবারেই, প্রতিটি মানুষের চেনা-পরিচিতদের মাঝে বয়স্ক মানুষজন নিয়মিত মারা যাচ্ছে। এসব মৃত্যুকে জনগণ বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে। এসব ক্রমাগত মৃত্যুর প্রতি কৌতুক করে সরকারে মন্ত্রী-এমপিরা নানারকম পরিহাসজনক মন্তব্যও করে চলছে নিয়মিত। বর্তমান বাংলাদেশে মানুষের প্রাণের ন্যুনতম কোন মূল্য নেই। ফ্যাসিবাদী শাসনের এটাই হলো স্বাভাবিক পরিণতি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিগত বারো বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে একটি সংখ্যার জন্যও বিরতি না নিয়ে কিংবা বন্ধ না করে নিরলসভাবে সুপ্রভাত সিডনি অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। চলতি করোনাভাইরাসের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অনেক কমিউনিটি পত্রিকাই সাময়িকভাবে তাদের কাগজে প্রকাশিত সংস্করণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। কমিউনিটি সাংবাদিকতায় সহকর্মী হিসেবে সুপ্রভাত সিডনি তাদের সকলের প্রতিই সহমর্মীতা পোষণ করে। করোনাজনিত দুর্যোগের ছোঁয়া অন্য সবার মতো বাংলাদেশী কমিউনিটিকেও কমবেশি আক্রান্ত করেছে। আমরা জানতে পেরেছি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন পত্রিকা ছাপার কাগজে মুদ্রিত হচ্ছে না, একমাত্র সুপ্রভাত সিডনি ব্যাতীত। তথাপি আমরা প্রত্যাশা করি সকলেই এই সাময়িক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবেন ইনশাআল্লাহ।

এমন পরিস্থিতিতেও একমাত্র সুপ্রভাত সিডনি সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষা ভাষীদের মাঝে কমিউনিটি-নির্ভর গণমাধ্যমের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। প্রতিমাসে কাগজে প্রকাশনার পাশাপাশি আমাদের ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল এপ নিয়মিতভাবেই সকল পাঠকদের জন্য আপডেট হচ্ছে। পাঠকদের বিশেষ অনুরোধে এখন থেকে আমাদের বিগত বারো বছরের নানা সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর কপি চলতি সংখ্যার পাশাপাশি সিডনিসহ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান শহরগুলোতে প্রাপ্তিস্থানগুলোতে রাখা হবে। আপনারা চাইলে চলতি সংখ্যার পাশাপাশি এসব পুরনো সংখ্যাও সংগ্রহ করে নিতে পারেন। সুপ্রভাত সিডনির পুরনো সংখ্যাগুলো আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঐসব সময়ে, সুযোগ করে দেবে ইতিহাসকে নিজ সংগ্রহশালায় যুক্ত করার।

ধন্যবাদান্তে–

প্রধান সম্পাদক, সুপ্রভাত সিডনি, www.suprovatsydney.com.au

অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সিডনির ল্যাকেম্বায় কোনো এক রেস্টুরেন্টে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কোরআন তিলাওয়াত করেন মনজুরুল হক আলমগীর।

ড. হুমায়ের চৌধুরী রানার সভাপতিত্বে এবং হায়দার আলীর পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন সোহেল মাহমুদ ইকবাল, জাকির আলম লেনিন এবং আশরাফুল আলম রনি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদ ফরিদ মিয়া, মোহাম্মদ মনজুরুল হক আলমগীর, ফয়জুর রহমান, সাদ সামাদ, মিজানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতি সবাইকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন। পরিশেষে এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা দলের সাফল্য কামনা করে দেশের গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গিকার করেন। এসময় দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং জিয়া পরিবারের সকল সদস্যের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Kheir Lawyers

Result Driven | Community Focused

Kheir Lawyers have been operating as experts in a wide range of legal fields for nearly 20 years, with a **combined experience of over 50 years**.

We cater for a diverse community with distinct needs, overcoming cultural and language barriers to achieve the best outcome for our clients. Our law firm has a **diverse range of lawyers** working in most areas the law.

Kheir Lawyers work with the most senior and **experienced barristers** in their field.

Personal Injury
Work Injury
Insurance Claims
Family Law
Criminal Law
Conveyancing
Motor Vehicle Accidents
Wills & Estate Planning
& MORE!

45 Stanley Street Bankstown NSW 2200 | 02 9790 2522 | kheirlawyers.com.au

HALAL GROCERY DELIVERED FRESH TO YOUR DOOR

7 Days Delivery
to Most of the Suburbs in Greater Sydney

WELCOME

HalalBazar.com.au

Your Trusted Online Halal Grocery and Halal Butchery

- Shop Online 24×7
- Comparatively Lowest Price
- We Deliver in Greater Sydney Suburbs
- Flat Delivery Cost

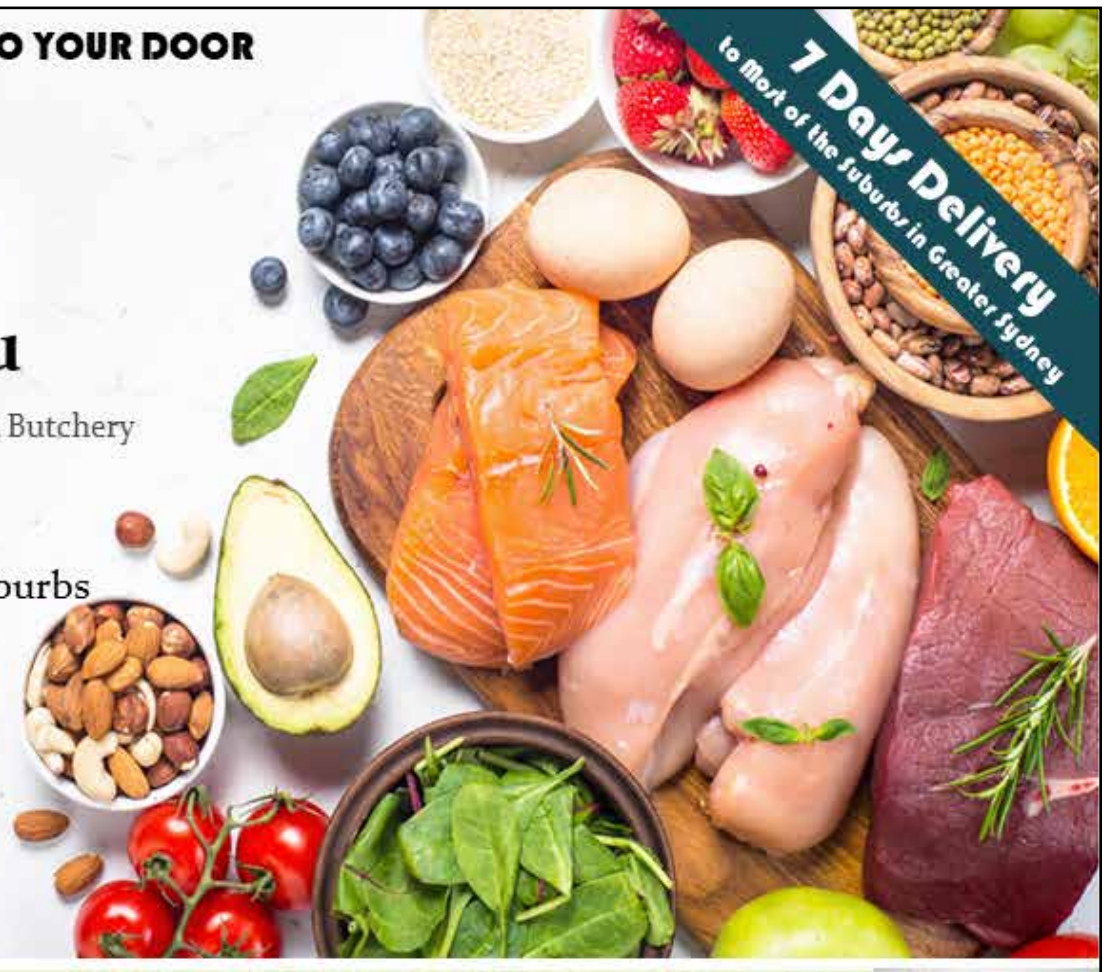

ALL MEAT SUPPLIED BY
AHMED EL CHAMI HALAL BUTCHERY, LAKEMBA

- Fresh Hand Slaughtered Chicken
- Fresh Meat (Beef, Lamb, Goat)
- Frozen Fish, Vegetables and Snacks
- Fresh Fruits and Vegetables
  - Freshly Picked
  - Freshly Packed
  - Freshly Delivered

100% HALAL PRODUCTS · حلال · 100% HALAL PRODUCTS

www.halalbazar.com.au | 0468 344 455

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12

স্বপ্নযাত্রায় মানবসম্পদ ও আমাদের শত্রুরা

মিজানুর রহমান সুমন

মিরপুর স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা দেখছি। সম্ভবত ২০০৩ সাল। ইংল্যান্ড এ দল আর বাংলাদেশ বোর্ড একাদশ। তিনদিনের ম্যাচ। নিতান্তই বিরস ম্যাচ হলেও আমরা তখন ক্রিকেটভক্তির মধ্যগগনে। ফলে, রোদে পুড়ে, সারাদিন না খেয়ে থেকেও ম্যাচ দেখেছি। ম্যাচের দ্বিতীয়দিন এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আমাকেসহ আমার সাথের বন্ধুদের একটা বড় ধরনের নাড়া দিয়েছিলো।

গ্যালারীর একটি পাশে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সমর্থক গোষ্ঠি (বার্মি আর্মি) ছিল। ওদের করতালি দিতে বড় বড় সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, আর আমরা আমাদের দেশের এক, দুই রানেও চিল্লাচিল্লি করে স্টেডিয়াম মাথায় তুলে ফেলতাম। আমার বন্ধু শাওন টি ব্রেকের সময় কোথা থেকে একটা বিশাল বোর্ড নিয়ে হাজির। তাতে ইংরেজি অক্ষরে লেখা 'ওয়েল ব্রাভো মাস্টারদা সূর্যসেন'স টিম'। ৫ মিনিটের মধ্যেই বিষয়টি বার্মি আর্মি গ্রুপের নজরে চলে আসলো। প্রচন্ড কৌতূহলে এরা তাদের সিকিউরিটি গেট খুলে আমাদের কাছে আসলো। শাওনকে আর আমাকে প্রথমে ওদের কাছে নিয়ে গেল। তারপরে সেই মুরব্বি ইংরেজ ক্রিকেটবোদ্ধারা দুই কিশোরকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ফেলল। আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে যথাসম্ভব বোঝানোর চষ্টো করলাম মাস্টারদা কে ছিলেন, ইংরেজ আমল কেমন ছিল, আমাদের সাথে তারা কেমন আচরণ করত, আমরা কিভাবে আন্দোলন করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আধাঘন্টা পরে আমাদের গ্যালারিতে বার্মি আর্মির কয়েকজন ইংরেজকে দেখা গেল বাংলাদেশের পতাকা হাতে। তারা আমাদের সাথে সাথে বাংলাদেশ দলের সাফল্যে মিছিল দিচ্ছে, বাংলাডেইস ...বাংলাডেইস....এটা ছিল বাস্তব জীবনে আমাদের দুই অল্পবয়স্ক কিশোরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজির ফল !!

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা Gopal Krishna Gokhale বলেছিলেন, what Bengal thinks today India thinks tomorrow.. সেই বেঙ্গলের একমাত্র স্বাধীন দেশ এখন বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের নাগরিক আমরা। আমরা এই দেশের জনসম্পদ। এমনই জনসম্পদ, যাদের এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলা কথা গুলোও ইংরেজদেরকে বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করতে পারে।

দেশের উন্নয়নের স্তম্ভ তিনটি। প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসম্পদ ও মূলধন। চোখ বুজে একটু ভাবলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে । আমাদের সেই সম্পদের মধ্যে দুটি সম্পদ ভালভাবেই আছে অথবা ছিল। জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে শুধু মাটির নিচের সম্পদই বোঝায় না, প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমাদের সুপেয় পানি, উর্বর জমি, সুন্দরবন সবই বোঝায়। এদেশের সেই সম্পদের মধ্যে পাট সম্পদকে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রে এদেশে তাদের দোসররা ধ্বংস করে ফেলেছে। আমাদের অন্যতম বড় প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন ধ্বংসের মিশনে তারা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর দেশের যে একটু -আধটু তেল সম্পদ আছে সমুদ্রের মধ্যে তাও ভারতকে দিয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চষ্টো চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী। আমাদের সমুদ্র বন্দরে আমাদের আগে ভারতের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

সম্পদ ধ্বংসের এই চিত্র আমাদের ভবিষ্যত বাংলাদেশ গড়ার পথে মারাত্মক বাঁধা। আর সেই বাঁধাটা যারা তৈরি করছে তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি সহজ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তাদের সেই কৌশলে আমরা জেনে অথবা না জেনে অনেক সময় পা দিয়ে ফেলি।

মোটা দাগে হিসেব করলে স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে দুটি শ্রেণির জন্ম নেয়। একটি শ্রেণি ব্যক্তি স্বার্থে নয় বরং দেশের জন্য কষ্ট করে যুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে তারা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে সঠিক মূল্যায়ন না পেয়ে অনেকটা নীরবে জীবন নির্বাহ করেছে। আর একটি শ্রেণি ছিলো সরব। সেই জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে , আর তাদের বেশিরভাগই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে গা বাচিয়ে চলেছে। তাদের একটি বড় অংশ যুদ্ধ না করে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলো।

সেই সময় থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুত একটি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এরপর জাতির ত্রাতা হিসেবে সিপাহি বিপ্লবের ফলাফলস্বরূপ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ঘটে। তিনি দেশকে বিভক্তি নয় বরং ঐক্যের পথে নিয়ে যান। তার নেতৃত্বে দেশের জনসম্পদ বিকশিত হতে থাকে। দেশের ধ্বংসপ্রায় পররাষ্ট্রনীতিতে

আবারো প্রাণ ফিরে আসে। প্রায় ৩৫ টি দেশের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়। আমাদের দেশ থেকে মানব সম্পদ বিদেশে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পাঠানো হয়। সরকারি সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশের জনগণের জন্য বিশ্বের বেশ কিছু দেশে সরাসরি কাজের সুযোগ তৈরি হয়।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অকালপ্রয়ানণ আমাদের মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়। তারপরও এদেশের জনগণ দেশে ও দেশের বাইরে নিজ উদ্যোগে তাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দিতে থাকে। সে সবের ধারাবাহিকতায় আজ স্বাধীনতার ৪৯ বছরের মাথায় আমাদের যতটুকু অগ্রগতি হওয়ার কথা সেটা পুরোপুরি না হলেও আমাদের মানব সম্পদ আজ একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি।

এবারে আসছি সেই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কথায়। যেহেতু আমাদের মানব সম্পদ দেশে ও দেশের বাইরে ভাল কিছু করছে। যেহেতু আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সেহেতু যারা আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে তারা আমাদের সেই সম্পদকেই বেশি আঘাত দেবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেই মানব সম্পদের বিরাট একটি অংশ মূলত যুব সমাজ। আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য পার্শ্ববর্তী একটি দেশ ও তাদের এদেশীয় দোসররা অনেকখানি এগিয়ে গেছে বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এক ভারতীয় সাংবাদিক বাংলাদেশকে কি চোখে দেখেন তা এখানে উল্লেখ করলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়া ভারতের খ্যাতিমান সাংবাদিক সঞ্জয় কুমার বলেন, আমার মতো যারা কেবল বই ও সংবাদপত্র পড়ে বাংলাদেশকে চিনি তাদের কাছে, বাংলাদেশ মানেই, একাত্তরে আমাদের সহযোগিতায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি রাষ্ট্র। যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় রয়েছে ভারতের আবেগের বিশাল ছাপ। বিশাল জনগোষ্ঠীর এই দেশটির অধিকাংশ জনগণই দরিদ্র। যারা ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নিয়ে নতুন পরিচয়ে বাঁচার চষ্টো করে। ভারতের রয়েছে এক বিশাল ঐতিহ্য। আয়তনে বিশাল এই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমাদের নিকট বাংলাদেশ মানেই আমাদের সহযোগিতায় পাকিস্তানের নিকট থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি জাতি।'

এই মতাদর্শটিকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিদিন নানান উপায়ে এদেশে ঢুকানো হচ্ছে ফেন্সিডিল, ইয়াবা । ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে আমাদের দেশের যুব সমাজ। অবাধে চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আমাদের উঠতি প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে তাদের শেকড়। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের কৃষ্টি, আমাদের মূল্যবোধ। একটু একটু করে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের মানব সম্পদ। আমরা বোকার মত আত্মসমর্পন করছি । মাদকের জন্য বছরে পাচার হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ টাকায় কেনা হচ্ছে ছাত্র কিশোর যুবকদের জন্য মৃত্যু উপকরণ। টাকার হিসাব মিলানো গেলেও এই পরিমাণ টাকা দেশ ও জাতীর ধ্বংসকে কতটা ত্বরান্বিত করছে সে হিসাব মিলানো যাচ্ছে না।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি এবং ১০ লাখ মানুষ মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। মাদকের টাকা যোগাড় করার জন্য মাদকাসক্তরা খুন, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ ও দেহ ব্যবসার মত অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ওসি প্রদীপের মত ক্রিমিনাল তৈরি হচ্ছে। ১০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে আমরা কিনছি সামাজিক অশান্তি। দিনে দিনে মাদকের শেকড় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে এর উৎপাটন কষ্টসাধ্য। আখাউড়া হতে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত প্রায় ৬৫কিলোমিটার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে মাদক পাচারের ফলে পাচার হচ্ছে অর্থ। অর্থ অপচয়ের চেয়েও বেশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের জনসম্পদ।

পুরো প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছে আমাদের এদেশের দোসররা। তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এদেশে যেন প্রতিবাদ করার কেউ না থাকে। আগের যুগের জমিদারদের মতো দেশটিকে পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে এরা। ফলে সাধারণ জনগণকে মনে করে প্রতিপক্ষ। তাদের মেধাশূন্য করে রাখতে চায়। যাতে চিরকাল প্রতিবাদহীন একটি সমাজ তৈরি করে ক্ষমতায় থাকা যায়। দেশের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এই গোষ্ঠী শুরু থেকেই বিভক্তির রাজনীতি করে আসছে। ধর্মের নামে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের নামে, চেতনার নামে, দেশকে বিভক্ত করে দিয়ে একটি অনৈক্যের জগত উপহার দিতে চায় জাতিকে। সেই অনৈক্যের নষ্ট ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ আমাদের মানবসম্পদ বিভক্ত হয়ে যাবে। অদক্ষতা গ্রাস করবে জাতিকে। আমাদের শিশুরা একে অপরের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বড় হবে। পরস্পর পরস্পরের ক্ষতি চাইবে। সামান্য স্বার্থে একে অপরকে আদর্শিক শত্রু ভাববে; যা কখনোই আর ঘোচানো যাবে না।

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাই যদি আমরা চলতে দেই, তবে এগুলো আমাদের নির্ধারিত স্বাভাবিক পরিণতি। তবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলে আমাদের জনসম্পদের স্বপ্নযাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের জনগণ অদম্য। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হই না, তার বাস্তবায়নও করে ছাড়ি। আমরা স্বপ্নবিলাসী নই, স্বপ্নের বাস্তবায়নকারী। আমাদের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে আমাদের দেশের জনসম্পদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের ক্ষমতায় থাকতে না দেয়া। সুস্থ ও সুন্দর একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এদের ক্ষমতার বাইরে রাখতে হবে। আর যে শক্তি দেশের জন্য কিছু করতে চায় , যাদের মধ্যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আছে তাদের নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণের কাজে।

বাংলাদেশি নিখোঁজ ছাত্র ১৬ বছরেও উদ্ধার হয়নি

সুপ্রভাত সিডনি

বাংলাদেশের নিখোঁজ ছাত্র গত ১৬ বছরেও উদ্ধার করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ। সে আর্মিডেল শহরে বেড়াতে নিখোঁজ হয়। বাংলাদেশের ছাত্র আসিফ হাদি (২১) এনএসডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো। ২০০৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সিডনি থেকে প্রায় ৫শ কিলোমিটার দূরে আর্মিডেল শহরে বেড়াতে যায় এবং স্থানীয় অ্যাবটসলিহ মোটেলে ওঠে। ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১.২০ মিনিটে সে একটি লাল মঙ্গজ মাউনটেইন বাইক ভাড়া নেয় এবং ১২ ফেব্রুয়ারি মোটেলটি ত্যাগ করে। সে আর ফিরে আসেনি।

মোটেলের মালিক জানায়, হাদি শহরের চারপাশে ঘুরতে যাচ্ছে বলে বের হয়। তার পর সে কখনো ফিরে আসেনি এবং মোটরসাইকেলটিও ফেরত দেয়নি। বিষয়টি পুলিশকে জানালে আর্মিডেল অঞ্চলে ব্যাপক খোঁজ করলেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

মোটেলে হাদির কোন জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি। নিখোঁজের পর থেকে তার ফোনে পাওয়া যায়নি। তার নিখোঁজের রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। নিখোঁজ হাদির ব্যাপারে কোন তথ্য থাকলে 1800 333 000 ফোন করে ক্রাইম স্টপার্সের দপ্তরের অথবা https://www1.police.nsw.gov.au/ সাথে যোগাযোগ করার আহবান জানানো হয়েছে।

করোনায় অস্ট্রেলিয়ায় একটা দিন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় কোভিড ১৯ এ পর্যন্ত ৮ শ ১৬ জন মৃত্যুবরণ করলে ও গত প্রায় দুই মাস পর একটা দিন কোনো মানুষ মৃত্যুবরন করেনি। দেখা গেছে। এ সময়ে মোট শনাক্ত হয়েছে ২৬ হাজার ৭শ ৩৯। অবশ্যই মৃত্যুশূণ্য দেখে ভিক্টোরিয়ানরা দারুন কিছু করেছে বলে প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রু উল্লেখ করেছেন।

গত ১৩ জুলাই ২০২০ করোনা ভাইরাসে কেউ মারা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তর অঙ্গরাজ্য ভিক্টোরিয়ায় নতুন করে ৪২জন করোনা শনাক্ত হয়েছে। এদিন কেউ মারা যায়নি তবে ভিক্টোরিয়া ও মেলবোর্ন মেট্রোপলিটনে দুই সপ্তাহ ধরে শনাক্তের গড় কমে গেছে। ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস জানিয়েছে, ৩০ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেলবোর্ন মেট্রোপলিটনে স্থানীয়ভাবে একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ভিক্টোরিয়ার প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রু বলেন খুব শীগ্র তৃতীয় ধাপে করোনার বিধিনিষেধ শিথিল করা হচ্ছে। যা খুব ইতিবাচক।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে দেশের জনগণ বিভ্রান্ত হবে না!

১ম পৃষ্ঠার পর

হয়নি বরং এখন তাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা কুৎসিত মনোবৃত্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। কোন অপপ্রচারই শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। এখন তাদের খুদ কুড়ো অন্বেষী, মোসাহেব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের দিয়ে নাটক-সিনেমা বানাতে উৎসাহ দিচ্ছে একদলীয় ভোটারবিহীন আওয়ামী সরকার। তাদের লেলিয়ে দেয়া এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে মহাউৎসাহে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে জঘন্যতম বিকৃত ইতিহাস, চরিত্রহনন ও কুৎসার গরল উগলে দিতে এই ধরণের কর্মকান্ডে মেতে উঠেছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কতিপয় পদলেহী অর্বাচীন অসুস্থ লোক ইতিহাস বিকৃত করার প্রক্রিয়ায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে খাটো করার অপচেষ্টায় নিরন্তর কাজ করছে।

মান্নান হীরা নামে এক ব্যক্তি নিজেকে আওয়ামী লীগের নেকনজর পাওয়ার জন্য 'ইনডেমনিটি' নামে তথাকথিত একটি বিকৃত ইতিহাসের চটি নাটক লিখে জয় বাংলা ব্যানারে বা তাদের সাংস্কৃতিক জোটের নামে সারাদেশে মঞ্চায়ন করে বেড়াচ্ছে গত এক বছর যাবত। তারা নতুন প্রজন্মের সামনে সম্পূর্ণ মিথ্যা এক বিকৃত ইতিহাস দাঁড় করানোর হীন প্রচেষ্টা তুলে ধরেছে এই নাটকের কল্পিত গল্পে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে, জিয়াউর রহমানের নির্দেশে নাকি ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। এই নাটকে খুনী ও খল চরিত্র এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লাগে। এই নাটক নির্মাতাদের কতো বড় স্পর্ধা যে, এদেশের কোটি কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে অসত্য ইতিহাস রচনা করে তা নাটক আকারে বিকৃতভাবে মঞ্চস্থ করেছে।

এই কথিত পথ নাটকটি নিশিরাতের এক সংসদ সদস্যের মালিকানাধীন টিভিতে প্রচার করা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা তাদের সাবধান করে দিতে চাই এই ইতিহাস বিকৃতি ও তথ্যসন্ত্রাসমুলক নাটক প্রচারের অপচেষ্টা চালিয়ে গণশত্রু হবেন না। এই নাটকের রচয়িতা, পরিচালক, নির্দেশক, অভিনেতা-কলাকুশলীদের

ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিনের অবৈধ সরকারের দুই বছরের সকল অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমকে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা

জনগণ মনে রাখবে। এই অর্বাচীনরা হলো গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ব্যবসা করা ফড়িয়া ও দালালদের সহযোগী। এরা হলো বর্তমান নিষ্ঠুর নাৎসী আওয়ামী লীগের সহযোগী যাদের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে ধারণ করার সাহস ও শক্তি নেই। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত এই ষড়যন্ত্রকে জনগণ শুধু ঘৃণাভরে প্রত্যাখানই করছে না, স্বাধীনতার ঘোষক ও রণাঙ্গনের বীর সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও তার চরিত্র হননের অপপ্রয়াসের জন্য আপামর জনগণ দারুনভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অপমান করা মানেই রণাঙ্গনের সকল মুক্তিযোদ্ধাকেই অপমান করা। এই দিন দিন না সামনে আরো দিন আছে। দেশের জনগণই এর উপযুক্ত জবাব দিবে। বিকারগ্রস্ত মানসিকতার এই 'ইনডেমনিটি'র নামে চরিত্রহননকারী নাটকের নির্মাতাদের এহেন কর্মকান্ডে আমরা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি। এটির সাথে যারা জড়িত কিংবা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।

প্রসঙ্গত, এই নাটকের সাথে জড়িত ও নেপথ্যের কুশীলবদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রধান নির্বাচন কমিশনের স্বীকার করা মধ্যরাতের নির্বাচনে ক্ষমতায় চেপে বসা এই সরকার কখনোই সুষ্ঠু রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। সীমাহীন লুটতরাজ, খুন-গুম, ক্রসফায়ারসহ নৈরাজ্য আর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্বারা দেশকে নরকে পরিণত করেছে সাড়ে বারো বছর। এসব নিয়ে আপনারা নীরব কেন ? এসব নিয়ে আপনাদের নাটক কোথায় ? ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে জড়িত সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের বা তাদেরই বশংবদ। সেখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দূরতম কোন ভূমিকাও ছিল না। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে আওয়ামী লীগ নেতা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। এটি ১৯৭৫ সালের অধ্যাদেশ নং ৫০ নামে অভিহিত ছিল। 'দি বাংলাদেশ গেজেট, পাবলিশড বাই অথরিটি' লেখা অধ্যাদেশটিতে খন্দকার মোশতাক আহমেদের স্বাক্ষর রয়েছে। খন্দকার মোশতাকের ক্যাবিনেট ছিল সম্পূর্ণরুপে আওয়ামী লীগের ক্যাবিনেট। সেটা কি আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের তল্পিবাহক নাট্যকার'রা জানেন না? ইনডেমনিটির ইতিহাসই আওয়ামী লীগের ইতিহাস। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে খুনী বাহিনী হিসেবে পরিচিত রক্ষীবাহিনীর 'গোপনে ও প্রকাশ্যে খুন হত্যা লুণ্ঠন, অত্যাচার নিপীড়ণ থেকে দায় মুক্তি দিতে দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে ইনডেমনিটি আইন জারি করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা। একই ধারাবাহিকতায়, ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিনের অবৈধ সরকারের দুই বছরের সকল অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমকে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এভাবে তারা চারবার ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি আইন জারী করেছে। এগুলো নিয়ে নাটক লিখতে কি আপনাদের কলম ভয় পায়? মনগড়া কোন ইতিহাস মানুষের কাছে টিকে থাকে না। যারা মিথ্যা ইতিহাস লিখেছে তারাও ইতিহাসের খলনায়ক।

উল্লেখ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক 'অন্ধকুপ হত্যা'র অভিযোগে তার চরিত্র হনন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু জনগণের কাছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। ইতিহাসে নবাব সিরাজই মহানায়ক। আর যারা মিথ্যা ইতিহাস রচনা ও ষড়যন্ত্র করেছিল তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর তাদের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়কদের এদেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের শক্তি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। আর বিএনপি'র শক্তি হলো দেশের জনগণ। তাই নাটক রচয়িতাকারীদের আমরা বলছি- বিএনপি নিরালম্ব নয়। অপপ্রচারকারী বিকৃতমনা সরকারের আনুকুল্য পাওয়া কতিপয় সাংস্কৃতিক কর্মীরাও জনগণের রোষ থেকে রেহাই পাবে না।

জাসাস সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক-এর নিন্দা ও প্রতিবাদ

জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাস জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক চিত্রনায়ক হেলাল খান এক বিবৃতিতে বলেছেন, যারা মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম-কে নিয়ে মান্নান হীরার রচনা ও পরিচালনায় 'ইনডেমনিটি' নাটকটি সভ্য সংস্কৃতি বিবর্জিত নাটক, যেটি সুপরিকল্পিত। এই নাটকের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি ঘৃনা, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জাসাস নেতৃদ্বয় বলেন, মান্নান হীরার তৈরী করা নাটকটি মূলতঃ ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ-এর জারী করা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটিকে বিকৃত করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম-এর নাম যুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবিলম্বে নাটক বন্ধসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শাস্তির দাবি জানানচ্ছে জাসাস। নেতৃদ্বয় আরও বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন নাটক কিংবা সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে বাংলাদেশের জনগণের হৃদয় থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই সকল নাটক বীর মুক্তিযোদ্ধা

ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার শহীদ জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত গভীর ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এই সকল অপকর্ম করে শহীদ জিয়াউর রহমানকে ছোট কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানী, তিনি বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নিন্দা ও প্রতিবাদ:

এক বিবৃতিতে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি এম এ কাইয়ুম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এ এফ এম আব্দুল আলীম নকী বলেছেন, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রটি এখন আওয়ামী নাৎসীবাদের কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসন কর্তৃক ইতিহাস বিকৃতির এক চরম নোংরামি দেখতে পাচ্ছি। যারা মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম-কে নিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় 'ইনডেমনিটি' নাটকের মাধ্যমে সভ্য সংস্কৃতি বিবর্জিত নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে সেটি নিঃসন্দেহে সুপরিকল্পিত। নেতৃদ্বয় এই নাটকের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি ঘৃনা, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। নেতৃদ্বয় অবিলম্বে নাটক বন্ধসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শাস্তির দাবি জানান।

এছাড়া যারা মিথ্যা ইতিহাস রচনা ও ষড়যন্ত্র করে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নাটকের সাথে যারা জড়িত অবিলম্বে জাতীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি রাজনৈতিক যেকোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।

প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা: এই ঘৃন্য ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আগামী ০১-১০-২০২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে।

একটি সোনালী সকালের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

শহীদুজ্জামান কাকন

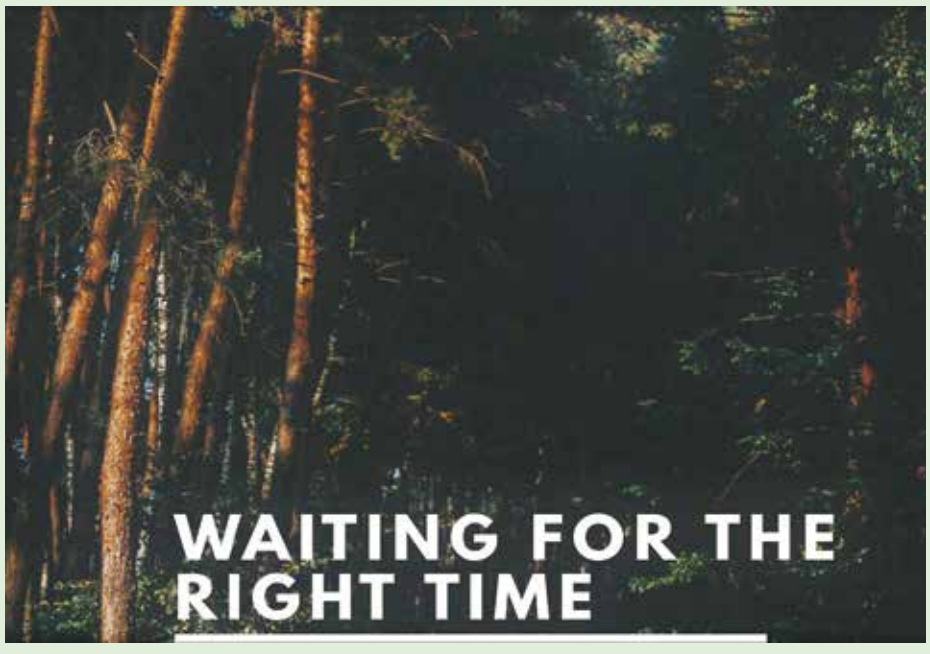

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেলো। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮। তুমুল আন্দোলনে পলায়নপর চানক্যবাদী শক্তির তল্পিবাহক, পাপেট ফখরউদ্দীন-মঈনউদ্দীন মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রাণভোমরাকে। এ যাবতকালের সবচে' জনপ্রিয় তরুন নেতাকে তারা রাতের আঁধারে কাপুরুষের মতো তুলে নিয়ে যায়। কোন ওয়ারেন্ট ছিলোনা। ছিলোনা কোন মামলা। ওরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। দফায় দফায় রিমাণ্ডের নামে তার ওপর চালানো হয় স্মরনকালের নির্মম, পৈশাচিক ও বর্বর নির্যাতন। অনিন্দ্যকান্তি তরতাজা যুবককে করা হলো পঙ্গু। দায়ের করা হলো ডজনখানেক রাজনৈতিক মামলা। আর হলুদ সাংবাদিকরা নেমে পড়লো কুৎসিত কুৎসার কদর্য প্রতিযোগিতায়। প্রাত্যহিক পত্রিকার পাতাগুলো হয়ে উঠেছিল পূতিগন্ধময়। তারুণ্যের প্রতিভূ তারেক রহমানের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তাই তাঁর প্রতি তথ্যসন্ত্রাস আর হিংসাত্মক আক্রমণের মূল কারণ।

ওয়ান ইলেভেনের দানবরা শেষাবধি বারোটি সাজানো মামলার কোনটিই প্রমান করতে ব্যর্থ হয়। সেদিনটি আমার জীবনে আনন্দের রোশনাই ছড়ানো দিনগুলোর একটি,যেদিন আমার প্রানপ্রিয় নেতা ৫৫৪ দিনের যন্ত্রণাময় কারাবাস থেকে মুক্ত হন।আইনী লড়াইয়ে ১২ টি মামলায় জামিন পাওয়া পর ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পিজি হাসপাতালে তারেক রহমানের ৪র্থ তলার ৪৩২ নং কক্ষ থেকে কারারক্ষী ও পুলিশ সরিয়ে নেয়া হয়। লাখো নেতা-কর্মী ডি ব্লকের বাইরে অবস্থান করছে। হাসপাতাল চত্বর জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। মুহুর্মুহু স্লোগানে পিজি হাসপাতাল এলাকা তখন উত্তাল-মুখরিত। আনন্দের বন্যায় ভাসছে সবাই। সবার চোখ ডি-ব্লকের চারতলায় সেই জানালাটির দিকে। সেখানে বেড়ে শুয়ে ছিলেন আমাদের রাজকুমার ,দেশনায়ক তারেক রহমান। শ্লোগানে শ্লোগানে কম্পিত শাহবাগ এলাকা । বজ্র ধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে কোটি মানুষ জেনে গেল, তারেক রহমান মুক্ত হল । এই মাত্র খবর এলো তারেক রহমান মুক্ত হল । নেতাকে এক পলক দেখার জন্য হাসপাতালের বাইরে দিনভর অপেক্ষায় বেশুমার মানুষ। তখন পড়ন্ত বিকেল। রোদ্দুরের নরম আলো ঠিকরে পড়ছে ডি ব্লকের দেয়ালে। এ সময় মাথায় ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা তারেক রহমান জানালা দিয়ে নেতাকর্মীদের দিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইশারা করলেন। অভিনন্দনের জবাব দিলেন। মূহুর্তে বদলে গেলো দৃশ্যপট। মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়লো। যেন প্রান ফিরে এলো প্রাণে।

অত:পর আট বছরে পালাবদলের রথে ভারতের বশংবদ আজ্ঞাবহ আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে দেশের ক্ষমতা। বর্গীদের মতো লণ্ডভণ্ড করছে সব। সুদূর বিলাতে পড়ে আছেন বাংলাদেশের স্বপ্ন। মামলার পর মামলা। ক্যাঙারুর কোর্টের ফরমায়েসি রায়। প্রপাগান্ডা সমানে চলছে। তবে এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে। বাংলাদেশের অহংকার,এদেশের সূর্য সন্তান,গণমানুষের আস্থার প্রতীক, আসন্ন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানে জন্য অধীর অপেক্ষায় দিন গুনছে দুখিনী বাংলাদেশ।

লেখক : শহীদুজ্জামান কাকন, সুইডিশ সরকারের অর্থনীতিবিদ ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী কিশোরগঞ্জ-২

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনিতে যথাযথ মর্যাদায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ল্যাকেম্বায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল অস্ট্রেলিয়া শাখার আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পায়রা, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাবেক আহবায়ক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ কুদরত উল্যাহ লিটন। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সাবেক আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন। প্রধান বক্তা ছিলেন স্থানীয় বিএনপি নেতা মোবারক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুবদল অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজ, স্বেচ্ছাসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এ.এন,এম মাসুম, জিয়া শিশু কিশোর মেলার অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি জাকির হোসেন রাজু। বক্তব্য রাখেন, যুবদল অস্ট্রেলিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবির পিন্টু, কামরুল ইসলাম শামীম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জাতীয়তাবাদী দল অস্ট্রেলিয়া শাখার নেতৃবৃন্দ শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গৌরবময় রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও দেশ গঠনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন । বহু দলীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা , সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা , শোষনমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ,অর্থনৈতিক মুক্তি ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মানে এই রাখাল রাজা ক্ষনজন্মা নেতার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন । আলোচনা সভায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু,সুস্থতা এবং স্বৈরচারের কবল থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি কামনা করে সুখী সম্মৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য পরম করুনাময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অনুপ গোমেজ, আমজাদ খান, মোহাম্মদ নাসির হোসাইন, শাহজাহান, মো: গিয়াসউদ্দিন খান, শেখ উদ্দিন, ফরিদ আহমেদ, সুধন জোসেফ গোমেজ, অসিত ফ্রান্সিস গোমেজ, মামুন, গোলাম রাব্বী, গোলাম রাব্বানী, মো: মতিউর রহমান, নূর মোহাম্মদ মাসুম, রাজু, আব্দুল করিম, জাবেল হক, মোমিন, মো: কামরুজ্জামান প্রমুখ।

কোরোনার এ দুর্যোগেও নেতা কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ছিলনা। গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ রবিবার যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেন স্থানীয় জাতীয়তাবাদীদলের মূল ধারার নেতা কর্মীরা।

পাত্র ও পাত্রী আবশ্যক

শুধু মাত্র অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ছেলের জন্য পাত্রী চাই। মেয়ে সুন্দর, শিক্ষিত হওয়া বাঞ্চনীয়, স্টুডেন্ট হলেও আপত্তি নেই। ছেলে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, চাকুরীরত। বিস্তারিত জানার জন্য এক কপি ছবি সহ ইমেইল করুন : mmarrige2020@gmail.com

পাত্র বাংলাদেশে ডিভোর্স কিন্তু সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাস করেন, ৪০ বা কাছাকাছি বয়সী মহিলা যোগাযোগ করতে পারেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ : mmarrige2020@gmail.com

সিডনির কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত মেয়ের জন্য পাত্র চাই। মেয়ে বাবা -মাসহ দীর্ঘদিন সিডনি থাকেন। একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ছেলের প্রত্যাশায় : mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম ছেলের জন্য সুন্দর ধার্মিক মেয়ে আবশ্যক। ছেলে সিডনিতে কর্মরত।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম বাংলাদেশী সংগত কারনে ডিভোর্স মেয়ের জন্য একজন সমমনা ছেলে প্রয়োজন। মেয়ে সুশিক্ষিত,নম্র ও ভদ্র ,গায়ের রং শ্যামলা। মেয়ে ভালো পজিশনে কর্মরত ও বাবা -মা সিডনি থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাসরত ডিভোর্স মহিলার জন্য সমমনা পুরুষ দরকার। মহিলার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে বিয়ে হয়ে আলাদা থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ করুন: mmarrige2020@gmail.com

Muslim Matchmaker.Muslim Matrimony.

মুসলমানদের জন্য পাত্র-পাত্রী/বিয়ে-সাদী

এ সার্ভিস সম্পূর্ণ ফি সাবিলিল্লাহ! আপনার ছবি ও বিস্তারিত আমাদেরকে ইমেইল করুন

This is free of charge (Fi sabilillah) & confidential. Please forward email today with the current photograph & your details

E-mail: mmarrige2020@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশে সরকারী মদদে মসজিদ বন্ধের ষড়যন্ত্র

১ম পৃষ্ঠার পর

ওসি তাৎক্ষণিক ভাবে মসজিদ তালা লাগিয়ে চলে গেলে সারা দেশের ধর্মীয় সচেতন জনগণের দিলে আঘাত লাগে। অতঃপর, সমগ্র বাংলাদেশ ফুঁসে উঠে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মার্চ করে আসেন গেন্ডারিয়ার সেই মসজিদ প্রাঙ্গনে। দিনটি ছিল পবিত্র জুম্মার দিন। লাখো মানুষের আল্লাহু আকবার ধনীতে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। মুসলমানের সমবেত হতে দেখে আশ পাশের হিন্দুরাও ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। আজিব এক ঘটনার জন্ম নেয় সেইদিন। স্বৈরাচারী সরকার বা তার ইস্কনের কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত,ঠিক তখন আল্লাহ্পাক হিন্দুদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দেয় মুসলমানের খেদমতে। ঘর থেকে লোটা -বাটী,কলসি দিয়ে হিন্দুরা পানি নিয়ে মুসলমানদেরকে ওজু করায়। লক্ষ মানুষের ওযুর ব্যবস্থা আকস্মিক ভাবে আল্লাহ্পাক করিয়ে দেন। বিশাল বড় জুমার নামাজ আদায় হয় স্থানীয় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায়।

অতঃপর লক্ষ লক্ষ জনগণ প্রতিবাদ জানায়, মিছিল করে সূত্রাপুর থানা ঘেরাও করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে চায়। শুধু মুসলমান দ্বারা সূত্রাপুর থানা ঘেরাও হয়নি,হিন্দু ভাইয়েরাও মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিল সহকারে সূত্রাপুর থানায় যেয়ে জবাব চায়। কারন, গেন্ডারিয়া এলাকায় আমরা কয়েক যুগ ধরে হিন্দু –মুসলমান শান্তি পূর্ণ ভাবে বসবাস করে আসছি। কেউ কাউকে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে না বরং একে ওপরের কষ্টে এগিয়ে যায়।

সূত্রাপুর থানায় গিয়ে জানা যায়, ওখানে মিজান নাম কোনো ওসি চাকুরী করে না। ওই নামে কোনো অফিসার নাকি কখনো কাজ করেনি।

সচেতন জনগণ ভুয়া ওসির সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলে। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে হিন্দুরাই নিশ্চিত করে, ওই এলাকায় ইস্কনের সন্ত্রাসীরা তাদের সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প ছেড়ে দলাদলি বাধিয়ে ফায়দা লুটার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। মিজান নামে সূত্রাপুর থানায় কোনো ওসির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আসলে ওসি মিজান ছিল ভুয়া নাম,তার আসল পরিচয় হলো সে ছিল হিন্দু ধর্মালম্বী ও উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইস্কনের কিলার গ্রুপের সদস্য।

হিন্দুরা বলেন, "যুগ যুগ ধরে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা জায়গা আচমকা হিন্দুদের সম্পত্তি কিভাবে হয়, এটা হিন্দুরাও বুঝতে পারে না। মুসলমানেরা ওই জায়গায় যুগ যুগ ধরে নামাজ আদায় করছে, এতে তারা খুশি ,তাদের কোনো অভিযোগ নেই।" হটাৎ ওসির ওই ধরনের বানানো নাটকে হিন্দু –মুসলিম সবাই এক যোগে প্রতিবাদ করে ওই ষড়যন্ত্র রুখে দেয়।

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো কাজে ইস্কনের সাথে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একই সুতায় গাথা। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ভিতর সকল ধর্মবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে। এটা শুধু হুজুরদের দায়িত্ব নয়। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সকলে এমুহূর্তে এধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে অনেক হানাহানি বা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। জনগনের নিরাপত্তা দিতে শতভাগ ব্যর্থ এ স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের শান্তি বিনষ্ট করছে।আজ অবধি ওই ওসির বিরুদ্ধে সরকার কোনো তদন্ত বা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি বরং বিভিন্ন এলাকায় ইস্কনের উগ্রবাদীদেরকে আওয়ামী সরকার প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। ইসকনের বেশিরভাগ সদস্য দাদাদের গোয়েন্দা সংস্থার লোক যারা বাংলাদেশে বন্ধুর বেশে গোটা দেশ তামা করে দিচ্ছে। দেশদ্রোহী হাসিনা সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন এ ধরনের প্রেতাত্মারা আশে পাশে থাকবে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন ,শান্তি প্রিয় সকল ধর্মের সহবস্থান এ সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়। এ সরকারের পেটোয়া বাহিনী দ্বারা সকল ধর্মালম্বী নির্যাতিত। সরকার একাধিকবার এ সত্য প্রমান করেছে। তাই, সকল ধর্মের শান্তি প্রিয় ভাইবোনেরা –এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সময়ের দাবি।

ইস্কন বা সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম নেই। তাদের কাছে সবাই সমান। সন্ত্রাসীদেরকে রুখতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল শান্তি প্রিয় মানুষ এগিয়ে আসতে হবে, এদের বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। আজকে মসজিদে হামলা দিচ্ছে , কালকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা দিবে। ঢাকেশ্বরী মন্দির এক সময় মুসলমানদের সম্পত্তি ছিল। বর্তমান ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মসজিদ ছিল বলে জানা গেছে। ইত্যাদি বিভিন্ন অজুহাতে অন্যান্য ধর্মীয় অনুভূতিতে এরা আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে এগিয়ে আসতে অনেকেই উৎসাহিত হবে।

তাই, সকলের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রতিটি এলাকায় ইস্পাত কঠিন দুর্গ গড়ে তুলুন। প্রতিটি এলাকায় রাতে পাহারার ব্যবস্থা করুন। সম্ভব হলে দিনের বেলায় আপনার এলাকায় চোখ রাখুন। নুতন কোনো সন্দেহ জনক মানুষ দেখলে তার পরিচয় জানুন। তার পরিচয় যাচাই করুন। মনে রাখবেন, এদেরকে পুলিশে দেবেন না। কারন এরা দুর্নীতিবাজ পুলিশের সাথে কাজ করে। এদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে ফেস বুকে লাইভ দিয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। এলাকায় এলাকায় বিভিন্ন অভিনব বিপদ বা অশান্তি থেকে আপনি বাঁচুন,আপনার পরিবার পরিজনকে বাঁচান,সমাজকে রক্ষা করুন।

Web: www.suprovatsydney.com.au, E-mail: suprovat.ceo@gmail.com

সকলের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রতিটি এলাকায় ইস্পাত কঠিন দুর্গ গড়ে তুলুন। প্রতিটি এলাকায় রাতে পাহারার ব্যবস্থা করুন। সম্ভব হলে দিনের বেলায় আপনার এলাকায় চোখ রাখুন। নুতন কোনো সন্দেহ জনক মানুষ দেখলে তার পরিচয় জানুন

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

9707 2392

97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

সুপ্রভাত সিডনি পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রবিবার সন্ধ্যায় সিডনির প্রবাসী বাংলাদেশীদের অতিপরিচিত এলাকা লাকেম্বার একটি কমিউনিটি হলে অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কমিউনিটি পত্রিকাগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় এবং প্রধানতম পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির পরিচালনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক সহ উপদেষ্টা-শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাতে পত্রিকা পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদক ফারুক আমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত দৈনিক ইত্তেফাকের আইন, সংবিধান ও নির্বাচন কমিশন বিষয়ক সম্পাদক সালেহ উদ্দীন। দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই পেশাজীবি সাংবাদিক সভায় উপস্থিত সুপ্রভাত সিডনির সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্খীদের সামনে বাংলাদেশে দীর্ঘ সময়ের সাংবাদিকতার নানা অভিজ্ঞতা ও পেশাগত কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

পরিচালনা কমিটির এই সভাতে পত্রিকার চলতি সময়ের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেন সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম। তিনি জানান, বর্তমান কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির মাঝেও অস্ট্রেলিয়াতে একমাত্র সুপ্রভাত সিডনিই বাংলাদেশী কমিউনিটি পত্রিকা হিসেবে ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বর্তমানে কাগজে ছাপা ধারাবাহিক রাখতে পেরেছে। এর পাশাপাশি পত্রিকাটির নতুন কর্মসূচী সুপ্রভাত সিডনি ফেস টু ফেস লাইভে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সুপরিচিত এবং কৃতী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষকদের আলোচনা ফেইসবুক এবং ইউটিউবে দর্শকনন্দিত একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

সুপ্রভাত সিডনির নিয়মিত এ সভাতে এছাড়াও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিডনির পরিচিত মুখ, সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া,আহ্বায়ক অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ রিলিফ ডিজাস্টার কমিটি,সভাপতি জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়া, আহ্বায়ক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল অস্ট্রেলিয়া -মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এবং আরিফ রহমান। এই নিয়মিত সভাতে আরও উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আব্দুল্লাহ আল মামুন,নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিবাবকগন!
আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়
হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Jodi McKay holds meeting with multicultural festival organisers

Suprovat Sydney Report

Monday 21 Sep 2020 Honourable Jodi Leyanne McKay, the leader of the opposition NSW parliament together with Hon Lynda Voltz, MP, and Mr Jihad Dib, MP, met with the delegation of large multicultural event organisers Sydney (Tribune International). The delegation led by Syed Atiq ul Hassan, director of Chand Raat Eid Festival, along with Masudul Haq from the Bangladeshi Community and Goba Katuwal from the Nepali Community held a meeting at the NSW Parliament House.

Hassan briefed the grievances being faced by the organisers of the large multicultural events especially due to the COVID 19 situation. Hassan explained the difficulties the organisers are predicting in the future in holding large events. He said the post-COVID 19 pandemic would result in the cut down in the sponsorships and exhibitors. Therefore, it will be a challenging time for organising their long-running events. These events are playing a vital role in the promotion of multiculturalism. Hassan added that the local and state government must own these events being not-for-profit and must consider these events as essential for the social/economic community growth and development. Thus, the NSW Government, while supporting others, must support the organisers of these events financially.

Hon Jodi McKay said she understands how COVID 19 has affected these large events canceled in the current year. She agreed that the organisers would have financial difficulties when these events are resumed; therefore, the NSW Government should support them and have additional budget and grants for these events.

Hon Lynda Voltz and Mr Jihad Dib also took an interest in the grievances of the organisers and promised to support them.

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

১৩

আতিকুর রহমান

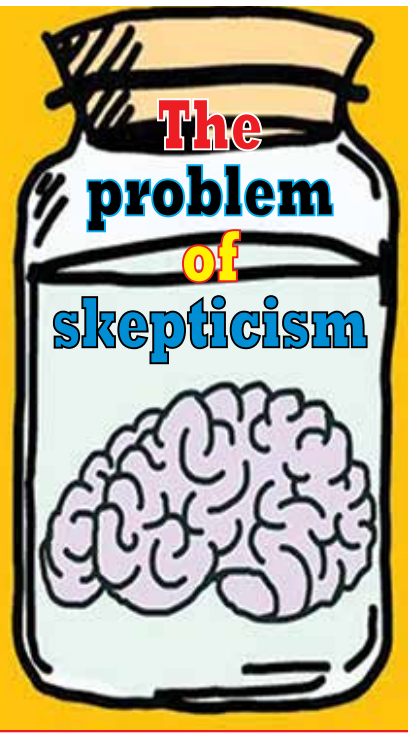

গত দুইদিন আহমদ, গোপাল আর বিকাশের আলোচনার বিষয়বস্তু মূলতঃ মুসলমানদের বিবাহ নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। আহমদ খুব নিপুণভাবে ইসলামে বিবাহ সম্পর্কে বিকাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছে। বিশ্লেষণী মতামতগুলো সে দিয়েছে কিছু তার নিজ থেকে আর কিছু স্কলারদের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে। সৌরভ আগাগোড়াই চুপচাপ স্বভাবের। মুখে কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু সে একজন মনোযোগী শ্রোতা। এসব আলোচনা তার ভালো লাগে বলেই নিজেদের বৈঠকখানাকে আলোচনার ভেনু হিসেবে নির্বাচন করেছে।

আহমদ পূর্বে কখনও এধরণের আলোচনায় অংশ নেয়নি। গোপালদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গিয়ে আহমদ বারবার লক্ষ্য করেছে ইসলামী শরীয়ত কত চমৎকার ভাবেই না মানবজাতির চলার পথের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অব লাইফ। ইসলামেই রয়েছে জীবন চলার পথের পূর্ণ দিক নির্দেশনা। এক্ষেত্রে ইসলাম কোথাও সামান্যতম ফাঁকও রাখেনি। সুবহানআল্লাহ।

সৌরভদের বৈঠকখানায় এসব কথা ভাবতে ভাবতে গোপাল আর বিকাশ এসে হাজির। সৌরভ পাশের ঘরেই ছিল। গোপাল আর বিকাশের প্রবেশের শব্দ শুনে সে এসে হাজির হলো।

গোপাল শুরুতেই আহমদকে লক্ষ্য করে বললো। আহমদ ভাই, নিউজ দেখেছেন? বরগুনায় এক যুবককে প্রকাশ্যে দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে তার স্ত্রীর সামনে। স্ত্রী বাঁধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

আহমদ হৃদয়বিদারক খবরটি আগেই দেখেছে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলো না। গোপাল থেমে আবার বললো। এধরণের ঘটনার সাথে আমরা কাকে দায়ী করতে পারি, আহমদ ভাই।

আহমদ ভালো বোধ করছিলোনা, কিন্তু তবুও উত্তর দিতে হলোঃ

- জি গোপাল দা। অনেকেই এসব নিয়ে একে অপরকে দোষ দিচ্ছে। কেউ বলছে এর জন্য বিচার ব্যবস্থা দায়ী। পূর্বে এধরণের অনেক হত্যাকান্ড ঘটেছে। কিন্তু এর সঠিক বিচার কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এজন্যই হত্যাকারীর হত্যার আগে সামান্যতম ভয়ের উদ্রেক হয়নি যে, কাউকে হত্যা করলে তাকেও এধরণের শাস্তি পেতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলছেঃ যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়। নেশাজাতীয় পদার্থের সহজলভ্যতা। এ নেশাই যুব সমাজকে অপরাধ করার ক্ষেত্রে বিবেকের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে দিয়েছে। অপরাধকে তারা অতি সাধারণ কিছু মনে করছে।

গোপাল দা, আমি এ বিষয়ে আরও এক কারণের কথা বলবো যেটি ইসলাম ধর্মের এক জরুরী বিধান নিয়ে। এ বিধানটি ইসলাম ধর্মের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের ন্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন নারীদের চেহারা, বক্ষ, চুল ও দেহসৌষ্ঠব দর্শনে পুরুষমাত্রই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এতে তাদের মধ্যে কুচিন্তার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এরুপ যাতে না হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলার বলেনঃ "তারা যেন তাদের জিলবাবের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।" [সূরা আল-আহযাব: ৫৯]

কোরআনের এ আয়াতে 'জালাবীব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'জিলবাব' শব্দের বহুবচন। আরবী অভিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লিসানুল আরাব' (১/২৭৩)– এ লেখা হয়েছে, 'জিলবাব' ওই চাদরকে বলা হয় যা মহিলারা নিজেদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকার জন্য ব্যবহার করে।

ইসলাম আরও বলেছে পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হওয়া চাই। যেন দেহের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়। কেননা, আঁটসাঁট পোশাক যদিও দেহ ঢেকে রাখে, কিন্তু এর দ্বারা নারী-দেহের স্পর্শকাতর অংশ বোঝা যায় এবং পুরুষের চোখে মোহ জাগায়। আর আল্লাহ বলেছেনঃ "তারা যেন তাদের সজ্জা প্রকাশ না করে"। [সূরা আন-নূর: ৩১]

এ পর্যায়ে গোপাল আহমদকে থামিয়ে দিয়ে বললোঃ আহমদ ভাই, আমাদের হিন্দু ধর্মেও এ বিষয়ে উক্তি রয়েছে। ভেদায় বলা আছেঃ

যখন ব্রহ্ম তোমাকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করলো, তোমার উচিৎ দৃষ্টি অবনত করা এবং উপরের দিকে না তাকানো। তুমি তোমার দু'পা একত্র রাখবে এবং তোমার পোশাকের নীচে যা রয়েছে তা প্রকাশ করবেনা। [রিগ ভেদা, বই নং ৮, হিম নং ৩৩, ভলিউম নং ১৯]

এবার বিকাশ বলে উঠলো। কিন্তু গোপাল, আমি যতদূর জানি হিন্দু ধর্মে মেয়েদের পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কোন বিধান নেই। আমি এ বিষয়ে এক ভারতীয় হিন্দু গুরুর কথা ইন্টারনেটে পড়েছি। সে বলছে কিছু কিছু হিন্দু মেয়ে মাথা ঢেকে রাখে মুসলমান মেয়েদের অনুকরণে। হিন্দু ধর্ম মতে নয়। মুসলমান প্রধান এলাকায় এটি বেশী দেখা যায়। [www.quora.com/What-do-Hindu-scriptures-say-about-women-head...]

- গোপাল দা, আপনারা যেটাই বলুন না কেন। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন একজন হিন্দু মেয়েকেও পাইনি, যে তার সাজ-সজ্জা প্রকাশ করছেনা বা সৌন্দর্য ঢেকে রেখেছে।

যাহোক যে কারণগুলো শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়েই কথা বলি। উল্লেখিত বিষয়ের প্রত্যেকটির ব্যাপারে কিন্তু ইসলামের পরিস্কার বিধান রয়েছে। যেমন বিচার ব্যবস্থার কথাই ধরুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

(বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত) কাযীগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। দুই প্রকারের কাযী (বিচারক) হচ্ছে জাহান্নামী এবং এক প্রকার কাযী হচ্ছে জান্নাতী। জেনেশুনে যে লোক (বিচারক) অন্যায় রায় প্রদান করে সে হচ্ছে জাহান্নামী। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে লোক (বিচারক) মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সে লোকও জাহান্নামী। আর যে লোক ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা প্রদান করে (বিচারক) সে জান্নাতের অধিবাসী। [সহীহ্, ইরওয়া- (২৬১৪), মিশকাত-(৩৭৩৫)]

এ হোল একজন অন্যায় রায় দেয়া কাযী বা বিচারকের শাস্তি। প্রকাশ্যে খুন করার পরও হত্যাকারীকে বিচারক বাঁচিয়ে দিচ্ছে এরা প্রথম শ্রেণীর বিচারক।

দ্বিতীয় যে কারণের কথা বলেছিলাম সেটি ছিল নেশা বা মদ্যপান। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলছেনঃ

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। [সূরা আল মায়েদাহ: ৯০]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। [আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১৮]

গোপাল দা, একজন নারী পর্দা করলো তাতেও কিন্তু ফুল সমাধান আসবে না, যদি হত্যার সুষ্ঠু বিচার না হয়। আবার পর্দা থাকলো, সুষ্ঠু বিচারও থাকলো কিন্তু মাদকের বিস্তার রোধ করা হলো না। তবুও ফুল সমাধান আসবেনা। ফুল সমাধানের পেতে হলে তিনটি স্থানেই সুষ্ঠু বিধান আর তার প্রয়োগ থাকা চাই। আর ইসলামের বিধানসমূহ এভাবেই প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রকে সিল মেরে দিয়েছে।

চলবে....

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12

CYCDO's Initiative To Assist Australian

Dr. Fazle Rabbi

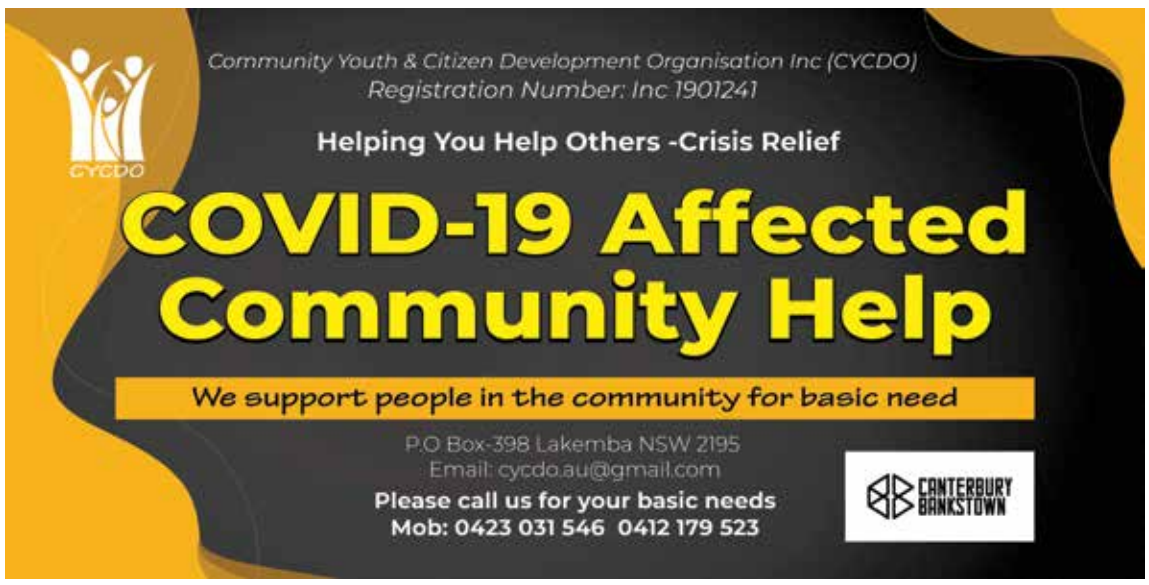

The Community Youth & Citizen Development Organization (CYCDO) Inc arranged an information session at a function centre in Lakemba on 20 September 2020 to promote its initiative to support the Australian COVID-19 affected community. Canterbury Bankstown City Council Deputy Mayor Clr. Bilal El-Hayek was the Chief Guest of the Session. The Master of Ceremonies was Md Abdullah Yousuf (President of CYCDO), Arif Rahman and Iqbal Saleh staff members, were also the hosts of the session.

CYCDO, the community organisation, took the initiative to provide the sufferers of COVID-19 with the requisite regular products, primarily food hampers, after obtaining some funds from the city council of Canterbury-Bankstown. To organise these gift hampers (Basic needs) for the victims of this pandemic, they added their own donations, with the funds of the city council.

At the beginning of the session, Abdullah humbly recalled the very first joint efforts by the Sydney Press and Media Council Inc (SPMC) and Bangladeshi Senior Citizens of Australia Inc (BSCA) among the Australian-Bangladeshi community, to assist the COVID-19 victims. Abdullah expressed his gratitude to them for highlighting the need for such kinds of interventions that are most needed during this pandemic. Abdullah was the main co ordinator for both organisation (SPMC & BSCA) to made it happened.

Community leader Sheikh Ridwan Akkawi, the chief of the Quranic Society and the president of the King Faisal Masjid, began the information session with a valuable address. Ridwan reminded the guests during his valuable speech to request forgiveness sincerity from the Almighty to seek refuge from this Corona pandemic. He also stated the importance of helping the needy people from an Islamic point of view during this moment of crisis.

Mahbub Chowdhury Sharif, president of Bangladesh Association of NSW Inc, thanked to CYCDO to assist victims who lost their jobs during this pandemic and were not obtaining any government support for not being an Australian citizen.

Hassan Kureshi, president of the Subcontinent Friends of Labour and vice president of the Lakemba branch of the Labour Party, also praised the CYCDO initiative. He shared his full support for the smooth execution of this noble mission by CYCDO.

The mind-blowing articulated speech of Charles Stuart University's lecturer & coordinator of accounting & business studies, Shibly Abdullah, enabled the audience to recognise the sufferings of both foreign students and refugees. Shibly is also SPMC's vice president and a member of the Sydney Alliance's Muslim community core team and a Social & Human Rights activist member. This skilled researcher, author and columnist humbly asked all the guests to do their utmost to help the victims of this pandemic in Australia.

Dr Fazle Rabbi, editor-in-chief of Aus Bulletin, the Australian English community newspaper, shared his heartfelt gratitude to the organisers for taking this noble initiative to help the needy during the pandemic. He referred to his first-hand experience of helping these victims and pointed out the true status of the Australian victims who are still shy about getting support from others. These sufferers are in this condition because of the loss of their jobs due to the pandemic and because the government does not provide any assistance. Therefore, Dr Fazle advised the guests to proactively search for these types of shy victims and to do their best to support them secretly to help protect the dignity of the victims.

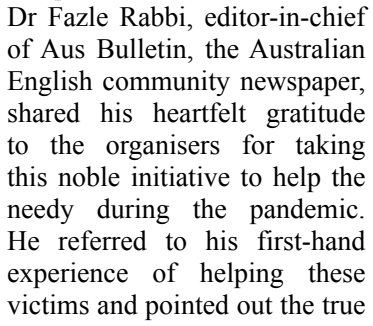

Delwar Khan, Shamsuddoha Khan, Hossain Arzu and Manjurul Alam Bulu Leader of the BSCA were the other speakers at the session. Delwar Hossain, former President of Zia Parishad Australia and Convener of BNP Australia, expressed his appreciation to the organisers, too. General Secretary of Labour Party Lakemba branch & Bangladesh Association

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

COVID-19 Victims

of NSW Jamil Hossain also acknowledged the efforts of BSCA and CYCDO to assist the Australian community in this pandemic situation. President of Bangladeshi Refugee of Australia Inc Mohammed Nasir Ahmed thanks to CYCDO.

Chief guest Deputy Mayor Clr. Bilal El-Hayek expressed his gratitude to CYCDO and to the volunteers for promoting this noble cause. For these types of initiatives, Clr Bilal agreed to provide any required assistance. He asked all the guests to come up with constructive ideas to assist the members of the community and encouraged them to contact him to get the best possible help within his capacity. He handed the gift hampers over to many refugees who were victims of this corona pandemic at the end of his speech.

After conveying his thankfulness to the guests and City of Canterbury Bankstown for the grants, the Master of Ceremonies, Md Abdullah Yousuf, concluded the session and invited them to partake in a delicious dinner.

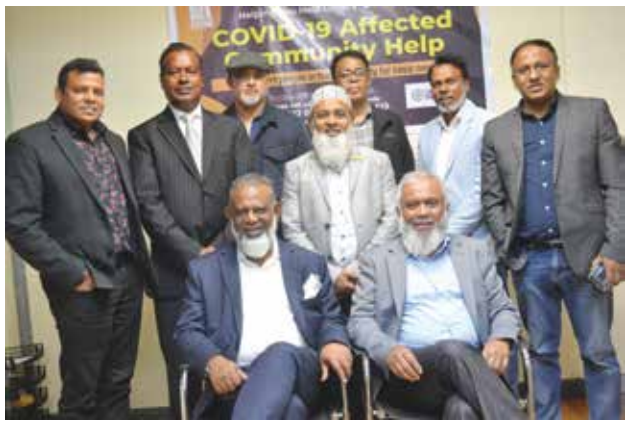

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কক্সবাজারের মেয়ে পুতুনী

এম এ ইউসুফ শামীম, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে এক চাঞ্চল্যকার ঘটনা। ঘটনায় প্রকাশ, সিডনিতে বসবাসরত হামিদ হোসেনের সাথে ২০১৬ সালে ফোনে পরিচয় হয় আকস্মিক ভাবে শফিকা আক্তার পুতুনীর সাথে। পুতুনীর পরিবার বার্মার বুচিদং থেকে এসে বাংলাদেশের কক্সবাজার এ বসবাস শুরু করে। পুতুনীর বড় ভাই ছোট ভাইয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামার এক পর্যায়ে বড় ভাই ছোট ভাইকে গুলি করে। থানা পুলিশ ও আদালত পর্যন্ত ঘটনা চলতে থাকে। অবশেষে সন্ত্রাসী পরিবার স্বপরিবারে বিতাড়িত হয় এলাকা থেকে। পুতুনীর পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী জয়নাল আবেদীন ও মা লালু বিবি,২ ভাই দুবাই ও ৩ ভাই দেশে থাকেন।

দিন দিন হামিদ ও পুতুনীর সম্পর্ক জোরালো হতে থাকে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ফোনালাপে দুজনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। অবশেষে তাদের সম্পর্ক আরো স্থায়ী করার লক্ষে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। হামিদ পেশাদার পেইন্টার। আর্থিক অবস্থা ভালো ও অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাই মেয়ের পক্ষের সবাই অনতিবিলম্বে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। ছেলে পক্ষের সাক্ষী বিহীন তড়িঘড়ি করে পুতুনীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় চতুর মেয়ের পক্ষ।

গত ২৩ মে ২০১৯ দুজনে বিয়ে করেন পারিবারিকভাবে। চার লক্ষ টাকা দেনমোহর ও ১১ ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের ২ মাস (জুলাই) পর হামিদ অস্ট্রেলিয়া চলে আসে। জানুয়ারি ২০২০ তে পুতুনীকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় হামিদ। তখনই শুরু হলো পুতুনীর আসল স্বরূপ উন্মোচন। হামিদের কিনে দেয়া মোবাইল ফোনে অনেক চেষ্টা করেও পুতুনীকে পাওয়া যাচ্ছিলো না। অনেকভাবে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হামিদ মা-ভাই-বোন বা আত্মীয় স্বজনের কাছে ধর্ণা দেয়। এমনকি মালয়েশিয়া প্রবাসী পুতুনীর বাবার সাথেও বেশ কয়েক দফা এ নিয়ে আলাপ করে। মেয়ের মা আরো টাকা দাবি করে। অনেক অনুনয় করেও হামিদ তার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারেনি। এক পর্যায়ে হামিদের ফোন ব্লক করে দেয়া হয়। পুতুনীর দুলাভাই মনসুর উল্লাহ ঘটনার সত্যতা জেনেও পুরো ঘটনা এড়িয়ে চলে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ -২০১৯ সালের ভিতর পুতুনী ও তার মা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে বিভিন্ন সময়ে হামিদ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়।

পরিচয়ের পর থেকেই পুতুনীকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা হাত খরচের জন্য পাঠাতো হামিদ। তাছাড়া আজকে মোবাইল ফোন তো কালকে লেপটপ লাগবে বলে রীতিমতো ধর্ণা দিতো। হামিদ গোবেচারার মতো এক এক করে মা ও মেয়ের সকল ইচ্ছা পূরণ করে আসছিলো।

এক পর্যায়ে পুতুনী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে হামিদের শাশুড়ি চাপ প্রয়োগ করে বাচ্চা নষ্ট করে দেবার জন্য। অবশেষে পুতুনী বাচ্চা নির্দিষ্ঠ সময়ের আগেই ডেলিভারি করে ফেলে। অর্থাৎ বাচ্চা এবোশন করে ফেলে দেয়। হামিদের বাবা -মা কেউ বেঁচে নেই ,পুতুনীর মা একরকম জোর করে এ রহস্যময় বিয়ে পড়িয়ে দেয় হামিদের সাথে। এমনকি কাবিন নামাটিও হামিদকে দেয়নি অনেকবার চাওয়ার পরেও।বার্মা থেকে বাংলাদেশে ঢুকে যদিও এরা নিজেদেরকে বাংলাদেশী বলে পরিচয় দেয়.আসলে কি তাই ?

এক পর্যায়ে হামিদের আত্মীয় স্বজন পুতুনীর বাড়িতে যায় ঘটনা জানার জন্যে। পুতুনীর মা -ভাই বোন অনিবার্য কারণ বশতঃ হামিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। বিভিন্ন তাল বাহানায় বিয়ে বিচ্ছেদ চায়। হামিদের অবস্থা দাঁড়ায় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো !

কেন তালাক চায়, কেন এমন নাটক ? কি দরকার ছিলো মেয়েকে দিয়ে এমন নাটক সাজানো ? শুধু অর্থের যোগান দিতে এ ধরনের নাটক সাজিয়ে নিজের সুন্দরী যুবতী মেয়েকে দিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে প্রবাসীর সাথে বেইমানি করে কি ফায়দা ? বরং পুতুনী যদি অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি উন্নত দেশে বসবাস করতো, তবে নিশ্চয়ই তার জীবন ও সুখময় হতো, পরিবারকেও হয়তো দেখাশুনা করতে পারতো। শোনা যাচ্ছে , এ মুহূর্তে আরেকজন প্রবাসীর (শওকত পাড়ার এবাদুলের) সাথে একই নাটকের অবতারণা করছে। তবে এখনো নাটকের প্রথম দৃশ্যে আছে দুজনই।

অতঃপর, হামিদ বিভিন্ন আইনি পরামর্শ নিয়ে শেষমেশ উকিল নোটিশ পাঠায় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০। স্বামী -স্ত্রীর পূর্ন অধিকার আদায় ও তাতে কারো হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও নালিশ করে। তাতে পুতুনীর মা -বাবা, ভাই -বোন-দুলাভাই আরো ক্ষেপে যায়। তারা হামিদকে হুমকি -ধামকি দেয়। হামিদ এ বাটপারির ঘটনা স্থানীয় পুলিশ, ফেডারেল পুলিশ, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনকে অবহিত করেন। অস্ট্রেলিয়ান একটি নামকরা ফার্ম হামিদের এ ফ্রড মামলা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

পুতুনীর মতো প্রতারক না জানি আরো কতো সহজ সরল প্রবাসীর স্বপ্নকে ধংস করেছে। না জানি আরো কত প্রবাসীকে প্রেমের ভান করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে এ জালিয়াত চক্র প্রবাসীদেরকে টার্গেট করে। তাই প্রবাসীরা সাবধান। প্রচুর যাচাই বাছাই না করে শুধু মাত্র ফোনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেমে মশগুল হয়ে যারা বিয়ে করতে চাইবে বা করেছে, তাদের সংসার করা হয়না। ওই ধরনের মেয়েরা কিছু একটা ভালো সময়ের জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করে, ওদের সুযোগ আসলেই হলো। সুযোগ মতো ভব লীলা সাঙ্গ করে আরেকজনের হাত ধরে পালাবে -এটাই স্বাভাবিক। মুসলমানের আকর্ষণীয় বা মায়াবী লেবাসে অসৎ, ভুয়া, জালিয়াতি ও যারা মানুষকে ঠকায় তারা আর যা ই হোকনা কেনো ইসলামিক মূল্যবোধহীন পশুর সমতুল্য।

সম্প্রতি, মেয়েকে আরেক ছেলের সাথে বিয়ে দেবার গোপন নাটক চলছে বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, এ ধরনের অনেক প্রতারক চক্র আছে যারা নাকি শুধু সহজ সরল প্রবাসীদেরকে টার্গেট করে। প্রবাসীদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে। মোবাইলে নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশকে সরাসরি দেখায়। অর্থাৎ অবিবাহিত একটি ছেলেকে ফাঁদে ফালানোর যত রকম কৌশল আছে, সব কিছু তারা করে। তাই -সাধু সাবধান। যারা প্রবাসে আছেন, কষ্টের পয়সা নিয়ে এভাবে ধরা খাবেন না। এ ধরনের মফিজ হতে যাবেন না। মা বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করুন। মা বাবারও দায়িত্ব ছেলে উপযুক্ত হলে তার জন্য উপযুক্ত পাত্রী খোঁজার।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

"
যখন কোন শাসক যুলুমের পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দেশবাসীকে অভাব অনটনে পতিত করেন। তখন বাজারে, রিযকে, ফসলে, গরুর দুধে তথা সর্বত্র অভাব দেখা দেয়। আর যখন শাসক প্রজা সাধারণের কল্যানে ব্রতী হন অথবা ন্যায়বিচার করতে চান, তখন আল্লাহ তা'আলা দেশবাসীর উপর বরকত নাযিল করেন

নরহত্যা করা

ডাঃ ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন," কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে হত্যার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুস্ট হবেন, তাকে লা' নত করবেন, সর্বোপরি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" (সূরা নিসা, আয়াত: ৯৩)

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলো করবে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। " (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৮)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, " এ কারনেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এক বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করাহেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩২)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, " যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কী অপরাধে তাকে করা হয়েছিল? "

(সূরা তাকভীর, আয়াত: ৮-৯) হাদিসে হত্যা ও হত্যার ইচ্ছাকেও সমান অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়েছে।

নবী করীম (সা.) বলেন, যদি দুইজন মুসলমান তলোয়ার দ্বারা একে অন্যের মুকাবিলা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই হত্যাকারীর কথা তো বুঝলাম সে জাহান্নামে যাবে কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি হলো ? সে জাহান্নামে যাবে কেন ? তিনি বললেন কেননা সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সংকল্পবদ্ধ ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু সুলায়মান (র.) বলেন, এই হুকুম ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি তারা দুইজনে পারস্পরিক বৈরিতার কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা পার্থিব পর্যায়ে বশীভূত হয়ে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা মর্যাদা ও প্রাধান্য বিস্তারের দরুন হত্যাকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে এই বিধান প্রযোজ্য।

কিন্তু যদি বিদ্রোহীকে কতল করে থাকে, যাকে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে কিংবা তার স্ত্রী কে রক্ষার জন্য হত্যা করে, তাহলে এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না।যদি কেউ নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে অন্যায়ভাবে কতল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকে, তাহলে উপরোক্ত নির্দেশের আওতায় পড়বে। তবে কোন ব্যক্তি যদি ডাকাত কিংবা রাস্ট্রদ্রোহীকে হত্যা করে, সে বিনাদোষে হত্যায় আগ্রহী ছিল বলা যাবে না ; বরং সে আত্মরক্ষার জন্য তা করেছে বলা হবে। তার প্রতিপক্ষ থেমে গেলে সেও থেমে যাবে। যে ব্যক্তি এই পথে নরহত্যা করবে, সে শাস্তির আওতাভুক্ত হবে না। অন্যথায় সে হাদিসে বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে কাফির হয়ে যেয়ো না। (বুখারী, মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন বান্দা তার দ্বীনের গন্ডিতে থাকবে যতক্ষণ না সে নিষিদ্ধ রক্তপাতে জড়িত হয়। তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের মিমাংসা করা হবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহর কাছে সারা পৃথিবী ধ্বংস করার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। (নাসায়ী, বায়হাকী ও তিরমিযি)

নবী করীম (সা.) বলেন, কবীরা গুনাহের বিবরণ হচ্ছে এই যে, ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। ২. মানুষকে হত্যা করা। ৩. কঠিন শপথ করে তা ভঙ্গ করা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে সে অপরাধের একটি অংশ আদম (আ.) এর প্রথম পুত্রের আমলনামায় লেখা হয়। কেননা সে ই সর্বপ্রথম হত্যার রেওয়াজ প্রচলন করেছে। (বুখারী,মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম লোককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রান পাবে না। অথচ জান্নাতের খোশবু চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। (বুখারী)

ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোন অবৈধ স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা শত্রুতা বা বিদ্বেষবশত: পরস্পরে সংঘর্ষ হলেই এ হাদীসের হুকুম প্রযোজ্য। নচেত আত্মরক্ষা ও বৈধ ধন-সম্পদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করলে এ হাদীসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা, আত্মরক্ষাকারীর উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে খুন করা হয় না বরং আক্রমণ প্রতিহত করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আক্রমণকারীকে হত্যা না করে যদি আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় তবে সেটা করাই শ্রেয়।

দুর্নীতিপরায়ন বিচারক : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, " আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (অর্থাৎ কুরআন) তদনুসারে যারা বিচার - ফয়সালা করে না তারা কাফির। "(সূরা মায়িদা : ৪৪) " আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা অত্যাচারী।" (সূরা মায়িদা: আয়াত ৪৫)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করে না তারা ফাসিক বা পাপাচারী। (সূরা মায়িদা : ৪৭)

হাকীম তার বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লা ঐ নেতা বা রাষ্ট্র প্রধানের নামায কবুল করেন না, যে আল্লাহর নাযিকৃত বিধান আল-কুরআনের পরিপন্থী নির্দেশ দেয়।

হাকীম তার সনদ সূত্রে বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :" তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। এর মধ্যে একপ্রকার বিচারক জান্নাতে এবং দু'প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক সত্যকে জানতে পেরেছে এবং সে অনুসারে বিচার - ফয়সালা করেছে, সে জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করেও বিচার করার ব্যাপারে ইচ্ছে করে জুলুম ও অবিচার করেছে, সে যাবে জাহান্নামে। আর যে বিচারক অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচার - ফয়সালা করেছে, সে-ও জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগন আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অজ্ঞতাবশত আল্লাহর আদেশের বিপরীত রায় দিয়েছে তার দোষ কি? নবী করীম (সা.) বললেন, তার দোষ হলো সে কেন না জেনে বিচার করলো।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন," যাকে কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে যেন ছুরি ছাড়া (অন্যকিছু দ্বারা) যবেহ্ করা হয়েছে। "

ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহ.) বলেছেন, "কাযীর উচিত একদিন মিমাংসায় কাটিয়ে পরের দিন কান্নাকাটিতে অতিবাহিত করা।" মুহাম্মদ ইবন ওয়াস (র.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে বিচারের জন্য ডাকা হবে সে হলো কাযী বা বিচারক। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারককে উপস্থিত করে এমন কঠোর হিসাবের সম্মুখীন করা হবে যে, সে মনে মনে বলবে, যদি দুনিয়াতে একটি খেজুর নিয়ে দু'জনের মাঝে যে ঝগড়া হয় এমন ছোটখাটো ব্যাপারেও বিচার না করতো তাহলে তার জন্য মঙ্গল ছিল।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাযী এমনভাবে পিছলিয়ে পড়বে যাতে সে আদনের দূরত্বের পরিমাণ দূরত্বে পড়ে যাবে।

হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, এমন কোন শাসক বা বিচারক নেই যাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করিয়ে তার আমলনামা খোলা হবে না। অত:পর তার আমলনামা সকল সৃষ্টিকুলের সামনে পড়ে শোনান হবে। যদি সে ন্যায়পরায়ন হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তার ন্যায়বিচারের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেবেন। অন্যথায় পুলটি তাকে নিয়ে টলমল করতে থাকবে। ফলে তার এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গের দূরত্ব হবে এতো এতো। তারপর পুলটি তাকে নিয়ে জাহান্নামে ভেঙে পড়বে।

মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন ওয়াসীকে বসরার কাযী বানানোর জন্য ডেকে পাঠালে তিনি এ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অত:পর মালিক ইবন মুনযির বলেন তাঁকে বললেন, তোমাকে অবশ্য ই এ পদ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তোমাকে বেত্রাঘাত করা হবে। তিনি বললেন, যেহেতু আপনি সুলতান (বাদশাহ) সেহেতু আপনি ইচ্ছে করলে বেত্রাঘাত করতে পারেন (কিন্তু এ দায়িত্ব পালন আমার দ্বারা সম্ভব হবে না)। কেননা আখিরাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় অপমানিত হওয়া উত্তম।

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, যখন কোন শাসক যুলুমের পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দেশবাসীকে অভাব অনটনে পতিত করেন। তখন বাজারে, রিযকে, ফসলে, গরুর দুধে তথা সর্বত্র অভাব দেখা দেয়। আর যখন শাসক প্রজাসাধারণের কল্যানে ব্রতী হন অথবা ন্যায়বিচার করতে চান, তখন আল্লাহ তা'আলা দেশবাসীর উপর বরকত নাযিল করেন।

ক্রোধ অবস্থায় বিচার মিমাংসা করা কাযীর জন্য হারাম। যখন কোন কাযীর মধ্যে স্বল্প জ্ঞান, খারাপ উদ্দেশ্য, অসৎ চরিত্র ও কম আল্লাহভীতি থাকে, তখন তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে তার দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের এমন আমলের তৌফিক দান করুন, যে আমলে তিনি রাযী ও সন্তুষ্ট থাকেন।

জনগণ সেই এনালগে

কাজী রকিবুল ইসলাম

ডিজিটাল-এর সুফল এক-দুই মাস পরে বিফল,
গ্রাম-গঞ্জ মফস্বলে জনগণ সেই এনালগে।
স্বপ্নের সফলতা যায় বিফলে,
কালো হাতের করণিক ক্ষমতার লাট!
শুরু করে নানান রকম অজুহাত,
নেট নেই তো সার্ভারে ডিস্টার্ব
সময়মতো স্পর্শ করেনা ডিজিট,
পাওনা দেনায় লাগে গিট
খোঁজ নেয় না কে বাটপার-চিট।
বদের ধাড়ি গোয়েন্দারা করে না নজরদারি,
মাঝে মধ্যে অফিসগুলো করতো যদি ভিজিট
দেশ প্রেমিক জনগণের দেয়ালে ঠেকতো না পিঠ।
কর্তা যদি নিতো একটু খোঁজ,
কুচক্রীদের কমতো মাস্তি মোজ'
দেশের উন্নয়ন বাড়তো কয়েক ডোজ
দেশ প্রেমিক জনগণের কমতো মাথার বোঝ।

প্রস্তুতি

অমিত দেশমুখ

যুদ্ধের জন্য কি প্রস্তুত করেছ?
মিসাইল, কার্তুজ, যুদ্ধবিমান, জাহাজ, সাবমেরিন,
বারুদের স্তূপ।
আর কিছু সশস্ত্র সৈনিক।
আর হসপিটাল?
যুদ্ধে হসপিটালের কি প্রয়োজন?
আমি মহামারি।

প্রেমের আকুতি

রুদ্র অয়ন

প্রথম দেখায় উঠেছিলো
ঝড় বুকের জমিনে,
এঁকেছি যে তোমায় আমি
হৃদয়েরই গহীনে!

তোমার কথা ভেবেই সারা
একান্তে আনমনে,
বলে যাই কতই না কথা
নিরবে সংগোপনে।

তুমি শোন নাই শোন নাই
সে কথা হে প্রিয়তমা,
প্রেমের আকুতি যে কতটা
এ বুকে রয়েছে জমা!

ফুঁ

বদরুদ্দোজা শেখু

কোকিল ডাকে- কুহ্ কুহ্ কুহ্ কুহ্, কুহ্ কুহ্ কুহ্ কুহ্!
ঘুঘু ডাকে- ঘুঘর...ঘু , ঘুঘুর্...ঘু,ঘুঘুর্...ঘু...ঘু!
-আমায় যেন জিজ্ঞেস করে, কী করছিস রে তু?

আমি বলি, আমি নগণ্য
তোদের জন্য খুঁজি অরণ্য
তোদের বাঁচার দাবির জন্য
আকাশে দিই ফুঁ।

কাকরা ডাকে- কা...কা...কা...কা...
ভাগায় সবাই, পালা...! পালা...! পালা....!
ক'টা চড়ুই বিজলি তারে করছে কিচিমিচি
বলছে যেন, তাদের জন্য কতোটুকু করিছি?

আমি ভাবি, তাইতো তাইতো
কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু নাই তো,
গাছগাছালি শেষ প্রায় তো
পুকুর ডোবাও তেমন নাই তো,
কী ভয়ঙ্কর, উঃ!

পরিবেশবিদরা চেঁচান
কর্পোরেটরা গাত্র বাঁচান,
সমাজসেবীরা কড়া নাড়েন
ধর্মাবতার রুলিং ঝাড়েন,
মন্ত্রী সান্ত্রী বেজায় ব্যস্ত-
পাখিদের আবার কী দরখাস্ত!?
গভীর ভেবে হীরক রাজা
মাথা নাড়েন- "হুঁ--উঁ-উঁ"!

আমি তো ওই হোমোস্যাপিয়েন
বড়োই লোভী অকবি ননসেন
হাতিয়ার এই খাতা ও পেন,
তা দিয়ে তোদের বাঁচার জন্য
সমাজে দিই ফুঁ।
তোদের অধিকারের জন্য
আকাশে দিই ফুঁ!!

করোনাকাল

আহমদ রাজু

পৃথিবীর আজ অসুখ করেছে; উদভ্রান্ত চোখ তার
দিকবিদিক তাকায় নিরবধি; কে আছে অপার-
কার ছোঁয়ায় আবার সে স্বপ্ন ছড়াবে সংসারে!
কার অদৃশ্য বুননে জেগে উঠবে ভালবাসার বাগান?

কী হলো- কী হয়ে গেল, চারিদিকে অদৃশ্য আঁধার,
ধূধূ প্রান্তরে তবে কী অস্তিত্ব বিলীন হবে বিংশ সভ্যতার!
হাঁটতে শিখে নতুন শিশুটি ঘরের বাইরে পা রাখেনি আজো-
তালাবদ্ধ সংসারেই পূর্ণ হলো ন'মাস; ফড়িং চোখ তার
অহর্নিশি তাকিয়ে থাকে জানালার ফাঁকে। ফ্যাকাশে আলোতে
খুঁজে পায় না অভিমানী সূর্যের মুখ।

বইয়ের বোঝা পিঠে ওঠেনি অনেকদিন খোকনের
সে যেন পেয়ে গেছে অনন্ত ছুটি! কবে কাছে পাবে
প্রিয় প্রিয়াঙ্গণ? কবেই বা খেলবে সে লুকোচুরি খেলা?
একদিন মোড়ের যে দোকানী শুনতো বেসুরে কণ্ঠের গান
সেও এখন বুঝতে শিখেছে জীবনের মানে।

আমি ভাল নেই- তুমি ভাল নেই
সুমি ভাল নেই- রুমিও ভাল নেই
ভাল নেই তরু লতার ফুল,
ভাল নেই বুড়ি ভৈরব নদী
দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ
ঘাম ঝরানো শ্রমিক-কৃষক;
আকাশের মন তাই বিরহে ব্যাকুল।

কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া নেই
কলমের ডগায় অদৃশ্য ছোঁয়া নেই;
অনেকদিন দখল হয়নি এতিমের ভিটা,
নেতাদের মুখে এখন মধুর ছটা।
ভালবাসাদের আজ মরে গেছে মন
চোখাচোখি হয় না তাদের, তবুও আপনজন।

আবার কি ফিরে পাবো ঝিনুক কুড়ানো দিন
আবার ফিরে আসবে কবে দখিনা হাওয়ায় ঋণ?
কলকারখানার চাকায় কবে ফিরবে দু'মুঠো
ভাতের বিশ্বাস; পরজীবী জীবন ক্ষুধায় কাতর।
আবার ফিরে পাবো কি কৃষকের ঘাম- মাঝি মাল্লাদের
ভাটিয়ালি সুর- জীবনের মানে- সেই আত্মবিশ্বাস?
অতীত হবে কী মনুষ্য আকৃতি হারানো মুখোশ-এর কাল;
ভালবাসার পূর্ণতা পাবে কী আগামী সকাল???

সমব্যথী

আশীষ কুমার বিশ্বাস

আমরা কি সমব্যথী হবো না!
আমরা কি সহমত হবো না!

যার বাড়িতে এই দুর্দিনে
নেমে এসেছে শোকের ছায়া!
যে ভুলে গেছে নাওয়া, খাওয়া-দাওয়া!

করোনায় নিয়ে গেছে
যে বাড়িতে প্রাণ।
যাঁদের ইচ্ছা ছিল
বাচঁবার আপ্রাণ।

আজ সে নেই, আজ তাঁরা নেই!
অন্ধকার নেমে এসেছে ফ্যামিলিতে!
সমব্যথী হয়ে, সব নিয়ম বিঁধি মেনে,
হতে পারি কিনা তার সাথী, সমব্যথী?

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বনহংসের মন

স্বপঞ্জয় চৌধুরী

বনহংসের মন পড়ে দেখার সুযোগ হলে
দেখে নিতাম তার স্মৃতিতে জমা উড়বার ইতিহাস
বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসা আহত ডানা।
তার বুকের ভেতরে চাপা আছে সঙ্গিনীর স্মৃতি
তাকে রেখে কেন যে সেদিন গিয়েছিলাম
ঘন তুষারের বনে;
ফিরে এসে দেখি তার পড়ে থাকা সোনালি পালক
এখনো রাত নেমে এলে শিকারিরা মাতে বনহংস ভোজে
আমি কী করে ভাঙ্গবো এই বাস্তুসংস্থান শৃংখল।
তোমাদের পরিযায়ী শহরে এখনো দেখি আমি বিপন্ন বন
প্রতিটি পাথরের গায়ে প্রতিটি কাচের দেয়ালে
আমি এখনো দেখি বনহংসের ছায়া
আর তার উড়বার ইতিহাস।

নীলপদ্ম

দালান জাহান

আজ এই প্রথম অপ্রস্তুত মুখটি
সকাল হতে খেলা করছে
আঙিনায় লাল কাঞ্চন জবা
হাতির সুরের মতো বের করছে
একশো বছরের সমবেদনা
তুমি ছাড়া কী রকম রকম এতিম আমি
যে ফুলটি হৃদয়ে রাখি
সে ফুলটি চোখে রাখি না
ময়ূর নিদ্রায় ভেসে যায় নীলপদ্ম
কতোদিন! কতোদিন!
মাথা উঁচু করে আকাশ দেখি না।

স্বপ্ন

আশীষ কুমার বিশ্বাস

একটা স্বপ্ন দেখছিলাম রাতে-
একটা দড়ি বাঁধার চেষ্টা করছিলাম
উচ্চতার শিখরে, যেখানে কোনো সিঁড়ি
ছিলো না।

একটার পর একটা গিঁট বাঁধছিলাম।
যেভাবে গিঁট বাঁধতে হয়-
সততার, নিষ্ঠার, অধ্যাবসায়- পরিশ্রমের।

লক্ষ্যে স্থির রেখে কিছুটা উঠলাম বটে!
কিন্তু আর ওঠা হলো না।
দড়িটা বড়ই পিচ্ছিল মনে হলো।

দুর্নীতির সাবান জলে ওটা টানানো।
বার বার পড়ে যেতে হয়।
ওখানে গিঁট বাঁধা বড়ো শক্ত।

ঘুম ভেঙে গেল, সে রকম কোন
খুশির বার্তা দিতে পারলাম না!

তবুও কি সুখেই না আছি!
চাইছি দুর্নীতির দড়িটাকে সরিয়ে দিতে
এবং আবার স্বপ্ন দেখতে।

এ স্বপ্ন মানসিকতার পরিবর্তন,
মানবিকতার নতুন রূপ।

অনুতাপ দহন

আনোয়ার আল ফারুক

অনুতাপ দহনে যে জ্বলে পুড়ে খাক
ভুল পথে পেরিয়েছি জীবনের বাঁক
খুঁজিনি যে কোন কালে হিদায়ার পথ
বয়সের ভারে আজ থেমে গেছে রথ;
ক্ষমা পেতে আশাহত হইনি যে কভু।।

জেনে বুঝে দিয়েছিতো অপরাধে ডুব
অনুতাপে আজ তাই কেঁদে যাই খুব,
হাশরের মাঠে দিও সুখোময় মুখ
দূর করে দিও তুমি জীবনের দুখ;
বিপদের সময়েও পাশে থেকো তবু।।

ক্ষমা করে দাও তুমি অগণিত ভুল
ফুটাও যে জীবনের সুবাসিত ফুল,
দাও তুমি রহমের বারিধারা যতো
সিজদায় সিজদায় হই অবনতো।।

সবরের সাথে দাও দৃঢ় মনোবল
তার সাথে ঈমানের দাও কোলাহল,
দাও তুমি ঠাঁই দাও রহমের কোলে
করুণার দ্বার যতো দাও আজ খোলে;
ক্বালবেতে সাকিনায় ভরে দাও প্রভু।।

ত্রাণসামগ্রী চুরি

রাজ কালাম

ত্রাণ দিতে যেয়ে মানছে না কেউ সামাজিক
দূরত্ব এক প্যাকেট ত্রাণ দিতে দশজনে
সেলফি তুলতে তাদের নেইকো জুড়ি,
আবার না জানিয়ে একেবারে
চুপিসারে, গোপনে সহায়তা করছে
এমন লোকের সংখ্যাও ভুরিভুরি।

সারাবছর দুর্নীতি করেছে জনগণের
টাকা লুটে পুটে খেয়েছে,
গরীব মরলেও বেড়েছে তাদের ভুড়ি,
সারা বিশ্বের মানুষ যখন সাহায্য-
সহযোগিতা করতে ব্যাকুল, তখন আমাদের
কিছু অমানুষ করছে ত্রাণ সামগ্রী চুরি।

গরীব দিনমজুর অসহায় লোকজনের
অনেকেই খাবারের অভাবে থাকছে অনাহারে,
মানুষরূপী অমানুষ কিছু জনপ্রতিনিধিরা সরকারি
অনুদান বিতরণ না করে নিয়ে যাচ্ছে নিজ ঘরে।

সেইসব জন প্রতিনিধিরা ভুলে গেছে
ছিলনা তাদের যোগ্যতা নির্বাচিত হতে
ভোটগুলো পেয়েছিল অনেক সস্তায়,
দুঃখের বিষয় আজ তারা সেই সমস্ত
গরীব দুঃখীদের বঞ্চিত করে নিজেদের
ঘরে নিয়ে যাচ্ছে ত্রাণ বস্তায় বস্তায়।

ত্রাণ সামগ্রীগুলো যদি সুষ্ঠু বন্টন হতো তাহলে
গরীব-দুঃখী অসহায়দের মুখে থাকতো হাসি,
কিন্তু যারা তাদের মুখের আহার ও হাসি কেড়ে নিয়েছে
তাদের দেওয়া উচিত সর্বোচ্চ শাস্তি- ফাঁসি।

না' মানুষের মা

ঋভু চট্টোপাধ্যায়

স্টেশনের বাইরের দিকটা হুড়মুড় করে ভেঙে যাওয়ার পরেও মাত্র তিনমাসের মধ্যে এইরকম ভাবে আবার যে তৈরী হয়ে যাবে, এক্কেবারে সামনের থেকে দেখেও মলয় বিশ্বাস করতে পারছিল না। আর পারবেই বা কিভাবে, টিভিতে বহুবার দেখলেও নিজের চোখে এমন দুর্ঘটনার দৃশ্য সেই প্রথম দেখেছিল। নভেম্বর মাসের শেষের দিক, সেদিন আবার একটা বিয়ের দিন ছিল। বিকালের দিকে এক প্রস্থ বৃষ্টি হয়ে হওয়ায় সন্ধের দিকে বেশ ভালোই ঠাণ্ডা লাগছিল। মলয়ের শরীরটাও সেরকম ভালো লাগছিল না। কিছুক্ষণ আগেই সন্দীপকে ফোন করে বলেছিল, 'ভাই, আজ মনে হয় বেরোতে পারবো না, শরীরটা ভালো নেই, মনে হয় গতকাল রাতের ঠাণ্ডাটা লেগে গেছে, আশা করি ফোন এলে তোরাই সামলে নিতে পারবি।'

-সে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কন্টেনারগুলো গুপীর কাছে তো?

–হ্যাঁ। তুই কিন্তু যে বাড়ি থেকে খাবার তুলবি তাদের কাউকে দিয়ে আমাদের এন্ট্রি বুকে টাইম লিখে সই করিয়ে নিতে ভুলবি না। গত মাসে সুমিত একটা পৈতে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে টাইম না লিখে চলে এসেছিল।

মলয়ের বেশি কথা বলতে ভালো লাগছিল না। এমনিতে এই ফুডিস ক্লাবের ছেলে মেয়েগুলো খুব ভালো। তাও মাঝে মাঝে দু'একটা ভুল করে ফেলে। কিন্তু সরকার আবার এগুলোই বেশি করে ধরে। কত অভুক্ত মানুষ প্রায় প্রতিদিন খাবার পাচ্ছে সেটা কেউ দেখবে না। কিন্ত একটু এদিক ওদিক কিছু হোক মিডিয়া, সরকার, লোকাল পার্টি সবাই হৈ হৈ করতে আরম্ভ করবে। এ কথাগুলো অবশ্য সি.এম.ও এইচ স্যার বার বার করে বলে দিয়েছিলেন। 'শুনুন মলয় বাবু, আপনি বা আপনার ফুডিস ক্লাব প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাবার খাওয়ান এতে সাধারণত কারোর কিছু অসুবিধা বা সুবিধা হবে না। কিন্তু একজনের কিছু অসুবিধা হোক অমনি দেখবেন সবাই ছুটে বেড়াবে। এমনকি অফ দ্য রেকর্ড বলছি তখন আমাকেও আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলবে। ভুলে যাবেন না, আপনিও একজন সরকারি কর্মচারি।'

মলয় বিষয়টা জানে, বোঝেও। লোকজন পিছনে লাগতে পারলে আর কিছু চাই না। ফুডিস ক্লাবের ফেসবুকে একটা গ্রুপ তেরী করে এই শহরের কোথায় কি ভালো খাবারের দোকান আছে সেই সব জেনে পোস্ট করতে আরম্ভ করেছিল। সবাই ভালো ভালো খাবারের দোকান, বা রেস্তোরার খবর পেত। সেখানে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। মলয়ই একদিন কথাটা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি। প্রথমে নিজেরাই ফাণ্ড তৈরী করে তা থেকেই কয়েকটা বড় বড় কন্টেনার কিনল। চারদিক পোস্টারিংও হল। বিশেষ কিছু না। শুধু বলল, 'আপনাদের যে কোন অনুষ্ঠান বাড়ির কোন খাবার বেঁচে গেলে আমাদের ফোন করুন, আমরা নিজেরাই আপনার বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করে এই শহরের গরিব দুঃখিদের খাওয়াবো।' খুব অল্প দিনের মধ্যেই ফুডিস ক্লাবের কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়েও পড়ল। মলয় আর ফুডিস ক্লাব এক্কেবারে এক হয়ে গেল। কষ্ট হয়, বেশির ভাগ অনুষ্ঠান বাড়িই রাত সাড়ে বারোটা একটার সময় ফোন করে। তারপর তাদের বাড়ি গিয়ে খাবার নিয়ে এসে সব ব্যবস্থা করতে করতে রাত শেষে ভোর হয়ে যায়। তাও সেই সব অভুক্ত মানুষগুলো যখন পেটের জ্বালায় গোগ্রাসে খেতে আরম্ভ করে মলয়ের সব কষ্ট কেমন যেন সরে যায়। গ্রুপের সবার সাথে মলয়ও একটা তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ে।

সেদিন আবার ছটা অনুষ্ঠান বাড়ির থেকে বাড়তি খাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিল। আগের দিন ফিরতে ফিরতেও ভোর সাড়ে চারটে হয়ে গেছিল, তার উপর জ্যাকেট, মাফলার কিছুই নিয়ে যায় নি। রাতে খোলা আকাশের নিচে অত অত মানুষকে খাবার পরিবেশন করতে করতে ঠাণ্ডাটা যে এমনভাবে নিজের শরীরে জাঁকিয়ে বসতে পারে এটা বুঝতে পারল একটু বেলাতে ঘুম থেকে উঠে। সারাটা শরীরে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। সেই দিন আর স্কুলও যাওয়া হল না। সন্ধে থেকে শরীর একটু ভালোর দিকে গেলেও মা সেদিন আর কিছুতেই বাইরে যেতে দিল না। মলয় মাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'আজও তিনটে অনুষ্ঠান বাড়ির কথা আছে। আমি না গেলে ওরা ঠিক মত করতে পারে না।'

-না পারুক, কিন্তু তোকে কিছুতেই আজ সন্ধে বেলা বাইরে যেতে দেবো না।

এর পর মলয় সন্দীপকে ফোন করে সব কিছু বলে। তাও ওদিকেই মন পড়ে থাকে। চারদিকের পোস্টারে তো তার ফোন নম্বরটাই প্রথমে দেওয়া আছে।

কিছু সময় একটু তন্দ্রা মত এসে গেছিল। হঠাৎ ফোনটা পেয়েই একটু চমকে ওঠে মলয়। স্ক্রিনে তখন, 'সন্দীপ কলিং।' ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে সন্দীপ বলে উঠল, 'ঘরে আছো?'

–হ্যাঁ কেন?

-টিভি দ্যাখো নি, বিরাট ঘটনা ঘটেছে।

–কই জানি না তো, কি হয়েছে ?

–আরে স্টেশনের বাইরেটা ভেঙে পড়ে গেছে।

–মানে! কিভাবে?

-কিভাবে জানি না। বাইরেটা কাজ হচ্ছিল, এক্কেবারে পুরোটা ভেঙে পড়ে গেছে। টিভিতে দেখাচ্ছে।

–তোরা কোথায় আছিস?

–আমাদের ঠেকে।

-ঠিক আছে। তোরা ওদিকটা সামলা, আমি স্টেশনে আসছি। কয়েক জনকে ফোন করছি।

এবার আর মায়ের কোন আপত্তি না শুনে বাইকটা নিয়ে মলয় বেরিয়ে গেল। শুধু বেরোনোর আগে একটা জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে নিল। স্টেশন চত্বরে ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের বড় কর্তাদের গাড়ি, রেলের গাড়ি সব হাজির হয়ে গেছে। পুলিশ এসে জায়গাটা ঘিরে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। মলয়ের সাথে তার ফুডিস ক্লাবের কয়েকজন সেখানে ততক্ষণে চলে এসেছে। থানার বড়বাবুর সাথে মলয়ের খুব আলাপ। থানার সাথে তাদের ফুডিস ক্লাব মিলে অনেক কাজ করেছে। এই তো আর কয়েকদিন পরেই পিকনিক আরম্ভ হবে। থানার সাথে মিলে ফুডিস ক্লাব শহরের বিভিন্ন পিকনিক স্পটে প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতার ব্যবস্থা করবে। কয়েকদিন আগে একটা মিটিং হয়ে গেছে। এছাড়া ব্লাড ডোনেশন বা বিভিন্ন রোগির প্রয়োজনে রক্তের জোগাড় করা তো আছেই।

মলয় একটু ঘুরতে ঘুরতে একপাশে বড়বাবুকে দেখতে পেয়ে সৌজন্য বিনিময় করেই জিজ্ঞেস করে, 'ক্যাসুয়েলটির কোন খবর আছে নাকি?'

বড়বাবু একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, 'অফিসিয়ালি দু'জন ইনজিয়োর্ড। একটু আগেই অ্যাম্বুলেন্সে তাদের হসপিটালাইসড করা হয়ে গেছে।'

–আর আনঅফিসিয়ালি?

বড় বাবু একটু থমকে গেলেন। চারদিকটা একবার দেখে মলয়কে চোখের ইশারায় একটু পাশে ডেকে নিয়ে আঙুল তুলে এক মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'একটু আগেই ঐ মহিলা আমার পা দুটো জাপটে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। ওর নাকি হাসবেন্ড আর চারটে বাচ্চা চাপা পড়ে গেছে। ভিতরে আরো কতজন যে আছে কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু কাউকে কিছু বলা যাবে না। সবই তো বোঝো।'

–তার মানে আরো ছয় সাত জনের মারা যাবার খবর আছে।

–মোটামুটি।

বড়বাবু আর আর কথা না বাড়িয়ে তাঁর নিজের কাজে চলে গেলেন। মলয় সেই ভদ্রমহিলার কাছে দাঁড়াতে তাকে দেখে মহিলা এক্কেবারে পা ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে। মলয় ভালো করে মহিলাকে দেখে। পরনে পুরানো শাড়ি, গায়ে হাতে পায়ে ময়লা লেগে আছে। মলয় চারদিকটা আর একবার দেখে মহিলার কাছে এক্কেবারে বাবু হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?' মহিলাটি ভালো করে কথা বলতে পারছে না। শ্বাস আর কান্নার সাথে কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। মলয় সব কথা ভালো করে বুঝতেও পারল না। শুধু শুনতে পেল, 'তুমি একটু দেখো গো আমার ছিলাগুলো সব চাপা পড়ি আছে গো, আমার বরটাও ওখানে শুয়ে ছিল গো।'

–আরে না গো, ওরা বেরিয়ে যাবে। তোমার বর হয়ত ওদের নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও খুঁজছি, তোমার সাথে দেখা করিয়ে দেবো।

কথাগুলো শুনে মেয়েটি আরো কেঁদে ওঠে। তার মাঝেই বলে, 'আজ যে উয়ার জ্বর এসিছে গো।'

মলয়কে ওরকমভাবে বসে থাকতে দেখে এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'এ নাকি তখন খাবার আনতে গেছিল, আর ওর বর আর চারটে বাচ্চা ওখানে শুয়ে ছিল।'

-আপনি দেখেছেন? মলয় জিজ্ঞেস করে। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'না না, এরা এখানে চাষের কাজ করতে আসে। আমি একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলাম।'

মলয় চারদিকটা আরেকবার দেখে বড়বাবুর কাছে এসে বলে, 'স্যার আপনি একটু দেখুন না, ঐ ভদ্রমহিলা বলছেন.....'

–দেখছি...। আমি কথা বলেছি। আমারও মনে হচ্ছে এই ডেব্রিসের মধ্যে আরো অনেকেই চাপা পড়ে থাকতে পারেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্দীপের ফোন পেল, 'দুটো অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। দু'শ জনের মত খাবার হতে পারে।'

-ঠিক আছে। তুই স্টেশনে নিয়ে চলে আয়। এখানে এখনো অনেকে না খেয়ে রয়েছে। দু'শটা তিনশ জনের হয়ে যাবে।

তিনশ নয় মলয়দের ফুডিস ক্লাব সেই রাতে প্রায় সাড়ে তিন'শ জন অভুক্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পেরেছিল। গরিব ভিখারির থেকে অনেক সাধারণ মানুষও খেয়েছিল। সব কাজ করতে সারতে সারতে রাতও হল। নিজেদের আনা খাবারের কন্টেনারগুলো গুছিয়ে বেরোতে যাবে এমন সময় একটা চিৎকার কানে আসতে মলয় সেই আওয়াজ ধরে সেদিকে যেতেই দেখে কয়েকজন স্টেশনের ভেঙে যাওয়া ইট, পিলার নিয়ে ছেড়ে যাওয়া একটা ডাম্পারের পিছন পিছন ছুটছে। তাদের মুখেই চিৎকার শোনে, 'ওরা লাশগুলোকে এই গাড়িতে তুলল, ধর ধর।'

কিন্তু ঠিক কে ধরবে? ততক্ষণে পুলিশ দড়ি বেঁধে লাঠি উঠিয়ে তাদের আটকে দেয়। ডাম্পার আর বুলডজারের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে যায় মাত্র কয়েকজন না মানুষের আর্তনাদ। বড়বাবুকে দেখতে পায় না।

মলয় ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভেঙে যাওয়া স্টেশনের একটা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে। তার নিচে লেখে, 'বন্ধুরা তৈরী থেকো, রাতে রক্ত লাগতে পারে।'

পরের দিন ঘুম ভাঙে বড় বাবুর ফোনে। ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে বড়বাবু একটু কড়া গলায় বলে ওঠেন, 'তোমার ফেসবুকের পোস্টটা এক্ষুণি ডিলিট কর।'

মলয়ের তখনও ভালো করে ঘুম ছাড়েনি। জড়ানো গলাতেই উত্তর দেয়, 'কোন পোস্টটা?'

–আরে ঐ যে রক্ত লাগবার কথা লিখেছ।

–কেন, কিছু হয়েছে?

-এই উঠছ নাকি?

-হ্যাঁ।

-স্কুল আছে?

–হ্যাঁ।

-তাহলে বিকালের দিকে একটা ফোন করে থানায় এসো। আর এখনই পোস্টটা ডিলিট করে দাও।

পোস্টটা সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিলেও সারাটা দিন মনের ভিতরটা খিঁচ খিঁচ করে যেতে লাগল। কিছুই তো জানা গেল না। সবটা পরিষ্কার হল সন্ধেবেলা। থানায় যেতেই বড়বাবু বলে উঠলেন, 'আজ খুব জোর বেঁচে গেছ, তোমাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিল।'

অবাক হয়ে গেল মলয়। 'অ্যারেস্ট! কে বলেছিল?'

–তোমার পোস্টটা বহুবার শেয়ার হয়েছে। কারো চোখে পড়েছেই ব্যাস। কোন মানুষ স্টেশনের ভিতর রাতের বেলা থাকতে গিয়ে চাপা পড়ে মারা গেছে। এটা সরকারের কাছে কতটা ড্রব্যাক বলতো। তার ওপর তুমি আবার রক্তের কথা লিখলে। তার মানে অনেক ইনজিয়োর্ড। এর দায় তো সরকারের। তুমি এখানে থেকে সরকারের বদনাম করছ, তাও আবার ভোটের বাজারে। তোমার নামে তো....'

–বাব্বা, ঘামিয়ে দিলেন তো। রক্তের প্রয়োজন হতে পারে এই ভেবে পোস্টটা করেছিলাম।

–নেহাৎ আমি তোমাকে পারসোনালি চিনি, না হলে কোথা থেকে কি যে হত বুঝতেই পারতে না।

থানা থেকে বেরোনোর সময় মলয় শুনতে পেল গত রাতের অফিসিয়ালি আহত দু'জন মারা গেছে।

নতুন ভাবে সেজে ওঠা স্টেশনের সামনে দাঁড়াতেই সব কথাগুলো মলয়ের মাথার ভিতর ভিড় করে এল। লোকজন এখন স্বাভাবিকভাবেই স্টেশনে ঢুকছে বেরোচ্ছে। মলয় একটু সামনের দিকে এগোতেই একটা ঘেরা জায়গা দেখল। ভিতরটাতে ফুলগাছ ও কয়েকটা বাহারি আলোও লাগানো হয়েছে। সেই রাতে মেয়েটা এই জায়গাতেই বসে বসে কাঁদছিল। মলয়ের দুটো কানে আবার কান্নার আওয়াজ এল। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বুঝল মনের ভুল। লম্বা একটা শ্বাস নিল মলয়। তারপর প্লাটফর্ম টিকিট কেটে সোজা ভিতরে ঢুকে চারদিকটা ভালো করে দেখতে লাগল। না কোথাও কোন ভাঙার চিহ্ন নেই। নতুন করে রঙ করা, ছবি আঁকা। চোখ দুটো ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যেতেই বন্ধ করতে হল। হয়ত খুলতে পারলেই বুঝতে পারত ঠিক কোনখানে এতগুলো না মানুষ চাপা পড়ে মারা গেছিল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

The Prophet (PBUH) said: "Whoever builds a Masjid for the sake of Allah, Allah will build for him a House in Jannah"

[Sahih Al-Bukhari]

History & Background

- Albury & Wodonga are large regional towns at the border of NSW & VIC, with a combined population of nearly 100,000. Muslim population counts to more than 100 families.
- ISAW is the only mosque on Hume Freeway between Melbourne and Sydney/ Canberra.
- New mosque is under construction and is going to be ready by January 2021 (InSha'Allah).

BRICKS for SALE:

BUY bricks to build your house in Jannah. It is ONLY $10 per brick.

Features

- Spacious praying area
- Plenty of parking space
- Separate female praying room
- Expanded wudu areas for both men and women

Donations

NEED: AUD 101,000/-

by October 2020

BSB: 012708
Account No: 261990129
SWIFT code: ANZBAU3M (For international transfers)
Account Name: Islamic Society of Albury-Wodonga
PayPal: Visit www.isawmasjid.com

Islamic Society of Albury-Wodonga Inc.
494 Wagga Road,
Lavington NSW 2641
Email: ISAW786@gmail.com
Website: www.isawmasjid.com

ABN 89 767 543 184
(Registered with ACNC)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12

ব্রিটেন প্রবাসী বাংলাদেশির এক অসাধারণ বইয়ের রিভিউ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ব্রিটেন প্রবাসী লেখক, বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ ডক্টর এম এ আজিজ দতুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান : সফলতার রহস্যদ শিরোনামের একটি অসাধারণ বই প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সেই বইয়ের পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করেছেন গোটা বিশ্বের বই প্রেমিক -ধর্ম প্রাণ মুসলমান। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজনের মতামত বা রিভিউ নিচে তুলে ধরা হলো।

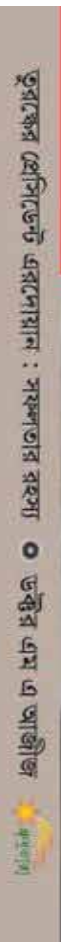

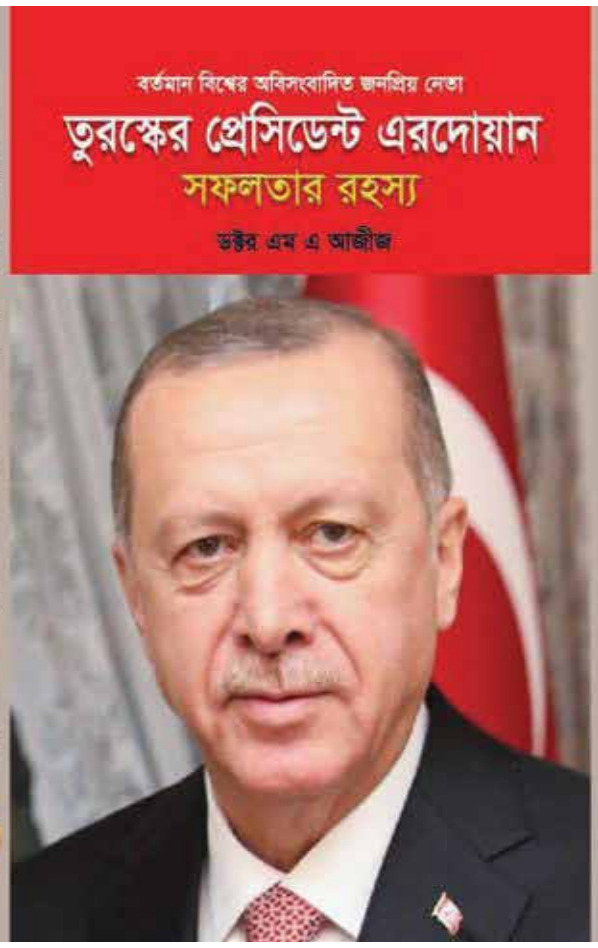

এক
লেখকের কথা: কোন ব্যক্তি- দল বা জাতিরই দোষ নেই, সঠিক সময় সঠিক নেতা পেলেই ব্যক্তি-দল ও জাতি সিংহের মত গর্জে উঠে। আদর্শের জন্য জান বিলিয়ে দিতে পিছপা হয়না। বিশ্ব জয় করতেও তাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়না।

(যথা আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (স:), ইমাম খোমেনী, প্রেসিডেন্ট এরদোগান,শহীদ জিয়া, নেলসন মেন্দেলা আরও অনেক,এখানে নবী (সা:)এর সাথে কাউকে মিলাচ্ছিনা বা তুলনা নয়, সংঙ্গত কারণে উনার নাম সবদিক থেকেই নম্বর ওয়ান।)

‘তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান: সফলতার রহস্য’ সম্প্রতি প্রকাশিত বইটির উপর বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক ও সাহিত্যিকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন সাদিক চৌধুরীর লেখা মতামত সকলের অবগতির জন্য দেয়া হলো।

মতামত: পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে প্রায় ১০০ বছর ঘুমিয়ে ছিল তুরস্ক। কে ভেবেছিল, সেই ঘুম ভেঙে আবার পূর্ণ তেজে জেগে উঠবে দেশটি!

কিন্তু তা-ই ঘটেছে। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি অদলবদল করে অচিন দেশের রাজকুমার যেমন রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়েছিল, শত বছর ধরে ঘুমন্ত তুরস্কের ঘুমও তেমন করে ভাঙিয়েছেন এক রাজকুমার। তবে ইনি কোনো রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণকারী রাজকুমার নন। জন্ম তাঁর মাটির কাছাকাছি এক পরিবারে। বেড়ে ওঠাও সেভাবেই। কালে কালে সেই মানুষটিই হয়ে ওঠেন তুরস্কবাসীর মনের রাজকুমার।

তাঁর নাম, তাঁর কীর্তি আজ কে না জানে! তাঁর হাতের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় একদা ‘ইউরোপের রুগ্ন দেশ’ নামে উপেক্ষিত দেশটি আজ প্রবল বিক্রমে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে

অগ্রযাত্রার কাহিনীও রূপকথার মতোই বিস্ময়কর এবং তাতে শেখার আছে অনেক কিছু।

আধুনিককালের এ রূপকথা এবং তার শিক্ষণীয় নির্যাস বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে ব্রিটেন প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ ডক্টর এম এ আজিজ লিখেছেন ‘তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান : সফলতার রহস্য’ শিরোনামের একটি বই।

বইটি নিয়ে অনেক কথা বলার প্রয়োজন নেই, নামেই এর পরিচয়। যেটা বলা দরকার তা হলো, বইটির ভাষা অত্যন্ত ঝরঝরে। আদ্যন্ত কোথাও পন্ডিতি ফলানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। ফলে উচ্চ শিক্ষিত থেকে শুরু করে অল্পশিক্ষিত পাঠকও এর রস ও শিক্ষা - দু'টোই সমানভাবে আস্বাদন করতে পারবেন। এটাই এ বইয়ের বড় গুণ।

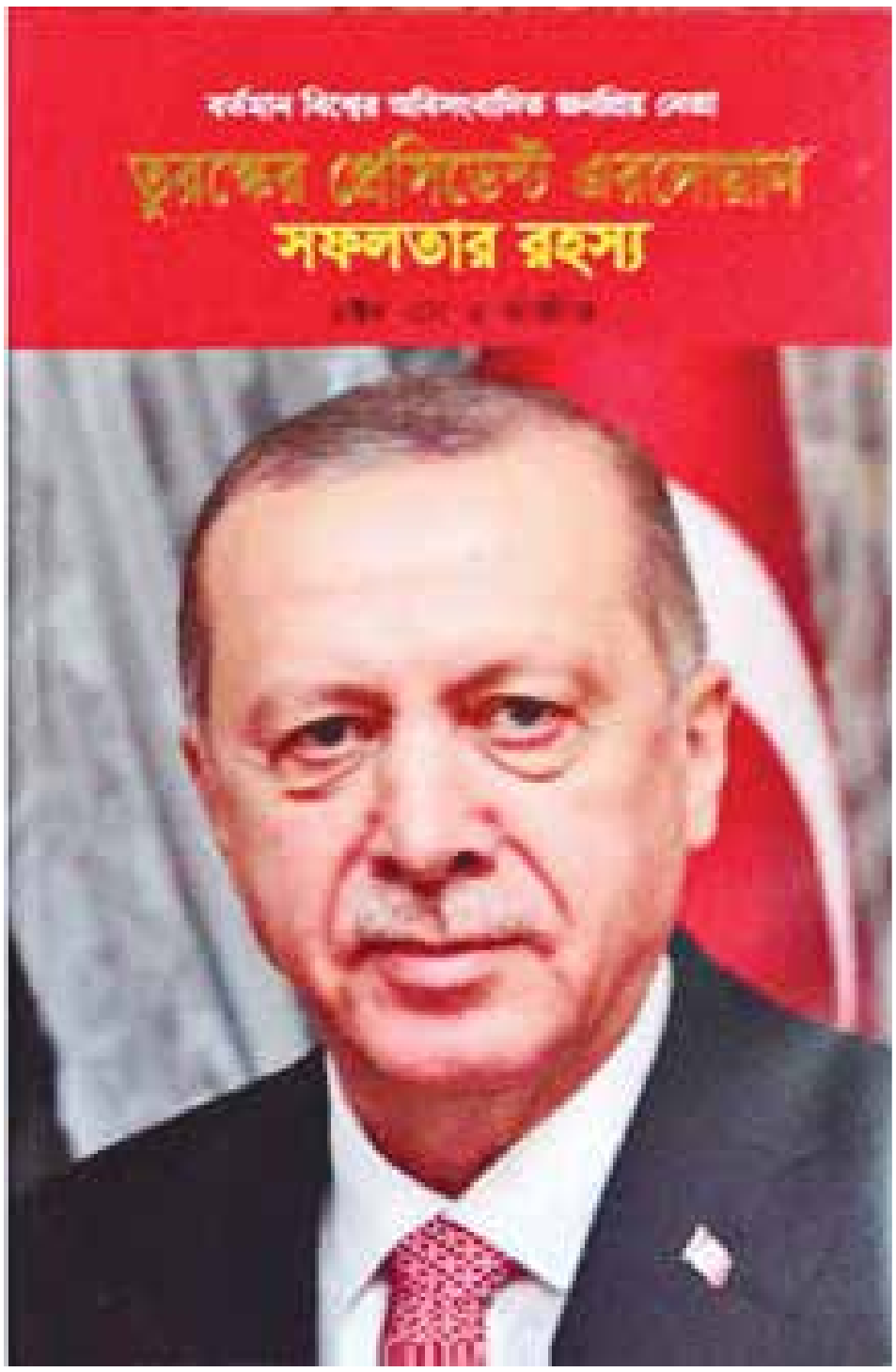

‘প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও তাঁর সাফল্যগাথাকে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে এত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার জন্য ডক্টর এম এ আজিজকে অভিবাদন। হ্যাটস অফ টু ডক্টর এম এ আজিজ !’ -হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী

দুই
লেখকের কথা: লন্ডনের স্বনামধন্য উদীয়মান ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্যা, সমাজ কর্মী, বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের একজন তরুন ত্যাগী নেতা, ভবিষ্যতের একজন উজ্জল নক্ষত্রের আশাবাদী গতকাল দু'জন কমিউনিটি নেতৃবন্দসহ যথা আইনজীবি, লেখক ও সাংবাদিক মুফাসসিল ইসলাম এবং আলাউদ্দীন (ইঞ্জিনিয়ার) আমার বাসায় তাশরীফ এনেছিলেন। তাঁকে আমার লেখা উপরোক্ত বইটি দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি বইটির উপর কমেন্ট লিখেছেন যা সবার অবগতির জন্য দিলাম।

মতামত:
‘এরদোগানের সফলতার রহস্য লেখক : ব্রিটেনের বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ড. আব্দুল আজিজ। আজিজ ভাই বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী’ যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজনীতিদ, ব্যবসায়ী আজিজ ভাই আমাদের সামনে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে লেখক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। ওনার লিখিত বইটির মাধ্যমে আমি মনে করি বইটি পাঠককে নতুন চিন্তার খোরাক দিবে। বইটি আজিজ ভাইয়ের সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকুক এই দোয়া করছি। আজিজ ভাই তাঁর লেখক সত্তার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখবেন এই আশা করছি। -ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্যা

তিন
লেখকের কথা: বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী, লেখক, প্রকাশক, সমাজ সেবক আবুল কাসেম হায়দার সাহেবকে কয়েকদিন পূর্বে আমার লেখা ‘তুরস্কের প্রেসিন্ট এরদোয়ান : সফলতার রহস্য বইটি’ সম্পর্কে জানালাম।

বিশ্বের এবং বাংলাদেশের এক চরম ক্রান্তিকালে লকডাউনের মধ্যে খবর পাওয়া মাত্রই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজ উদ্যোগে বইটি সংগ্রহ করে সত্যিই আমাকে অবাক করেছেন। নিজের হাজারো

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

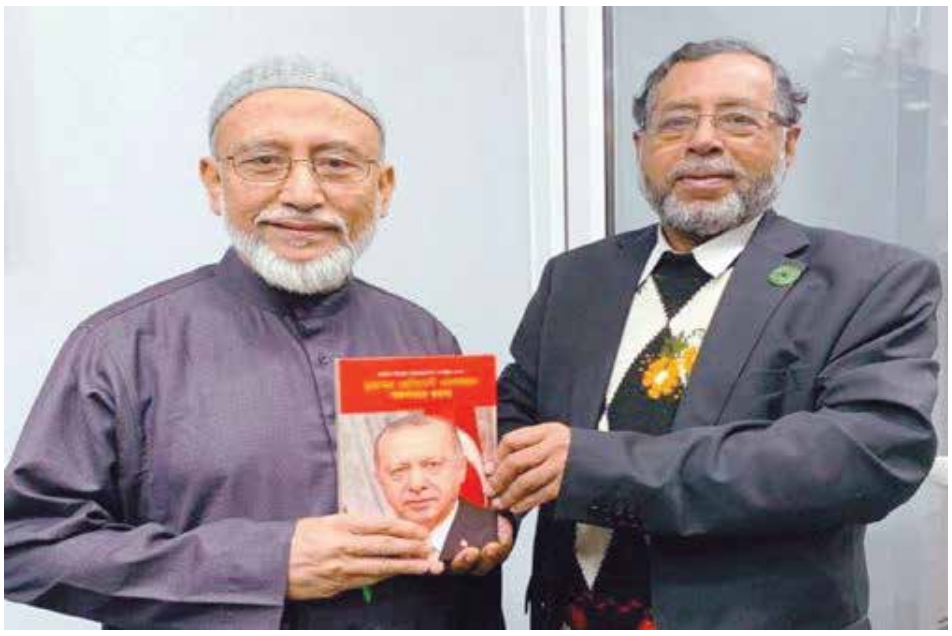

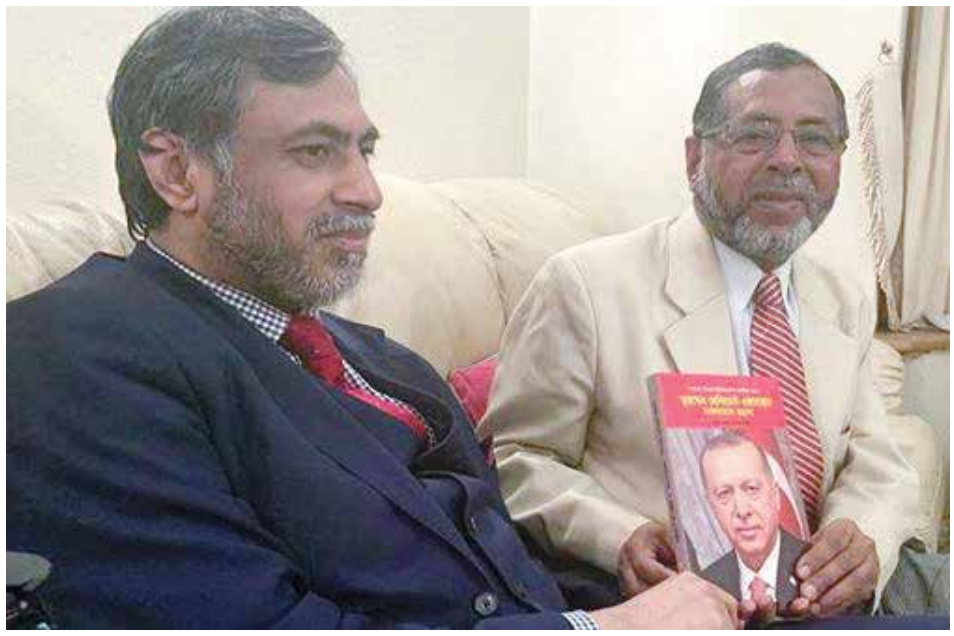

ব্যস্ততার মধ্যেও ১৬০ পৃষ্ঠার বইটি অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে একটি চমৎকার রিভিউ লেখে আরও অবাক করলেন। তাঁর এই রিভিউ বহু যুবককে জীবন সংগ্রামে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে। একটি দেশ ও জাতিকে পরিবর্তনে সাহায্য করবে অন্যদেরকেও অনুপ্রেরণা যোগাবে। আল্লাহপাক তাঁকে উভয় জগতে আরও সফলতা দান করুক এই দোয়া করি। বইটি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত আগ্রহী পাঠাকদের অবগতির জন্য শেয়ার করলাম।

মতামত:
'ড. এম এ আজীজ লিখিত দতুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এর সফলতার রহস্য' গ্রন্থ তরুণ সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস। বর্তমান বিশ্বে যে সকল যুব সমাজ সত্য, ন্যায় মানবতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে তাদের নিকট এই বইটি পথ চলার মূল প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে। 'তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সাফল্যের রহস্য' বইটি লেখক লন্ডন প্রবাসী ড. এম এ আজীজ এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম বই হিসাবে আমাকে মুগ্ধ করেছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু, অঙ্গসজ্জা, ছাপা, বাধাই বেশ উন্নতমানের হয়েছে। ছোট্ট এই বইটিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এর কর্মময় জীবনের সঠিক চিত্র পাঠকসমাজকে বেশ ভাল খোরাক জুগাবে। এরদোয়ানের শিক্ষা, কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সকলের জন্য শিক্ষণীয়। ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিক নানা কৌশল অবলম্বন করে শীর্ষে আরোহন একজন কর্মবীরের সফলতা।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণের বিষয় হচ্ছে যুবসমাজকে নানাভাবে প্রশিক্ষিত করে একটি কর্মময় শক্তিতে পরিণত করা। আজ তুরস্কে বেকারত্ব বলে কিছুই নাই। উন্নত দেশের পথে তুরস্ক তার সঠিক নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে।

আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন এরদোয়ানের আর একটি বড় সফলতা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের আইন শৃঙ্খলার উন্নতি। আইনের শাসন, সুশাসন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে অপরিহার্য তার প্রমাণ তুরস্ক স্থাপন করেছে। লেখক অত্যন্ত যত্ন সহকারে বিষয়টি লিখতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক ড. এম এ আজীজ এক পর্যায়ে লিখেছেন ' প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও এ কে পার্টির নেতারা ভাল করেই জানেন, দেশের উন্নতির জন্য আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর প্রতিফলন ঘটেছে সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে পর্যটন খাতে। ২০১৮ সালে প্রায় ৮ কোটি মানুষের দেশে অবকাশ যাপনে এসেছে ৪ কোটি পর্যটক। পর্যটকদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ বলা যায় এমন কোনো অঘটন ঘটেনি গত বছর। সাধারণ মানুষের ধারা, এ কে পাটি ক্ষমতায় থাকায়ই এটি সম্ভব হয়েছে।'

গ্রন্থে লেখক তুরস্কে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষ সকলের জন্য সমান আইনের শাসন নিশ্চিত করেছেন। তুরস্কের বর্তমান সরকারের সফলতার পিছনে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় বিষয়। লেখক বই এর এক পর্যায়ে লিখেছেন।

'স্কার্ফ পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় বেশীরভাগ ধর্মপ্রাণ নারী লেখাপড়া ছেড়ে অশিক্ষিত রয়ে গেল। আর এ কে পার্টি সমতার ভিত্তিতে এই আইন রহিত করার পর মেয়েরা লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ শুরু করল।'

লেখক ড. এম এ আজীজ তাঁর লেখা গ্রন্থে পুরো তুরস্কের সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখকের মেধা, সুন্দর মননশীলতাকে আন্তরিক সহস্র অভিনন্দন 'Hatts off ' জানাচ্ছি। লেখকের লেখা বইটি তরুণ সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস। -আবুল কাসেম হায়দার।

সাবেক সহসভাপতি এফবিসিসিআই, বিটিএমইএ, বিজিএমইএ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি প্রতিষ্ঠতা, চেয়ারম্যান ইস্টার্ন ইউনির্ভাসিটি ও ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, অষ্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।

চার

লেখকের কথা: যুক্তরাজ্যে সকলের প্রিয়মুখ, টিভি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, বিনয়ী ড. এ কে আযাদ সাহেব আমার লেখা 'তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান : সফলতার রহস্য' বইটির উপর মূল্যবান মতামত সকলের অবগতির জন্য নিম্নে দিলাম।

মতামত:
'আমাদের পরম শ্রদ্বেয় বড় ভাই ড. এম এ আজীজ, আমাদের স্কুলে ক্ষণিকের জন্য তাশরীফ রাখেন এবং তাঁর রচিত একটি মূল্যবান বই আমাকে উপহার দেন। 'তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান- সফলতার রহস্য'।

সুখপাঠ্য লেখা। গতিময়। উপস্থাপনায় এমন আকর্ষণ এনেছেন যে এরদোয়ানকে অপছন্দ করলেও বইটার লাইনগুলো আপনাকে টেনে রাখতে সক্ষম হবে। একজন মানুষ সাধারণ জীবন থেকে উঠে এসে কিভাবে একজন বিশ্বনেতা হলেন, সেটা ডঃ আজীজ খুব স্বার্থকতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি স্বভাবসুলভ সাংবাদিক-সম্পাদক হিসাবে যেন একটা রহস্যময় সম্পাদনা বই লিখে ফেলেছেন। অনেক ধন্যবাদ, ডঃ এম আজীজ ভাই।'

পাঁচ
লেখকের কথা: লন্ডনের স্বনামধন্য উদীয়মান ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, বর্তমান ইসলামী

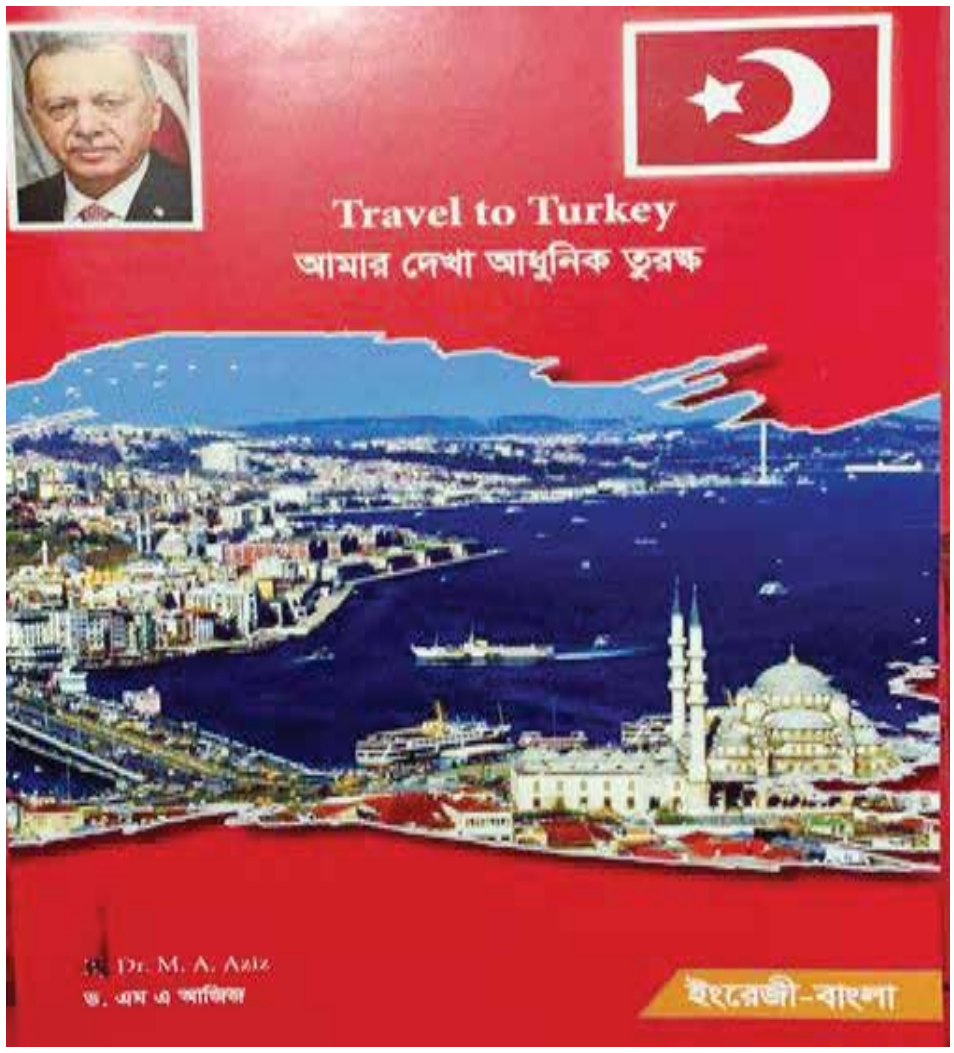

আন্দোলনের একজন তরুন গবেষক, চিন্তাবিদ, ভবিষ্যতের একজন উজ্জল নক্ষত্রের আশাবাদী, সমাজ সেবক ও কর্মী, কমিউনিটির নিবেদিত প্রাণ আইনজীবি, লেখক ও কবি। বইটির উপর মতামত পাঠকদের জন্য শেয়ার করলাম।

মতামত:
লেখক ড. এম এ আজিজের 'তুরস্কের প্রেসিডন্ট এরদোয়ান: সাফল্যের রহস্য' বইটি বেশ তথ্যবহুল। লকডাউনের আগে একদিন কষ্ট করে আমার অফিসে এসে তাঁর এই বই আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন। বইয়ের প্রচ্ছদ, কালার ও গেটআপ/মেকআপ বেশ পরিপাটি ও আকর্ষণীয়। তিনি অনেক পরিশ্রম করে নিজ দায়বদ্ধতা থেকে বইটি লিখেছেন। তাঁকে কয়েকবার তুরস্ক সফর করতে হয়েছে এই বই লিখার সময় অনেক কিছু স্বচক্ষে দেখার জন্য।

এম এ আজিজ সাহেব বিলেতের এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্টজন। আমরা এক সাথে কমিউনিটির অনেক ইস্যু নিয়ে কাজ করেছি, সফর করেছি লন্ডনের বাহিরেও। বক্তা হিসেবেও তিনি বেশ তেজি ও গরম। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি সজ্জন ও অমায়িক। তাঁর মধ্যে দারুন 'সেন্স অব হিউমার' কাজ করে। বয়সের অনেক ব্যবধানের পরও অত্যন্ত সম্মান দিয়ে কথা বলেন। তিনি একজন স্বার্থক পিতা, তাঁর সব সন্তানরা উচ্চ শিক্ষিত ও প্রফেশনাল।

আপনারা এই বইটি পড়তে পারেন। তুরস্ক ও প্রেসিডন্ট এরদোয়ানের ব্যাপারে অনেক চমকপ্রদ তথ্য ও তত্ব পাবেন বইটিতে। -ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ।

ছয়
লেখকের কথা: অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির (www.suprovatsydney.com.au) প্রধান সম্পাদক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সিডনি প্রবাসী মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম আমার বই সম্পর্কে মন্তব্য নিচে তুলে ধরলাম।

মতামত :
প্রবাসের যান্ত্রিক ও অসম্ভব ব্যস্ত জীবনে এমন একটি অসাধরণ গ্রন্থ প্রকাশ করা সত্যি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। মানব অধিকারের উপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে এধরনের একটি যুগোপযোগী দিক নির্দেশক বই 'তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান : সফলতার রহস্য' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে আমাদেরকে তিনি ঋণী করেছেন। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুসলমান নেতা তুরস্কের রাষ্ট্রপতি, পবিত্র কোরান হাফেজ এরদোয়ানের কর্মকান্ডের সফলতা এক নিপুন হাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ড. এম এ আজিজ অনেক মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করে এধরণের একটি সৃজনশীল পুস্তক উপহার দেবার জন্যে সমগ্র বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবেন। আমি তাঁর এ সফল সম্পাদনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12

মুক্তচিন্তায় গহিনের ভাবনা

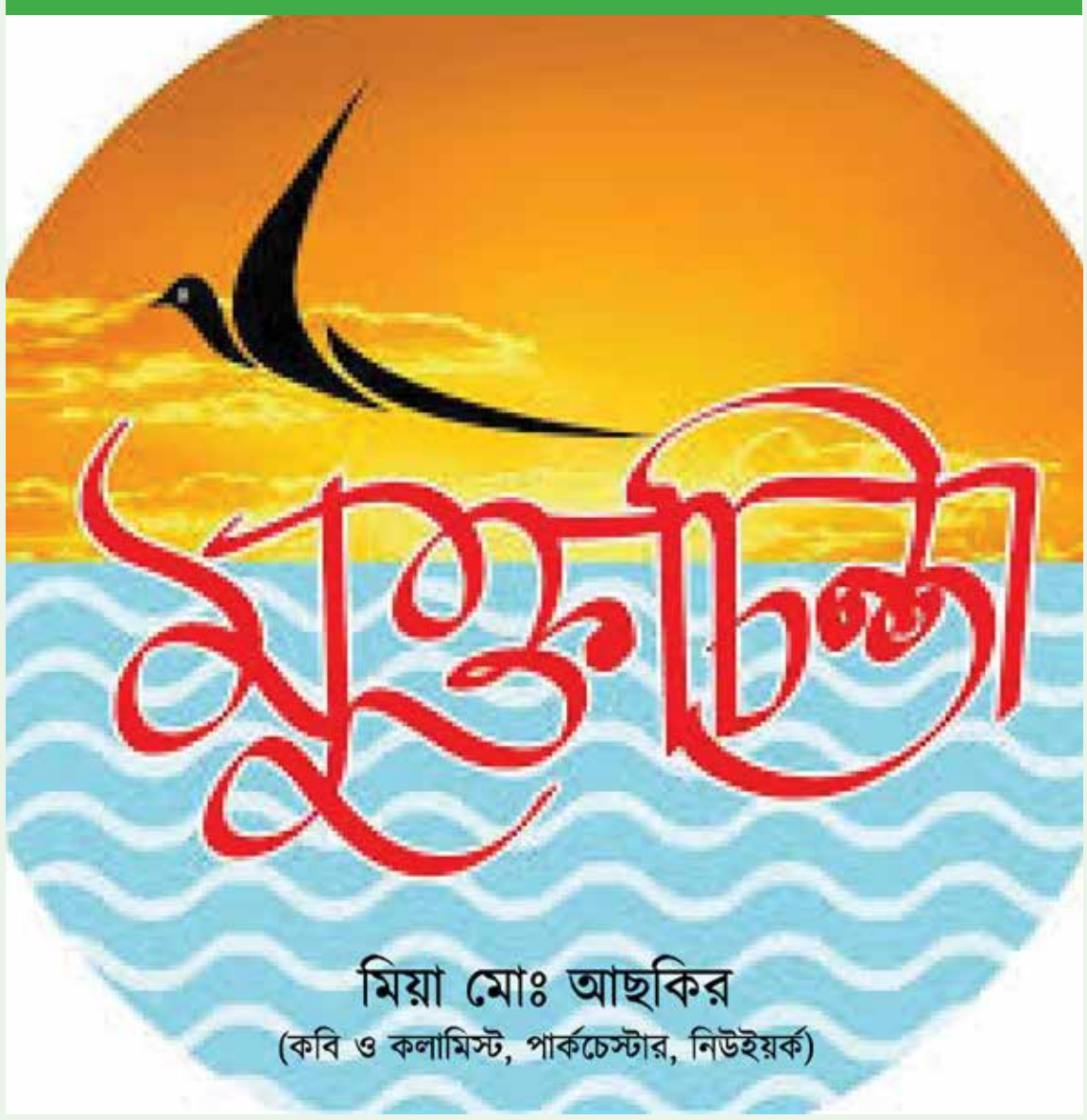

পৃথিবীর বুকে মানবজাতির পদার্পণের পর থেকে মানুষ তার কায়িক পরিশ্রম ও সৃজনশীলতা দিয়ে তিলে তিলে যে মানবসভ্যতা গড়ে তুলেছে এবং গড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অর্জন বা নির্যাস হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা বা মানবাধিকারের অবস্থান সর্বাগ্রে। দার্শনিক ভলতেয়ারের ভাষায় "আমি তোমার মতের সাথে একমত না হতে পারি কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারি।" কথাটি যখন ভাবি তখন সত্যিই প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্রিক চিন্তা-স্বাধীনতা ও তার রূপের প্রকারের কথা ভেবে মানবজাতির একজন সদস্য হিসেবে নিজের ভিতরের প্রজ্বলিত অনির্বাণ শিখাটি নিয়ে গর্বের ঢেউ অনুভব করি। কিন্তু যখন দেখি স্বাধীনতা হতে উদ্ভূত ও পুলকিত ঢেউগুলো স্বাধীনতার সীমানার দেয়ালে আছড়ে পড়ে তখন ভিতরটা কুঁকড়ে যায়। মনের মধ্যে বোধদয় ঘটে মনের আকাশের সকল দরজা-জানালা খোলা রেখে বা প্রয়োজনমত নতুন নতুন দরজা-জানালা খোলার স্বাধীনতা আমার মত মানুষের বিশেষত ব্যক্তি মানুষের নেই।

এটাও মনে হয় যদি পৃথিবীর বুকে মানুষের পদার্পণের পর থেকে নিরবধিভাবে এ স্বাধীন ভাবনার ঢেউগুলো স্বাধীনতার সীমারেখা বা স্বাধীনতার সীমানা দেয়ালে আছড়ে না পড়ত তবে হয়তো মানব সভ্যতার ইতিহাস বা বর্তমান সভ্যতার রূপটা ভিন্ন হতে পারতো। তাই বলে তো মানবজাতির সর্বকনিষ্ঠ ইউনিট তথা একক মানবসত্ত্বার বা সামষ্টিক ইউনিট হিসেবে যেকোন যৌথ চিন্তাশীল সত্তার ভাবনাগুলো স্বাধীনতার সীমানা দেয়ালে আঘাত বা দেয়াল ভেঙ্গে সহজাত সৃষ্টিশীলতায় বা ভাবনার ঢেউতরঙ্গের সাথে ভেসে যেতে চায় না এমনটাতো হলফ করে বলা যাবে না। একবার ভাবুন তো পৃথিবীর বুকে মানবজাতির পদার্পণের পর থেকে পরিবারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, কুসংস্কারতন্ত্র ইত্যাদি আরো অগণিত তন্ত্র-মন্ত্রজনিত কারণে মানুষ যদি বাধা, নিয়ন্ত্রণ বা মোকাবিলার দেয়ালের সম্মুখীন না হতো তাহলে মানব সভ্যতা তথা পৃথিবীর রূপটা আরো আলোময় ও উপভোগ্য হতো কিনা জানিনা তবে এটা নিশিতভাবে বলা যায় অন্যরকম হতো।

বর্তমান সভ্যতায় আমরা সমাজ বা রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া স্বাধীনতার মধ্যে স্বাধীন! যার পরতে পরতে রয়েছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অজস্র দেয়ালের হুংকার। তখন মেনে নিতে হয় মানুষ স্বাধীন কিন্তু মুক্ত নয়, মুক্ত নয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, মুক্ত নয় মুক্তবিহঙ্গের মত, মুক্ত নয় চন্দ্র-সূর্যের মত, মুক্ত নয় বায়ুপ্রবাহের মত, মুক্ত নয় কলমীলতার মত, মুক্ত নয় মানুষের স্পর্শহীন বন-জঙ্গলের মত। সারকথা মুক্ত নয় প্রতিটি মানুষ তার নিজের মত। সেজন্যই দার্শনিকেরা বলে গেছেন- মানুষ জন্ম গ্রহণ করে মুক্তভাবে কিন্তু জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এমনকী এটাও বলা হয়- একজন মৃত মানুষের মতো কেউই পরিপূর্ণভাবে মুক্ত বা স্বাধীন নয়। কারণ মৃত মানুষটির শারীরিক অবয়ব বা অবকাঠামোগত সবকিছু জীবিতকালীন সময়ের মতো থাকলেও তার সবচাইতে মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য আত্মা, সত্তা, মন, বিবেক, ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের আমিত্ব যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সেই আমিটা কার্যকর বা জীবিত না থাকার কারণে মৃতের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা নেই সেজন্য মৃতদেহটি পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন।

এক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কলিনের একটি কথা প্রাসঙ্গিক, "জীবন মৃত্যুর চেয়েও কঠিন কারণ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা বা সমস্যা এসব কিছুই জীবনে থাকে বা মোকাবিলা করতে হয়, আর মৃত্যু সেতো এসব কিছু থেকে মুক্তি দেয়।"

আমরা স্লোগান দিই, "শত ফুল ফুটতে দাও" কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি ফুলকেই সমাজ বা রাষ্ট্রের বাতলানো ছবক মতে বা ছবক মেনে ফুটতে হয়।প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্রিক ও সহজাত চিন্তা-চেতনার প্রস্ফুটন ঘটানোর অধিকারের ক্ষেত্রে তার মাথার উপর খড়ক হয়ে থাকা স্বাধীনতার সীমানার ব্যাপারে তাকে হাজারো বার সাত-সতেরো চিন্তা করতে হয়। মানুষকে তার চিন্তা বা স্বকীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র, উচিত-অনুচিত, গ্রহণীয়-বর্জনীয়, দূষণীয়-সীমালঙ্ঘনীয় সংক্রান্ত অজস্র বেড়াজালের কথা মাথায় রেখে নিজেকে প্রকাশ বা বিকাশ ঘটাতে হয়। ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব মুক্তভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে ইহার চাকাটিকে মানবসৃষ্ট আইন-কানুন বা প্রথার বলয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সবই স্বাধীনতার শিকলে বন্দি, মুক্ত প্রবাহের মত নয়। শুধু সমাজ ও রাষ্ট্র ভেদে এর রূপ ও মাত্রা ভিন্ন। বলার অপেক্ষা রাখে না আমি মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট অর্জনের আদর্শিক অবস্থান থেকে বিষয়টি বিবেচনা করছি। নিকৃষ্ট বা পিছিয়ে থাকা মানবস্রোতকে বিবেচনায় আনি নাই। কেননা ঐ সকল স্তরের মানুষ বর্তমান সভ্যতায় গহিনের কষ্ট বা ভাবনার অবস্থান থেকে এখনো অনেক দূরে আছে।

বর্তমান সভ্যতার বিদ্যমান স্বাধীনতায় একজন মানুষের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ, কোন কোন আদর্শ লালন বা বর্জন, কীভাবে চিন্তা করা বা না করা, কোন কোন স্বপ্ন দেখা যাবে বা যাবে না, কোন বিষয়ে কথা বলা যাবে বা যাবেনা, এমনকী কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মানুষ সঙ্গী হিসেবে কোন ধরনের আরেকজন মানুষকে বেছে নিতে পারবে সে ব্যাপারেও সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তভাবে চিন্তা বা বিকশিত হওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান সভ্যতায় মানুষের অবস্থা অনেকটা আধুনিক রোবটের মত যেখানে মানুষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়ার তৈরী করে এর চিপসটি রোবটের মস্তিষ্কে স্থাপন করা যাতে রোবট কখনই চিপস্থাপনকারীর ইচ্ছা বা নির্দেশনার বাহিরে কোন কাজ করতে না পারে। যাতে মানুষ ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক বাধাগ্রস্থ হবার ভয়ে এ বিষয়ে চিন্তার উদ্রেক বা লালনের সাহস না পায়। এক কথায় চিন্তা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়া। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে মুক্তভাবে চিন্তার অভাবজনিত কারণে মানুষের সহজাত চিন্তিয় বিবর্তন না ঘটায় মানুষ গহিনকষ্ট বুকে নিয়ে ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় হুকুমিয় রোবটে পরিণত হয়েছে।

তবে কথা থেকে যায় স্বাধীনতা বা মানবসৃষ্ট বিদ্যমান সুশৃঙ্খলতা ছাড়া শুধু মুক্তচিন্তা বা চিন্তার প্রকাশের মাধ্যমে কী আরো উন্নত মানবসভ্যতা গড়া যেত? উত্তরে বলা যায় তা হয়তো না বা হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে মানুষের মনের গহিন ভাবনাগুলোর আলোর মুখ না দেখার যে কষ্ট সে গুলোতো মিথ্যা বা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যেদিন মানুষ মুক্তচিন্তার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে তার পৃথিবীকে গড়ে তুলতে পারবে, সেদিনই বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে বলা যাবে মানুষের বুকে চাপা গহিন কষ্টমুক্ত মানুষের পৃথিবী বা সভ্যতা বা মুক্তমানুষের পৃথিবীর কথা।

সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদের জামিন ও রাষ্ট্রপক্ষকে কারণ দর্শানোর রুল ইস্যু

সুপ্রভাত সিডনি

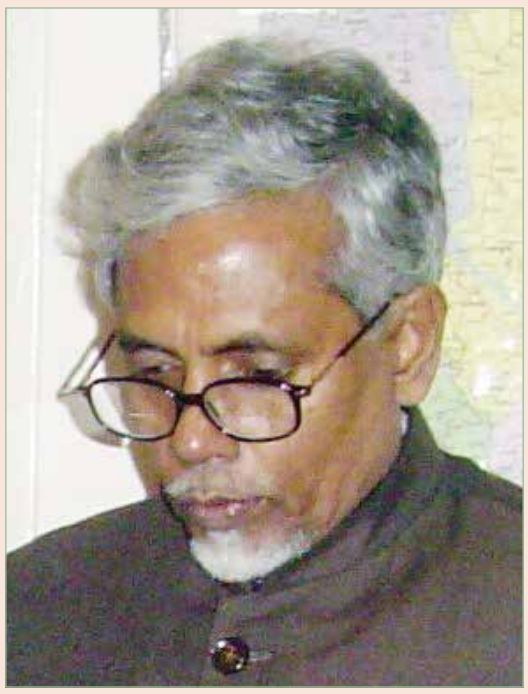

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার রাষ্ট্রদ্রোহ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা ভুয়া মামলায় দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক বছরের জন্য দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মনজুর করেন। পাশাপাশি কেন তাকে স্থায়ী জামিন দেয়া হবে না সে মর্মে রাষ্ট্রপক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য রুল ইস্যু করেছেন। শুনানিতে আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন,আবুল আসাদ বাংলাদেশের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পাদক। তিনি অসুস্থ ও দীর্ঘ প্রায় নয় মাস কারাবন্দী। এডভোকেট শিশির মনির বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা করতে হলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে 'কমপ্লেইন্ট'-এর মাধ্যমে করতে হয়। কিন্তু এ মামলাটি একজন ব্যক্তি থানায় এফআইআর দায়েরের মাধ্যমে করেছেন যা সঠিক নয়। অন্যদিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করতে হলে অভিযোগের বিষয়টি কোন ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার হতে হবে। কিন্তু এ মামলায় বাদী প্রিন্টেড পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন যা এ আইনে বিচার্য নয়। এছাড়া জামিন প্রদানের সময় মাননীয় আদালত আসামীর প্রায় ৮০ বছর বয়সের বিষয়টিও বিবেচনায় নিয়েছেন।

স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের একপেশে দমন নীতিমালায় তথাকথিত ডিজিট্যাল আইন জনগণ ও সংবাদপত্রের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে যা আজ সাধারণ মানুষের কাছে নিগৃহীত।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভয়েজার (অনন্ত মহাবিশ্ব ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি)

তন্ময় সিংহ রায়

আদি অনন্তকাল ধরে গহীন রহস্যের জমকালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন সীমাহীন মহাবিশ্বের অজানাকে জানার অভিপ্রায় মানুষের দীর্ঘদিনের এবং সেই অনুসন্ধিৎস মনের ক্লান্তিহীন, নিরলস প্রচেষ্টা আজও গতিশীল তবুও বোধকরি মহাবিশ্বের খুব সামান্য রহস্যই আজ অবধি উন্মোচন করা সম্ভবপর হয়েছে।

সালটা ছিল ১৯৭৭, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" (NASA) ২০ আগষ্ট উৎক্ষেপণ করেছিল 'ভয়েজার-২' নামক একটি স্পেস ক্রাফট ও ঠিক তার পরের মাসেই উৎক্ষেপিত হয়েছিল 'ভয়েজার-১' নামক আরো একটি স্পেস ক্রাফট। তথ্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবশেষে মহাশূন্যের উদ্দ্যেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল দুই মহাকাশগামী যান। টেলিস্কোপকে অতিক্রম করে উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তি সৃষ্ট মহাকাশযানদ্বয় সমগ্র বিশ্ববাসীর জানার কৌতুহলকে কিছুটা হলেও হ্রাস করবে এটাই ছিল একমাত্র আশা। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে 'ভয়েজার-১' ও 'ভয়েজার-২' যাত্রা করতে করতে একদিন আমাদের সৌরমন্ডল ছাড়িয়েও অনেক দূরে পৌঁছে যাবে। যার জন্যে স্পেসক্রাফটে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরুপ ২০ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান-এর ধারণানুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছিল একটি গোল্ডেন রেকর্ড যাকে 'ভয়েজার গোল্ডেন রেকর্ড' বলা হয়। রেকর্ডটি চালাবার নির্দেশিকাসহ এটিতে ছিল পৃথিবীর ৫৫টি ভাষা, ১১৫টি ছবি ও ভারতীয় রাগ ভৈরবী সমেত বিভিন্ন দেশের সংগীত। গোল্ডেন রেকর্ডটি তৈরীর উদ্দ্যেশ্য ছিল এটাই যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে কখনও কোনো একদিন যদি অসীম মহাবিশ্বের কোনো এক গ্রহের এলিয়েন/আমাদের মতই উন্নত কোনো প্রাণীর কাছে গিয়ে এটা পৌঁছায় তবে তারা ডিস্কটি অনুধাবন করে জানতে পারবে যে আমরা মানুষ, এই ইউনিভার্সেই মজুদ আছি/ছিলাম। মানব প্রজাতির সর্বোপরি আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে ওই গোল্ডেন রেকর্ডটি আমাদের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় বহন করে যাবে। জানুয়ারি ১৯৭৯ ভয়েজার-১ বৃহস্পতির কাছে চলে আসে ও তার স্বচ্ছ সাদা কালো বিভিন্ন ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে থাকে। কারণ সেই সময়ে স্পেস ক্রাফটে কালার ডিটেক্টর বর্তমান ছিলনা। পরে কালার ফিল্টারের সহায়তায় সেই সমস্ত ছবি জনসমক্ষে পরিবেশিত হয়। বৃহস্পতির রেড স্পট/লাল দাগগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা সম্ভব হয় যে 'গ্রেট রেড স্পট'-নামক অনেক বড় বড় ঘুর্নিঝড় জুপিটার/বৃহস্পতির মধ্যে প্রচুর পরিমানে মজুদ আছে। সর্বোমোট এক ডজনের বেশি ঝড়কে ভয়েজার সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। জুপিটারের শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে যে কোনো মুহূর্তে স্পেস ক্রাফট ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনো প্রকারে কাটিয়ে সেটি বৃহস্পতির প্রধান চারটি চাঁদকে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে। এদের মধ্যে 'ক্যালিস্টো' ও 'গ্যানিমিড' (গ্যালিলিও আবিষ্কৃত) যা সম্পূর্ণরুপে নিষ্ক্রিয় এবং যার মধ্যে জীবনের কোনো অস্তিত্বের আশাই ছিল বৃথা। পরবর্তী প্রধান চাঁদযুগ্ম যথাক্রমে 'ইউরোপা' ও 'আই ও'-র মধ্যে ইউরোপার উপরিভাগ বরফের পুরু চাদরে ঢাকা ও তার নিচে তরলরুপে জল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়। জুপিটারের শেষ প্রধান চাঁদ 'আই ও' যেটি ভলকানিক অ্যাক্টিভিটিতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ 'আই ও'-তে পৃথিবীর থেকেও বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে যার বিস্ফোরণ মহাশূন্যে ২০০কিমি পর্যন্ত লাভাকে ছুঁড়ে দিতে পারে। এই সমস্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের পর প্রায় একবছর সময় অতিক্রান্ত করার পর 'ভয়েজার-১'- এর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল 'শনি' গ্রহ। এতদিন যাবৎ শনি গ্রহকেই সবচেয়ে অস্পষ্ট দেখা যেত। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভয়েজার পাঠাতে থাকে শনিগ্রহের বলয়ের কিছু স্বচ্ছ ছবি এবং পরবর্তীতে আমাদের পরিচয় সম্পন্ন হয় শনির চাঁদ 'টাইটান'-এর সাথে। 'টাইটান'-এর চিত্র থেকে গবেষণালব্ধ ফল এরূপ যে গ্রহটি সম্পূর্ণভাবে নাইট্রোজেনে ভরা এবং এর ভূমি মিথেনের নদীতে ভরা। 'ভয়েজার-১' -এর কাজ আপাতত এখানেই শেষ, শুরু 'ভয়েজার-২' এর কার্যকলাপ। শনির অনেক কাছ থেকে তাকে ইউরেনাসের দিকে যেতে হবে এবং অবশেষে জানুয়ারী ১৯৮৬-তে 'ভয়েজার-২' ইউরেনাসে গিয়ে পৌঁছায় এবং তার সব থেকে ছোটো ও কাছের চাঁদ 'ম্যারেন্ডা'-র কাছে গিয়ে পৌঁছায়। পরিচয় ঘটিয়ে দেয় ইউরেনাসের রেডিয়েশন বেল্ট ও ১০টি ছোট চাঁদের সাথে। ইউরেনাস ছেড়ে 'ভয়েজার-২' নেপচুনের সন্ধানে তার পথ চলা শুরু করেছিল ১৯৮৯-এ ও আমাদের সোলার সিস্টেমের সব থেকে শেষে অবস্থিত নেপচুনের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। এতদিন পর্যন্ত সবচেয়ে অস্পষ্ট ছবির নেপচুনকে অত্যন্ত কাছ থেকে অধ্যয়নের পর অবাক করা এক তথ্য সামনে চলে আসে যা ছিল এমন, এই গ্রহের মধ্যে উপস্থিত একটি বড় দাগ। 'ভয়েজার-২' আরও কাছে পৌঁছালে পরিলক্ষিত হল ওটা ইউরেনাসের চাঁদ 'টাইটান'-এর, যার অর্ধাংশ নাইট্রোজেনের পুরু বরফে ঢাকা।

নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই এরপর ভয়েজার আমাদের সোলার সিস্টেমের সব প্ল্যানেটকে বিদায় জানিয়ে আরও অনেক দূরে চলে যায় বলাবাহুল্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বৃহস্পতি ও শনির মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ব্যবহার করে ইউরেনাস ও নেপচুনের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব ও পরে প্লুটোকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়। আমাদের সৌরমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে অবশেষে 'ভয়েজার-১' নামক মহাকাশ যানটি পৌঁছায় পৃথিবী থেকে ১২০০ কোটি মাইল দূরে সৌরজগতের শেষ প্রান্তে। পৃথিবী ছেড়ে সাড়ে আঠেরো বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে যখন সে অবস্থান করছে তখন কোনো রেডিও সিগন্যালকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঠাতে সময় লাগে ১৭ ঘন্টা। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এখন 'ভয়েজার-১' যে জায়গায় অবস্থান করছে তাকে বলা হয় 'ইন্টারস্টেলার স্পেস।' ঠান্ডা ও গভীর অন্ধকারে সমৃদ্ধ এই জগৎ মানব অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে যেখানে সূর্যের প্রভাবের চেয়ে মহাজাগতিক অন্যান্য বস্তুর প্রভাব মহাকাশযানে বেশি কাজ করছে। বিজ্ঞানীদের ধারণানুযায়ী মহাবিশ্বের ৫-১০ শতাংশ আলোকিত ও বাকি ৯০-৯৫% অন্ধকারে পুরু চাদরাবৃত। অসীম অন্ধকারে একা একা পথচলা 'ভয়েজার-১' সৌরজগতের বাইরের ছবি ও বার্তা প্রেরণ হয়তো ক্রমশ প্রকাশ্য। ভয়েজারের পাঠানো তথ্য ততদিন পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব যতদিন এর মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। বিজ্ঞানীদের ধারণানুযায়ী আর ১০ বছরের মধ্যে তাও হয়তো শেষ পর্যায়ে উন্নীত হবে তবুও ভয়েজারের পথ চলা বন্ধহীন। বিরামহীন ৪০ বছরের এই যাত্রায় ভয়েজার সমগ্র মানবজাতিকে মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করেই চলেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিকতার কোনো ছোঁয়াও এই স্পেস ক্রাফটটিতে নেই। মহাকাশযানটিকে চালাচ্ছে মাত্র ৬৮ কেবি-র একটি কম্পিউটার যেখানে বর্তমানে সবথেকে স্বল্প দামি একটি মোবাইলের মেমোরিও ২ গিগাবাইট (G.B). প্রথমদিকে ভয়েজারের দায়িত্বে ৩০০ জন বিজ্ঞানী রাখা হলেও ২০০৪ সালের আগে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রাখা হয় ১০ জন বিজ্ঞানীকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী ২০২০ সাল নাগাদ আমরা এর থেকে তথ্য পেতে পারি এরপর এটির বিদ্যুৎ শক্তিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে ও এই সমস্যাকে উপেক্ষা করেই মহাকাশযানটি আমাদের পৃথিবী থেকে আরো দূরত্বে চলে যাবে আর সেখান থেকে পাঠানো সংকেত অনেকাংশে দুর্বল হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তার পাঠানো তথ্যকে সংগ্রহ করা আদৌ আর সম্ভব হবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীমহল। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই যান কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তা বলা সম্ভব নয় বলেও মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ভয়েজার লঞ্চ করার পরে পরেই ছোটো খাটো কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছিল যার কারণে ভয়েজারকে বেশ কয়েকবার মাঝপথে রি-প্রোগ্রামিংও করা হয় সাথে সাথে দুর্বল হতে থাকা সিগন্যালকে ধরার জন্যে পৃথিবীতে ভয়েজারের জন্যে আরো বড় ও অত্যাধুনিক অ্যান্টেনা বসানো হয়; কারণ এর দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। আজ ভয়েজার আমাদের ছেড়ে এত দূরে চলে গেছে যে সেখান থেকে আমাদের সূর্যকে একটি ছোট্ট তারার মতই দেখা যাবে। ক্রমশই ভয়েজার অজানা পথের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সোলার সিস্টেমকে অনেক পিছনে ফেলে সে পৌঁছে গেছে 'ডিপ স্পেসে।' পৃথিবী ছেড়ে এখন সে ২১ বিলিয়ন (১বিলিয়ন =১০০০ মিলিয়ন, ১ মিলিয়ন =১০ লাখ) কিমি দূরে। বর্তমানে সূর্যের আলো যদি ভয়েজার পর্যন্ত পৌঁছায়, তাতে সময় লাগবে ১৭ ঘন্টা। সত্যিই শিহরণ জাগানো এক তথ্য, আলোর গতিবেগ যেখানে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিমি সেখানে ১৭ ঘন্টা সময় লাগবে ভয়েজারের এখনের অবস্থান অবধি আলো পৌঁছাতে। ১৯৯০ সালে সৌরমণ্ডলের কাজ শেষ করে ভয়েজার-১ যখন সৌরমণ্ডলের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি পর্বে এমন সময়ে কার্ল স্যাগান-এর অনুরোধে ভয়েজারের ক্যামেরাকে পৃথিবীর দিকে করা হলে ৬ বিলিয়ন কিমি দূর থেকে পৃথিবীকে দেখতে লাগছিল একটি উজ্জ্বল ছোট্ট নীল বিন্দুর মতন। ৬ বিলিয়ন দূর থেকে নেওয়া এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম ও শেষ ছবি। ছবিটি দেখে আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর হয়ে ওঠা মনের মানুষটির মূল্যবান বক্তব্যের প্রধান অংশটি ছিল এরুপ, "অনন্ত মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবী একটি ধুলোর কণাও নয়। এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে আমরা বিপদে পড়লে আমাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে বলে মনে হয়। এখন পর্যন্ত পৃথিবীই এমন স্থান যেখানে আমরা বসবাস করতে পারি আর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানবজাতি থাকার জন্যে যেতে পারে, হ্যাঁ আমরা পৃথিবী থেকে অনেক জায়গাতেই গেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারিনি এখন আপনি এই পৃথিবীকে পছন্দ করুন আর নাই করুন, আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। আমার মতে এই ছবি (ছোট্ট নীল বিন্দু) আমাদেরকে কর্তব্যের কথা বলে। আমাদেরকে একে অপরের প্রতি আরো অধিক নরম ও সহনশীল আচরণ করতে হবে যেন আমরা এই ছোট্ট বিন্দুকে আমাদের বসবাস উপযুক্ত করে একেও বাঁচিয়ে রাখতে পারি।" ভয়েজার-১ এখন পৌঁছে গেছে পৃথিবী থেকে ২১.৬ বিলিয়ন কিমি দূরে। আনুমানিক ৪০ হাজার বছর পর এটি ১.৬ লাইট ইয়ার্স (আলোকবর্ষ) দূরে থাকা ৭৯৩৮৮৮ নামক তারার খুব কাছ থেকে যাবে এবং এই তারাটি ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার কিমি/ঘন্টার গতিতে আমাদের সৌরমণ্ডলের দিকেই ছুটে আসছে। এদিকে ভয়েজার-১ এর গতি এই সময়ে ৬১ হাজার ৪০০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। 'ডিপস্পেস'-এ থাকা ভয়েজার-১ এর সাথে বিজ্ঞানীদের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করে রেডিও সিগন্যাল এবং ভয়েজার-১ এখন পৃথিবী থেকে প্রতিদিন ১৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬০০ কিমি দূরে চলে যাচ্ছে। ব্যাটারি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকার কারণে অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ এটি কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে এরপর ভয়েজার-১ অন্ধকারে অনন্ত মহাবিশ্বে ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত এটি কোনো অবজেক্টের সাথে ধাক্কা না লাগছে। আজ পর্যন্ত মনুষ্যসৃষ্ট কোনো মহাকাশ যানই এত দূর পর্যন্ত গিয়ে সক্ষমতার পরিচয় বহন করতে পারেনি। ১৯৭২ ও ৭৩-এ 'ভয়েজার-১' ও 'ভয়েজার-২' এর মতই 'পায়োনিয়ার-১০' ও 'পায়োনিয়ার-১১' নামক দুটি স্পেসক্রাফটকে মহাবিশ্বের অজানাকে অধ্যয়ণের জন্যে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত একটির সাথে ১২ ও অপরটির সাথে ২০ বছর যাবৎ যোগাযোগের সর্বরকম আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। আনুমানিক, ভয়েজারের সাথে এমনটাই ঘটবে। সমগ্র মানবজাতিসমেত আমাদের এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন; কিন্তু অসীম মহাবিশ্বের অন্ধকারে তখনও ভেসে বেড়াবে ভয়েজার, চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে আমাদের থেকে!!

রেওয়াজ আছে প্রথার সিংহভাগই কুপ্রথা, কুসংস্কার

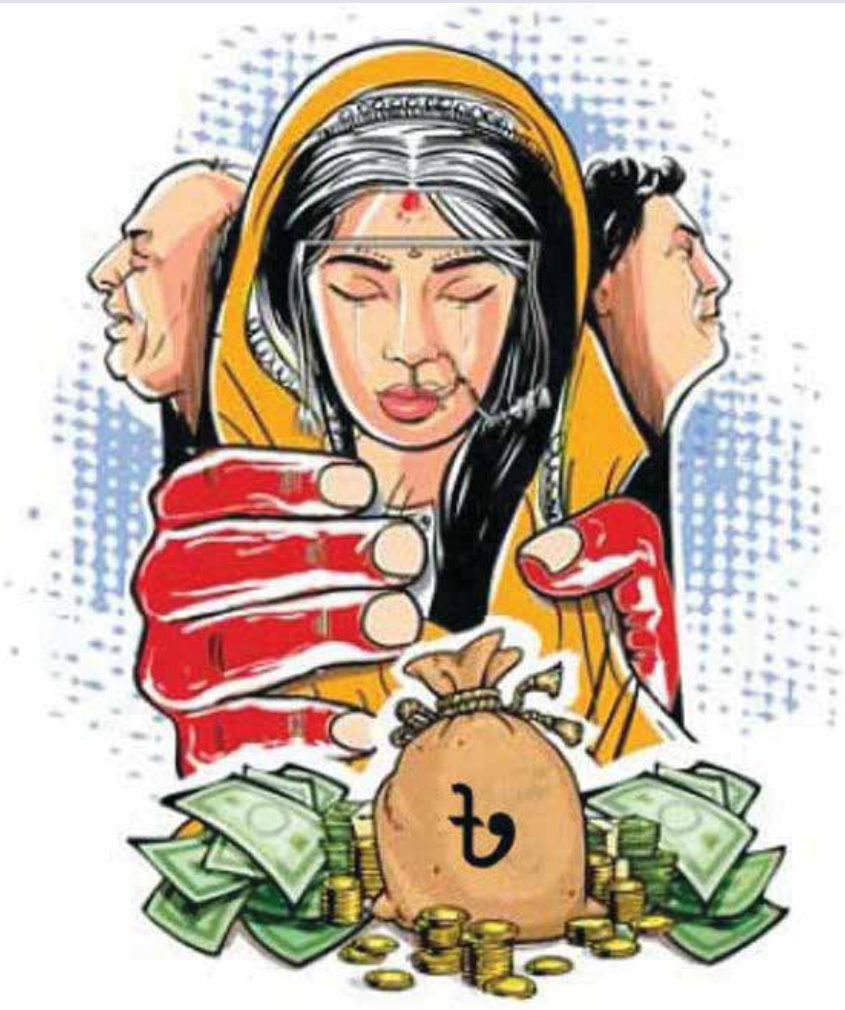

এম. তামজীদ হোসাইন

অন্য কেউ যেন আমাদের আচরণে কষ্ট না পায় এমন আচরণ করা উচিৎ। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার, কুপ্রথা, অনৈতিক ঐতিহ্য এখনো চলমান রয়েছে। দেদারসে চলছে দুর্বলের ওপর সবলের চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছে। আমি বলবো সমাজে এসব বিদ্যমান কুপ্রথাগুলো ইঙ্গিত দেয় এটা আমাদের নিচু মন মানসিকতা।

বিবাহ প্রথায় এমন কিছু কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রচলিত আছে যেগুলো সত্যি কখনো আমাদের মনের উৎকৃষ্টতার পরিচয় বহন করে না। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এসব প্রথা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ধর্মের দোহাই দিয়েও এসব প্রথা বলবৎ রাখতে এই অঞ্চলের মানুষ দ্বিধাবোধ করেন না। তারা খুব ভালো করেই জানে যে এসব ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। তারপরও এসব কুসংস্কার, কুপ্রথার দৃষ্টান্ত তাদের কাছে অনেক মূল্যবান।

আগে শুনতাম মানুষ বউকে মারধর করে যৌতুকের জন্য। যৌতুক বিরোধী আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে দেখে সমাজের এসব কীটরা ভিন্ন উপায়ে যৌতুক প্রথা এখনো বলবৎ রেখেছে! মানুষের লোভের একটা সীমা থাকা উচিৎ। বিয়েকে আমরা যতই একটা শুভ কাজ বলি না কেন এর পেছনে কিছু মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকে কিছু অশুভ মতলব। এসব অশুভ মতলবের পেছনে দায়ী সমাজের এক শ্রেণির অসৎ কুশিক্ষিত মানুষরা। সংসার ভাঙ্গনের জন্য এসব অশুভ কাজগুলোই যথেষ্ট। যার সাধ্য আছে সে বিয়েতে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করুক তাতে কোন আপসোস বা আপত্তি নেই। কিন্তু যখন মেয়ে পক্ষ ছেলে পক্ষকে এবং ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষকে চাপ সৃষ্টি করে কিছু আদায়ের চেষ্টা করেন তখন যতই সমঝোতায় এসে বিয়ে হোক না কেন দুই পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য কিন্তু সারাজীবন থেকেই যায়। সাধ্যের বাইরে গিয়ে অহেতুক খরচ করে বিয়ের পরও সমাজের কুসংস্কার, কুপ্রথার রেওয়াজের কথা বলে এটা সেটা চাওয়া এটা যে কতটা নিকৃষ্ট কাজ সত্যি উৎকৃষ্ট মনের না হলে কেউ বুঝবে না। এটা যে শুধু অযৌক্তিক চাওয়া তা না। এটা একটা জবাই করে ছিনতাই করারও নামান্তর নিকৃষ্ট কাজ।

উন্নত দেশের বিয়েতে সাধ্যমতো, মনের ইচ্ছে মতো যা করে তাতেই দু'পক্ষ খুশি থাকে। সেসব দেশে কুরবানির গরুর মতো বিয়েতে দর কষাকষি হয় না। আর আমরা আধুনিকতার কথা বলে বিয়েতে যতসব অপচয় করি। সারাজীবনের অর্জিত আয় পর্যন্ত বিয়েতে খরচ করতে হয় এমন অনেক সমাজ রয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের সম্মানের কথা ভেবে চাপের মুখে পড়ে অনেক বাবাকে সব সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছে এমনও অনেক নজির রয়েছে। আমাদের সমাজের মধ্যে এমনও নিকৃষ্ট সমাজ রয়েছে। এসব কাজ কিন্তু আড়ালে কেউ করে না। এসব নির্লজ্জ, অনৈতিক কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনেই অহরহ ঘটছে। সবাই এসবকে মাথা নিচু করে মেনে নিচ্ছি। রেওয়াজ আছে বা প্রচলন আছে ডায়ালগে চলছে এসব কর্মকাণ্ড। ভুক্তভোগী হচ্ছে এক শ্রেণির মানুষ। এই কুসংস্কার, কুপ্রথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সমাজে ডিভোর্সের সংখ্যা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।

প্রচলিত এসব কুপ্রথা না মানলে নাকি সমাজের কাছে সম্মান থাকে না! অথচ যাদের কাছে অন্যায়ভাবে এটা সেটা চাওয়া হয় তাতে নাকি তাদের সম্মান বিনষ্ট হয় না। বরং এতে নাকি সম্মান তাদের আকাশচুম্বী হতে থাকে। নুন্যতম বিবেকবোধ থাকলে মানুষ এসব কাজ করতপ পারে। সত্যি হাস্যকর হলেও এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। এসব যে ভণ্ডামি আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু কেউ মানি না। এভাবে চলতে পারে না কোন সমাজ। সমাজ ব্যবস্থায় এমন কুপ্রথা ক্রমাগত চলছে বলেই দিনদিন মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে। ছোটরা বড়দের সম্মান করে না কারণ বড়রা যে যার মতো যা খুশি তাই করছে। আদর্শিক মূল্যবোধ বলতে সমাজে কিছুই নেই। সবাই সবকিছু বুঝে। কিন্তু কেউ আদর্শিকভাবে পরিবর্তন হয়নি বলে সবাই বিপথগামী হচ্ছে। মহল্লায় বখাটে ছেলেকে শাসন করবে কে? এমন যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হাতেগোনা কয়েকজন। সবার প্রতি একটাই অনুরোধ, এমন রেওয়াজ আছে প্রথা মানতে গিয়ে নিজের আত্মসম্মানবোধকে হত্যা করবেন না। সুন্দর পরিবার, সমাজকে এভাবে গলা টিপে হত্যা করবেন না। যতটুকু পারেন সবাইকে সহযোগিতা করুন। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা দেখান। তবেই সেই পুরনো সুখ, শান্তি আবারও ফিরে আসবে।

গঙ্গা নীরবে বইছে আর সইছে অপমান

বটু কৃষ্ণ হালদার

"দীর্ঘদিন ধরে যে নদীটি হাজার বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে বেঁচে আছে, সে কি কেবল দূষণের জন্য ধুঁকে ধুঁকে মরনের দিকে বইবে বলে?"

প্রাচীন ইতিহাস ও বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় বহু প্রাচীন যুগ আগে থেকে "গঙ্গা কে মাতৃ রূপে পূজা করা হয়"। সেই মা নিরবে কাঁদছে নিজের সন্তানদের দোষে। দিনে দিনে দূষণের তীব্রতা গ্রাস করছে সমগ্র পরিবেশকে। তার উপর পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন নিঃশেষিত। আমাজন এর প্রভাব পরিবেশের উপর পড়বে সে বিষয়ে নিশ্চিত মতামত দান করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। তেমনি ভারতবর্ষের প্রাণ ভ্রমরা গঙ্গা আজ দূষিত। নিরবে বইছে আর সইছে অপমান। বিস্তীর্ণ সমতলের বুক চিরে গঙ্গা আপন মনে বয়ে চলেছে। হিমালয় গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ হতে উৎপন্ন হয়ে এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত সমগ্র বিশ্বের দরবারে। এই গঙ্গা ভারতবর্ষকে করে তুলেছে পুণ্যবতী লাবণ্যময়ী। নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষকে কৃষিকাজে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। গঙ্গা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম পবিত্র নদীর নাম। সেই গঙ্গা দূষণের শিরোনাম নিয়ে বেঁচে রয়েছে। আজ গঙ্গার বুকে দূষণের ভয়ঙ্কর ডঙ্কা বাজছে। এর জন্য কি আমরা নিজেরাই দায়ী নই? তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক ব্যবস্থার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই নিজেদের "জন্মদাতা মায়ের সঙ্গে যেমন দুর্ব্যবহার করি সেখানে গঙ্গা তো কোন ছার"। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না "গঙ্গা না বাঁচলে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। হিন্দু ধর্মের প্রাচীণ গ্রন্থ ঋগ্বেদ পৌরাণিক সাহিত্যে রয়েছে গঙ্গা নদী সম্পর্কে নানান কাহিনী ও গল্প। সারা ভারতের প্রাণ বিন্দু সে গঙ্গা দূষণের শিকার।

"ভলগা থেকে গঙ্গা" বইটি আর্য সংস্কৃতির এক অমূল্য ভান্ডার। রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই বইটিতে ফিরে এসেছে বহুযুগ আগের সভ্যতার নদীগুলির কথা। বরফ গলা সেই নদী দূষণের শিকার; আর দূষণের হাত থেকে গঙ্গাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে "বিশ্ব ব্যাংক"। এই পরিকল্পনার নাম দেয়া হয়েছে "মিশন গঙ্গা"। ১৯৮৫সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে নেওয়া হয়েছিল গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান এর সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে দেয়া হয়েছিল বাস্তবায়নের কাজ। নতুন দিল্লিকে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গা দূষণের জন্য ২৪ বছরে ৯১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সেই অ্যাকশন প্ল্যানে মেলেনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

পরিসরে, যে গঙ্গা তার বুক নিঃশেষিত করে অবারিত ধারা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে কোটি কোটি প্রাণ। সেই গঙ্গার বুকে নিক্ষেপ করছি পরমাণুর বিষাক্ত পয়জন। নদী তার আপন গতিতে বয়ে বেড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। তার নিঃসঙ্গ চলার পথে সঙ্গী শুধু বজ্র পদার্থ। তার চলার পথে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন বজ্র নিজ বক্ষে ধারণ করে বেড়ায়। নদীর জল দূষণের পিছনে বড্ড নিয়মিত হচ্ছে অপরিশোধিত বজ্র পদার্থ। ইদানীং আবার বর্জ্য পদার্থের যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য। নদীর জল ৮৫ শতাংশ দূষণের কারণ হলো বজ্র পদার্থ দূষণ সৃষ্টিকারী। বাকি দ্রব্যের যোগান দেয় কলকারখানা, কৃষিতে সার, অন্যান্য কঠিন বজ্র মৃত পশু পাখির দেহ থেকে। তবে গঙ্গা দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিমা বিসর্জনকে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বিসর্জনের আগে থেকেই গঙ্গার জল দূষণ ইউনেস্কোর নির্ধারিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া ছট পূজার জন্য জলে ফেলা হাজার মেট্রিকটন কলা ফুল-বেলপাতা সবমিলিয়ে ৩০ দিনের ব্যবধানে চার চারটি বড় উৎসব গভীর সংকটে ফেলেছে গঙ্গাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলের ভূমিকা বিদ্যমান। তাই সেই জল দূষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

স্ক্যাম কল

সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান
(কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট, কুইন্স, নিউইয়র্ক, আমেরিকা)

সোনালি একদম সাদাসিধে বাঙালি নারী। দীর্ঘ বছর যাবত নিউইয়র্ক নগরীর বাসিন্দা হয়েও এই অত্যাধুনিক নগরীর মানুষগুলোর মত তেমন আল্ট্রামডার্ন হতে পারেনি। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, তেমনি সোনালির দৌড় তার কাজের জায়গা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজের জায়গায় কাজ আর বাসায় ফিরে গৃহস্থালি কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখে। বাইরের জগত নিয়ে তার তেমন আগ্রহ নেই। সোনালির যুক্তি হচ্ছে, বাইরে কাজ সেরে সংসার সামলাতেই যেখানে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে জগত সংসার নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নেই। বাংলাদেশে যে আত্মীয় স্বজনদের সাথে সময় বের করে কথা বলবে, সেটাও সম্ভব হয় না। এমনকি আফিমের চেয়ে শক্তিশালী আসক্তির ফেসবুকে পর্যন্ত সময় কাটানোর মত সময় হয়না সোনালির।

করোনার প্রকোপে সারাবিশ্ব স্থবির, তেমনি স্থবির ব্যস্ত নগরী নিউইয়র্ক। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে সোনালির কাজে যাওয়া বন্ধ। করোনার মরণ কামড়ে নিউইয়র্কে খুব করুণ দশা! রীতিমতো এক মৃত্যুর মিছিল চলছে। প্রতিটি মানুষ আতঙ্কে ভুগছে, দরজার সামনে যেন মৃত্যুর ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে আছে করোনা। সবাই নিজ নিজ বাসার ভেতরে বন্দি হয়ে আছে। যেন এক বাক্সবন্দি জীবন। সোনালির হাতে এখন অনেক অসল সময়। গৃহস্থালির কাজ করেও সময় কাটে না। অবসরে টিভি, ফেসবুক স্ক্রলিং ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলে খোঁজ খবর নিয়ে সময় কাটছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসলেও সোনালি সাধারণত কোনো অপরিচিত কল রিসিভ করে না।

একদিন দুপুরে সে গৃহস্থালির কাজ সেরে ফেসবুকে স্ক্রলিং করছে। এমন সময় একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসে। মোবাইল স্ক্রিনে দেখতে পায় কলটি টেক্সাস থেকে এসেছে। ওখানে তার পরিচিত এক বাঙালি বান্ধবী থাকে, যার সাথে ফেসবুকে পরিচয়। সে ভেবেছে হয়তো ওই বান্ধবী কল দিয়েছে। তাই রিসিভ করতে বিলম্ব করেনি। কিন্তু কল রিসিভ করা মাত্রই একজন মহিলা ইংরেজিতে বলে উঠে, তার নাম ম্যানিলা, সে টেক্সাসের সোস্যাল সিকিউরিটি অফিসের এন্টি ক্রিমিনাল এক্টিভিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে কল করেছে। সে তার আইডি নাম্বার দিয়ে আরও বলেছে, সোনালির নামে অনেকগুলো ক্রাইম রিপোর্ট তাদের কাছে আছে। যেমন- একাধিক ক্রেডিটকার্ড জালিয়াতি, ড্রাগ ও আর্মস বিজনেস ও মানি লন্ডারিং ইত্যাদি।

এসব কথা শুনে সোনালির তো মাথা খারাপ অবস্থা! রীতিমতো পিলে চমকে উঠেছে। সে সবকিছুই অস্বীকার করে এবং ম্যানিলাকে রং নাম্বার বলে কল কেটে দিতে চায়। ঠিক তখন ম্যানিলা সাবধান করে, সে যেন ভুলেও কল না কাটে। তার সব কথা রেকর্ড করা হচ্ছে। করোনার কারণে মোবাইল ফোনে তার জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে। তাই তাকে যা যা প্রশ্ন করা হবে, সে যেন ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যায়। এবং এসব কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না। এমনকি পরিবারের কারো সাথেও না। সোনালি সঠিক জবাব দিলে তার কোনো বিপদ হবে না। তাদের সহযোগিতা করলে প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করতে সুবিধা হবে। আর নয়তো পুলিশ এসে সোনালিকে এক ঘন্টার মধ্যে বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে এবং এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

এমন কথা শুনে সোনালির মনে হল পুলিশের কাছে গ্রেফতার হওয়ার চেয়ে ফোনে কথা বলাই ভালো। তাই সে নির্বিঘ্নে কথা বলতে একজন বাঙালি অনুবাদকের জন্য অনুরোধ করে। তখন ম্যানিলা জানালো, তার সিনিয়র অফিসার একজন বাঙালি। সে কল ফরোয়ার্ড করে ওই অফিসারের কাছে দিচ্ছে। ওই বাঙালি অফিসার নিজের নাম ও আইডি নাম্বার দিয়ে সোনালির সাথে কথা বলা শুরু করে। তখন সোনালি প্রশ্ন করে, তারা যে আসলেই সঠিক, এর প্রমাণ দিতে। তখন সোনালিকে অবাক করে দিয়ে বাঙালি অফিসার সোনালির সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের শেষ তিন ডিজিট বলে দেন। সোনালির তখন যেন বিশ্বাস না করে আর কোনো উপায় নেই। বাঙালি অফিসার বিস্তারিত ভাবে সোনালির বিরুদ্ধে একের পর এক অপরাধের বিবরণ দিলেন এবং এসব অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও বিস্তারিত জানালেন।

সোনালির কান্নাকাটি অবস্থা! সে বারবার এসব অপরাধের কথা অস্বীকার করছে। সে জীবনে কখনো টেক্সাসে যায়নি, তাহলে এসব অপরাধ কিভাবে করবে? বাঙালি অফিসার সোনালিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হয়তো কেউ আপনার সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ব্যবহার করে টেক্সাসে এসব অপরাধ করেছে। চিন্তার কিছু নেই, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেন। আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করবো। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমানে আপনিই অপরাধী, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আপনি করেননি। তাই আপনার ব্যাংক একাউন্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু আছে, আগামীকাল ক্রোক করা সহ আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। তখন সোনালি কান্নারত অবস্থায় দুই হাত জোড় করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ওই বাঙালি অফিসারের কাছে সহায়তা চায়।

তখন বাঙালি অফিসার বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করে। প্রশ্ন করতে করতে এক সময় সোনালির ব্যাংক একাউন্টে ও বাসায় কত ডলার আছে, জেনে নেয়। তারপর তিনি আরও একজন সিনিয়র অফিসের কাছে কল ফরওয়ার্ড করেন। তিনি সোনালিকে ফোনে রেখে ওই অফিসারের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে থাকেন। তখন ওই বাঙালি অফিসার সোনালি সম্পর্কে বলেন, তার ধারণা সোনালির নির্দোষ কিন্তু কেউ তাকে এসব অপরাধে ফাঁসিয়েছে। বাঙালি অফিসারের কথাশুনে সোনালি মনে মনে বেশ খুশি। হয়তো এই বাঙালি অফিসার তাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবে। যাইহোক, ওই সিনিয়র অফিসার কিছু নির্দেশনা দিলেন। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি অফিসার সোনালিকে বললেন, সে যেন এই মূহুর্তে গিয়ে তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে সব ডলার তুলে নিয়ে জ্যামাইকা এভিনিউ যায়। সেখানে তাদের একজন প্রতিনিধি থাকবে, তার কাছে ডলার গচ্ছিত রেখে আসবে। ক্রেডিটকার্ড জালিয়াতির ঝামেলা শেষ হওয়া মাত্রই তার ব্যাংক একাউন্টে ডলার ফেরত দেয়া হবে।

সোনালি তার স্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে বাঙালি অফিসার জানায়, এই মূহুর্তে কল কাটা যাবে না আর এই বিষয়ে কারো সাথে কথা বলা মানে গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণে নতুন করে আরও একটা অপরাধ করা। তাই কালবিলম্ব না করে ব্যাংকে গিয়ে সব ডলার তুলে নিয়ে সোনালি জ্যামাইকা এভিনিউয়ের দিকে পা বাড়িয়ে দেয়। তখন তার মনে বাঁধ সাধে। সে ৯১১ নাম্বারে কল দিতে চায় কিন্তু বাঙালি অফিসার তাকে একদম কড়া ভাষায় নিষেধ করে। তিনি জানালেন, ৯১১ নাম্বারে কল দিয়ে এসব জানালে সোনালি আজকেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হবে। নিউইয়র্ক পুলিশ এখনো এসব জানে না। জ্যামাইকা এভিনিউ যাওয়ার পথে রাস্তায় পেয়ে যায় একদল পুলিশ অফিসার। সোনালিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দেখে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেন, আপনার কোনো সমস্যা, আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? তখন সোনালি সাহস নিয়ে মোবাইল ফোন চেপে ধরে হরহর করে সব ঘটনা খুলে বললো। দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসাররা মৃদু হেসে উঠে এবং ওই মহিলা পুলিশ অফিসার সোনালির মোবাইল ফোন নিয়ে যেই হ্যালো বললো, তখনই লাইন কেটে গেল। এরপর কল দিয়ে দেখা গেল ওই মোবাইল নাম্বার বন্ধ। তখন মহিলা পুলিশ অফিসার জানালেন, আপনি খুব সহজ সরল। তাই বুঝতে পারেননি এটা স্ক্যাম কল। আপনি তো সাংঘাতিক রকমের ভুল করতে যাচ্ছিলেন।

ভাগ্য ভালো, আমাদের সাথে দেখা হয়ে গেছে। নয়তো এই চক্রের কাছে ডলারের সাথে আপনার প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটতে পারত। ভবিষ্যতে কখনো এমন কল আসলে সাথে সাথে কেটে দিবেন। সোস্যাল সিকিউরিটি অফিস কিংবা আইআরএস থেকে কখনোই এমন কল আসে না। সোনালি এসব শুনে ভয়ে আতঙ্কে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। মহিলা পুলিশ অফিসার তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে সোনালিকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

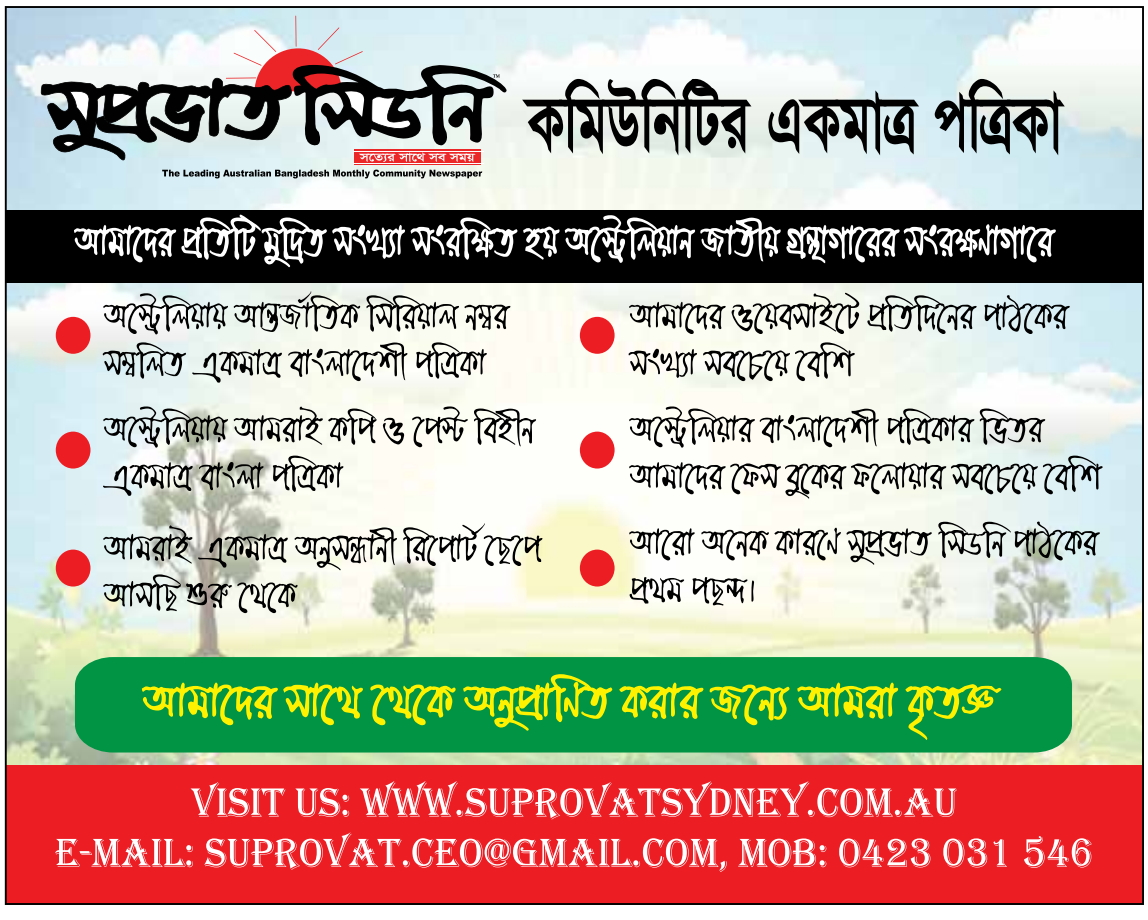

আলেকজান্ডারের বীরত্ব

শিবব্রত গুহ

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রধান হলেন বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজান্ডার। যাঁর বীরত্বের ইতিহাস আজো শ্রদ্ধার সাথে মানুষ স্মরণ করে থাকে।

আলেকজান্ডার ছিলেন বিশ্ববিজেতা। এই বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডার সম্বন্ধে, তাঁর মূল্যবান মতামত খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে ব্যক্ত করেছেন, পূর্ব মেদিনীপুরের নামী কবি ও সাহিত্যিক রুদ্রপ্রসাদ। তিনি বলেছেন, "গ্রীসের আলোচনা অসম্পূর্ণ আর্গিয়াদ রাজবংশের শাসক তৃতীয় আলেকজান্ডার ছাড়া। ম্যাসিডনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ও তাঁর চতুর্থ স্ত্রী অলিম্পিয়াসের পুত্র, মাত্র বত্রিশ বছরের আয়ুষ্কালে মিশর থেকে উত্তরপশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করা এক অপরাজেয় সমরবিদ ইতিহাসের অন্যতম সফল সেনানায়ক হিসেবে পরিগণিত। সিংহাসন লাভের পর তাঁকে অতিমানবিক ও মহান কার্যের জন্য নির্দিষ্ট দেখাতে বহু অলৌকিক কল্পকাহিনী নির্মিত হয়েছিল। বিখ্যাত গ্রীক অন্ধ কবি হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের প্রতি অনুরক্ত, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, রাজ্যাভিষিক্ত, জীবনের নানাবিধ দর্শন উপহার দেওয়া এই মহাবীরের মৃত্যুকালীন ভাষ্য মানবজাতির জন্য আদর্শস্বরূপ। তবে তাঁর দিগ্বিজয়ী রথ যেভাবে বিপাশার তীরে থেমেছিল, তাতে পারিপার্শ্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেও ভারতবাসীর গর্বের কারণ যথেষ্ট।।"

আলেকজান্ডার খুব কঠিন মনের মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো সহজে ভেঙে পড়তেন না। হাজারো বিপদের মাঝেও তিনি সদাসর্বদা তাঁর সংকল্পে থাকতেন অটল। তাঁর মনের জোর ছিল প্রচুর। সেজন্য, তিনি এত সাফল্য পেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনলেই বিশ্বের অনেক বড় বড় বীরের বুক কেঁপে উঠতো। তিনি পেরেছিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে, যা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে!

আলেকজান্ডার খুব উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। তিনি ইসাসের যুদ্ধে, তৃতীয় দারিয়ুসকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তৃতীয় দারিয়ুস তাঁর মা, স্ত্রী, দুই কন্যা ও ব্যক্তিগত সম্পদের বেশির ভাগ ফেলে দিয়ে, পালিয়ে গিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে। ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তায়ার অবরোধ করে অনেক কষ্টে, শহরটি দখল করতে পেরেছিলেন। তিনি তায়ার দখল করার পরে, মিশর অভিমুখী অধিকাংশ শহর অধিকার করেছিলেন।

আলেকজান্ডার জেরুজালেম শহরের ক্ষতি না করে, দক্ষিণে মিশরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গাজা শহরে, তাঁকে প্রচন্ড বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তিনি মিশরের দিকে যাত্রা করলে, সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল মুক্তিদাতা হিসাবে। লিবিয়ার মরুভূমিতে, তাঁকে দেবতা আমনের পুত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মিশরে থাকার সময়, তিনি তাঁর নিজের নামানুসারে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের।

৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আলেকজান্ডার মিশর ত্যাগ করেছিলেন। এবার তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল, মেসোপটেমিয়া। গাউগামেলার যুদ্ধে, তিনি তৃতীয় দারিয়ুসকে আবার পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় দারিয়ুস পুনরায় পলায়ন করলে, আলেকজান্ডার এবার তাঁর পিছনে আরবেলা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। তৃতীয় দারিয়ুস হাইগমতান পাহাড়ে আশ্রয় নিলে, আলেকজান্ডার দখল করেছিলেন ব্যাবিলন।

ব্যাবিলন থেকে, বীর আলেকজান্ডার, অন্যতম হাখমানেশী রাজধানী সুসাতে যান। তিনি এই শহরের প্রবাদপ্রতিম কোষাগার দখল করেছিলেন। এরপর, তাঁর সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ, শাহী সড়ক হয়ে পারস্যের রাজধানী পার্সেপোলিস হাজির হয়েছিল। অন্যদিকে নিজে কয়েকজন বাছাই করা সৈন্য নিয়ে সোজা পথে শহরের দিকে রওনা হয়েছিল। তারপর তিনি পারস্য সেনাকে পরাজিত করেছিলেন।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত হয়। তিনি ভারতে পদার্পণ করে পুষ্কলাবতীর রাজা অষ্টককে পরাজিত করেন। তাঁর কাছে অশ্বক জাতিও পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তক্ষশীলার রাজ্যের রাজা অম্ভি, আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

কিন্তু, বীরেদের দেশ বলে সারা বিশ্বে পরিচিত, আমাদের দেশ ভারতবর্ষের এক রাজা পুরু বীরত্বের সাথে আলেকজান্ডারের সাথে লড়াই করেছিলেন। তবে তিনি শেষে আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু, এই পরাজয় ছিল গৌরবের। পুরুর বীরত্বে ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আলেকজান্ডার স্বয়ং। তবে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে, ব্যাবিলনে, বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডারের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। যা ছিল বড় বেদনার।

(তথ্য সংগৃহীত)

মফস্বল সাংবাদিকতার একাল-সেকাল

মনসুর আহমেদ

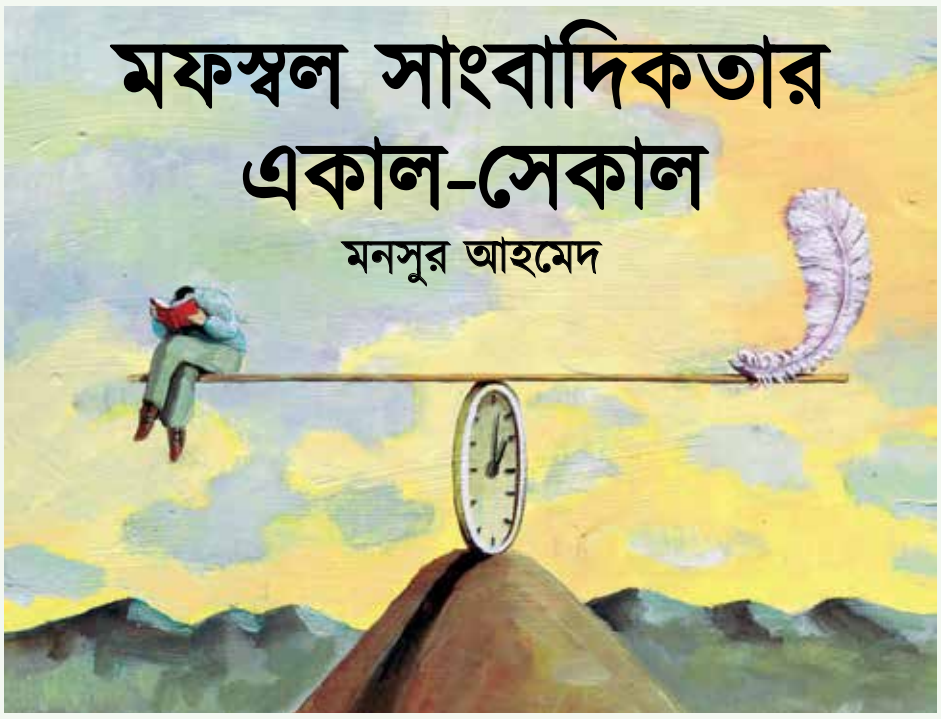

মফস্বলই অথবা নগর সাংবাদিকতাই বলেন এই পেশার সম্মান ও শ্রদ্ধা ঠিকই আছে। সাধারণ মানুষ অনেকটা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে সাংবাদিকদের। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ের অল্পশিক্ষিত লোকজন সাংবাদিকদের থানা পুলিশের মত ভয় পান। অনেকেই সাংবাদিকের দেখা পেলে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির সাথে সাথে মফস্বল সাংবাদিকতা আধুনিকতায় রূপ ধারণ করেছে। এখন আর হাতে লেখা সংবাদ চিঠি অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠানোর সিস্টেম পুরোপুরিই বিলুপ্ত। উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে যে কোন সংবাদ মুহূর্তে মিশে যাচ্ছে নগর সংস্কৃতির সাথে।

সাংবাদিকতার পেশাগত দক্ষতা ও মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য দিকপাল। অনেকে মফস্বলে সাংবাদিকতা শুরু করলেও নিজ দক্ষতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজ নিজ প্রতিভা। যাঁদের অনন্য অবদানের কথা মানুষ আজো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। যারা তাদের কর্মযজ্ঞের দ্বারা নিজে আলোকিত হয়েছেন, গণমাধ্যমকেও করেছেন সমৃদ্ধ। আজ সাংবাদিকতা তারুণ্যের কাছে শীর্ষ পেশার পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু যে সাংবাদিকতা আজো সংবাদ তথা গণমাধ্যমের প্রাণ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে, তা হলো মফস্বল সাংবাদিকতা। কিন্তু এই গৌরবোজ্জ্বল মফস্বল সাংবাদিকতার মাঝেই যেন ভূত লুকিয়ে আছে, প্রচলিত কথায় যাকে বলে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে থাকা। আমরা অনেকেই হলুদ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে কথা বলি। বলি সুস্থ্যধারার সাংবাদিকতার উৎকর্ষের কথা। কিন্তু ভেতরের সমস্যাগুলোর উত্তরণ না ঘটা পর্যন্ত, মফস্বল সাংবাদিকতার এ সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে। এ কথা অনেকেই বুঝেও বুঝতে চায় না। এমনি প্রতিষ্ঠান প্রধানরা দেখেও না দেখার ভান করেন।

সংবাদপত্রে ইতিহাস ঐতিহ্য কলুষিত হচ্ছে অথবা মুখথুবড়ে পড়ছে মফস্বলে। এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যাঙের ছাতার মত স্থানীয় পত্রিকার বৃদ্ধিলাভ। স্থানীয়ভাবে একটি দৈনিক পত্রিকা পরিচালনা করতে ৪০/৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। আর এই বড় অংকের টাকার জোগান দিতে অনেক সম্পাদক ও প্রকাশক একই উপজেলায় একাধিক প্রতিনিধি দিয়ে বানিজ্যিক ধান্দায় লিপ্ত হয়ে যান। অনেক সুযোগ সন্ধানী সম্পাদক আবার চুষে বেড়ান উপজেলার গ্রামগঞ্জে। কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ পত্রিকার লিড নিউজ হয়ে যায়। এবং পরবর্তীতে এরাই টাকার বিনিময়ে প্রতিবাদ প্রকাশ করে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। সাথে ইজ্জত সম্মান তো যাবেই। তবে এদের পরিমাণ অনেক কম। আত্ম-সম্মান ও পারিবারিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আবার অনেক বিত্তশালী পরিবার শুদ্ধভাবে পরিচালনা করছেন সংবাদপত্র।

প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার অনলাইন সাংবাদিকতা। প্রিন্ট পত্রিকার চেয়ে এর দূষণ অনেক অংশে বেশি। যেকেউ খেয়ালখুশি মত খুলে বসছেন অনলাইন নিউজ পোর্টাল অথবা অনলাইন টিভি। কোন কোন সাংবাদিক অতিমাত্রায় অতিউৎসাহিত হয়ে নিজ ফেসবুকেই যা ইচ্ছে তা-ই প্রচার করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। নেই আইনের প্রয়োগ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন নিউজ পোর্টালকে নিবন্ধনের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার।

মফস্বল ও নগর সাংবাদিকদের যারা বাড়ি-গাড়ি আর দালানের মালিক হয়েছেন, তাদের সারাদিন-সারা বছর দেখে যায় পুলিশ আর প্রশাসনের তোয়াজগিরি করতে। জনগণের বিপদাপদ ও মামলা-মোকদ্দমায় পক্ষপাতিত্ব বা পুলিশের সাথে খাতিরের সুযোগে দু'এক পয়সা হাতিয়ে নিতে। সরকারি টিআর- কাবিকা, কাবিটার প্রকল্প নিয়ে উদরপূর্তি করতে। সংবাদের নামে অর্থ হাতিয়ে নিতে। জনগুরুত্ব ও নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের সংবাদ অর্থের বিনিময়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে। অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট, দখলদারিত্ব আর টেন্ডারবাজির সংবাদ না করার বিনিময়ে পারিতোষিক নিতে। তারা পুলিশ আর প্রশাসনের সংবাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ব্যস্ত থাকেন প্রেসরিলিজ নিয়ে। ঘুর ঘুর করেন নেতা-পাতি নেতাদের পেছন পেছন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশক পর্যন্ত মফস্বলের সাংবাদিকতাকে মনে করা হতো শখের সাংবাদিকতা। সেই সময়ে মফস্বলের সচ্ছল পরিবারের তরুণ, রাজনৈতিক কর্মীরা নিতান্ত শখের বশে কিংবা রাজনৈতিক আদর্শের টানে, আবার কেউ কেউ নিজ এলাকায় সামাজিক সম্মানের জন্য সাংবাদিকতায় আসতেন। অন্য পেশা বা কাজের পাশাপাশি সাংবাদিকতা করতেন তারা। তখনকার প্রেক্ষাপটে স্থানীয়ভাবে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে ভাবার সুযোগও ছিল না। ফলে সে সময় সাংবাদিকতায় ঝুঁকির মাত্রাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

তবে মফস্বল সাংবাদিকরা প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা পেলে ঝুঁকি আর শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও তাদের পেশাদারিত্ব যেমন বাড়বে তেমনি বাড়তে পারে ওই পত্রিকা-মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাও। আশা করা যায়, এ বিষয়ের সঙ্গে একমত হবেন অধিকাংশ স্থানীয় সাংবাদিক। যেখানে অর্থখোরাকীর ব্যবস্থা থাকবে না, সেখানে সততাও দুর্বল হয়ে যায়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Buy a block of one square meter for $480 to help secure the land of mosque & full time madrasa

"Whoever builds a mosque for ALLAH, then Allah will build for him House like it in Paradise"

Lets buy one block for each of our family members specially our parents

- 705 Fifteenth Ave, kemps Creek
- Land size 5 Acres
- Purchase price 4 million
- Pre DA advise with Liverpool Council completed for the above proposed plan with positive outcomes for place of worship and community hall.

Proposed design

- 12KM from Liverpool City and 7 Minutes from Leppington Train Station.
- In neighbouring area of Malek Fahad School, Al Faisal College & Unity Grammar College

Cultural & Welfare Centre of NSW Inc.
Registration INC1801551 ABN 28141523728

Account Name:
Cultural and Welfare Centre of NSW Inc.
BSB: 062 424
Account No: 1083 0762
Commonwealth bank of Australia

contact:

0422 874 405, 0404 802 230
0405 888 488, 0402 602 528

www.cwcnsw.com.au
info.cwcnsw@gmail.com

ইসলামে শিশুকিশোর পরিচর্যার গুরুত্ব

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। দুনিয়ার সকল সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে অগণিত নিয়ামাত দান করে ধন্য করেছেন। করেছেন সম্মানিত। অগণিত নিয়ামাতসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশেষ নিয়ামাত হচ্ছে আদর্শ সন্তান। যা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহের ফল। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে সন্তানের পরিচর্যায় ইসলামের দিক নির্দেশনা বা গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা চাইলেই কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি সন্তান লাভ করতে পারেন। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ সন্তানের আশা পোষণ করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এ যুগল (দম্পতি) থেকেই তিনি তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিযিক দান করেছেন। এর পরেও কি তারা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর নিয়ামাত অস্বীকার করবে? (সূরা নাহল, আয়াত ৭২)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী রঃ বলেন, এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার সাথে অন্তরের সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কারণ প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতীর প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে থাকে। আর ভিন্ন প্রজাতির প্রতি তার মনে অনুরূপ আকর্ষণ থাকে না। মনের এ আকর্ষণ ও বিশেষ সম্পর্কের কারণেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ।

এ ব্যাপারে আল্লামা আলুসী রঃ বলেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।

পৃথিবীর বুকে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের ধন সম্পদের অভাব না থাকলেও একটি সন্তান না থাকার কারনে তাদের পারিবারিক জীবনে প্রশান্তি নাই। নাই বংশ বৃদ্ধির অবলম্বন। তাদের হাজারো চেষ্টা সাধনা এবং কামনা বাসনা থাকলেও সন্তানের জনক বা জননী হতে পারেনি তারা। আবার এমনও রয়েছে যাদের জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকলেও তারা বহু সংখ্যক সন্তানের জনক-জননী। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়াও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামাত। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল। (সূরা শুরা, আয়াত ৪৯-৫০)।

আলোচ্য আয়াতে প্রমানিত হয় যে, মানুষ যতই বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, ইচ্ছেমত সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা তাদের নাই। অন্যদের সন্তান দানের কল্পনা করারতো প্রশ্নই আসে না। তাই চাইলেই পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সকল সৃষ্টিই অক্ষম। অতএব আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সন্তান দানের ক্ষমতার মালিক মনে করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম সম্মত তো নয়ই।

আমরা কেমন সন্তানের আশা করবো সেটিও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি সুসন্তান লাভের দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন তোমরা আমার দরবারে এভাবে দোয়া করো, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কর। (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)। তিনি আরো দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার রব! আমাকে তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৮)।

সন্তান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ নিয়ামাত। তাই এ সন্তান যদি হয় আদর্শ এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী তবে তা হবে পিতামাতার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম। আর যদি সন্তান হয় অসৎ চরিত্রের অধিকারী তাহলে এটি হবে অকল্যাণের বিষধর হাতিয়ার। সৎ সন্তানের সুফল মৃত্যুর পরেও ভোগ করা যায়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন প্রকার আমলের ফলাফল সে ভোগ করে। তার মধ্যে একটি হলো, এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। তাই আমাদের উচিৎ সন্তানকে সৎ এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা।

বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। গভীর মায়ার আদরে শিশুদেরকে কাছে টেনে নিতেন একান্ত আপনার করে। আল্লাহর ভালোবাসা যেমন সর্বজনীন ঠিক তেমনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অকৃত্রিম ভালোবাসাও ছিলো সর্বজনীন। হাদীসে এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কানে হুসাইন রাঃ এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন এবং হযরত ফাতিমাকে রাঃ ডেকে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? হযরত আনাস রাঃ হতে বর্নিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাঃ শিশু কিশোদের নিকট দিয়ে যাতায়াতের সময় তাদেরকে সালাম করতেন। অপর এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন, আমি চাই না যে, তার মায়ের কষ্ট হোক। তিনি আরো বলেন, যারা বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের আদর করে না তারা আমার উম্মাতের দলভুক্ত নয়। আলোচ্য আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শিশু কিশোরদেরকে আদর এবং ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জোড়ালো তাকীদ ছিলো অনেক বেশি। শিশুদের সাথে অসৎ ব্যবহার করা নিষেধ। তাদের মনে কষ্ট দেয়া যাবেনা। তারা প্রস্ফুটিত ফুল।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। আদর্শিক পরিবার, দেশ ও জাতি গঠন করতে হলে শিশুদের চরিত্র গঠনে মনোযোগী হতে হবে। শিশুদেরকে আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যথাযথ ভুমিকা রাখা সম্ভব হবে না। তাই কুরআন ও হাদীসেও শিশুদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। শিশুদেরকে উত্তম চরিত্রের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। অসৎ চরিত্রের প্রতি তাদেরকে ঘৃণার মনোভাব জাগাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে পিতামাতাকে। তাই শিশুদের মাঝে আল্লাহ, রাসুল, কুরআন, হাদীস, পরকালে বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি আস্থা তৈরি তথা ইসলামী আদর্শের প্রতি যত্নশীল মনোভাব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে অহংকার মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, হিংসা বিদ্বেষসহ খারাপ আদর্শের প্রতি বিরুপ মনোভাব গড়তে চেষ্টা করতে হবে। সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। শিশুদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বআরোপ করে রাসুলুল্লাহ সাঃ আরো বলেছেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। সন্তানের চরিত্র গঠনের গুরুত্ব বুঝতে হলে হযরত লুকমান আঃ এর সন্তানের প্রতি অভিভাবকের নসিহত বা উপদেশসমূহ জানতে হবে। তার নির্দেশিত উপদেশবানী প্রতিটি পিতামাতার জন্য জানা থাকা জরুরি। সন্তানের চরিত্র গঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, পিতামাতা সন্তানকে ভালো আদব কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন দান দিতে পারে না। আলোচ্য সংক্ষিপ্ত বর্ননা থেকে সন্তান পরিপালনের দিক নির্দেশনা বিষয়ে জানতে পারলাম। তাই সন্তানকে আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ইসলামী আদর্শের সংস্পর্শে আশা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি।

শিশুদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের সার্বিক বিকাশ সাধনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। শান্তি বা যুদ্ধ যে কোন অবস্থায় ইসলাম শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বআরোপ করেছে। কাজেই পিতামাতা কোন অবস্থাতেই সন্তানকে হত্যা করতে পারে না। সন্তানের কোন প্রকার ক্ষতি হয় এরকম কোন কাজ পিতামাতাসহ কারো জন্যই ইসলাম সম্মত নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩১)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফিরিশতাগণ! তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৬)।

মানুষের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বর্ননা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। সে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বর্তমানে বস্তুবাদী সমাজ পারিবারিক প্রথাবিরোধী সমাজ গঠনের কাজে বেশ সক্রিয়। এজন্য পশ্চিমা জাতির করুন অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের এ মানসিকতার কারনে ওদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি এবং বিপর্যয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তার জন্য পরিবার একটি দুর্গ। এ পরিবেশ ঠিক রাখতে হলে সন্তানকে আদর্শবান করে তোলার বিকল্প কিছুই নাই। তাই সন্তান পরিপালনে আমাদের আরো যত্নশীল হওয়া জরুরি।

সন্তানের চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকের গুরু দায়িত্ব যিনি পালন করেন তিনি হচ্ছেন মা। মায়ের আদর সোহাগ এবং পরম ভালোবাসায় বেড়ে ওঠে নবজাতক শিশুটি। শিশুর সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না সব ক্ষেত্রেই মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমরা আরবি কবিতায় পড়েছিলাম "হিযনুল উম্মাহাত আল মাদরাসাতু লিল বানিনা ওয়াল বানাত"। অর্থাৎ মায়ের কোলই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র। তাই যে মায়ের আদর্শে গড়ে উঠবে সন্তান সে মাকে কেমন আদর্শ ও চরিত্রবান হওয়া দরকার! আজকে অনেকেই মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে নাক ছিটকান। আমি এটাকে ভালো মনে করি না। মেয়েরা যদি আদর্শ এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে তাহলে তারা জাতি গঠনে অবিস্মরণীয় ভুমিকা রাখতে পারবেন। তাইতো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি উপহার দিব। তাই আমিও বলতে চাই, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠনে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার বিকল্প নাই। আমরা যেন সে ভুমিকা পালনে যত্নশীল হই।

নিবন্ধের শেষে এসে আমি যে আবেদনটুকু রাখতে চাই তা হলো, সামনে ঘোর অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। নিকষ অমানিশার কালো মেঘ সকল ভালো কিছু ঢেকে ফেলছে। আলোর নীচে অন্ধকার আর নয় এখন অন্ধকার আলোর উপরে অবস্থান নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আর নীরব নিথর হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে আদর্শ ও চরিত্রবান করে। নইলে ঘোর অমানিশায় হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য। তাই আসুন আরো সতর্ক হই, সাবধান হই আমরা সকলেই। দেশ, জাতি এবং মানবতার কল্যাণে ভুমিকা রাখি একান্ত আপনার করে। গড়ে তুলি সুন্দর একটি প্রজন্ম। স্বপ্নীল সোনার দেশ গড়তে আমাদের পথচলা হোক আরো শানিত। আরো বেগবান।

LOOKING TO SET UP AN SMSF?
Call 02 8041 7359

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY HALAL

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Approved Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2020
Year-12
30

১ম পৃষ্ঠার পর

এ কি বাংলাদেশ না কি ধর্ষণদেশ?

আর চিৎকার করছিলো। কিন্তু ছাত্রাবাসে থাকা কেউ সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেনি। আসতে পারেনি ছাত্রাবাসের পাশে আবাসিক এলাকা এবং স্টাফ কোয়ার্টারের কেউ। তবে তাদের মাঝে কেউ কেউ পুলিশে ফোন করে। অবশেষ রাত নয়টার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তখন ছাত্রাবাসের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্ষিতা তরুণী এবং তার মার খাওয়া স্বামী বসে ছিলেন। অবশেষে পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ততক্ষণে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ধর্ষক সৈনিকরা তাদের কাজ সেরে মহানন্দে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেছে।

ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতাকর্মী এই নয়জন ধর্ষকের মাঝে ছয়জনের নাম প্রকাশ হয়েছে। তারা হলো সাইফুর রহমান, তারেকুল ইসলাম, অর্জুন লংকর, শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, রবিউল ইসলাম এবং মাহফুজুর রহমান মাসুম। স্থানীয় জনসাধারণ জানায়, এসব ধর্ষকরা হলো জেলা আওয়ামী লীগের নেতা রণজিৎ সরকারের গ্রুপের অনুসারী কর্মী।

এ ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে এবং অপরাধীদের নাম প্রকাশ হয়ে পড়লে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সালেহ আহমেদ সাংবাদিকদেরকে বলেন, "আমরা কী করতে পারি বলেন। আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা। এগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিষয়, অনেক কিছু আছে যেগুলো বিচারিক আদালতের বিষয়, যেটা সরকারের বিষয়, সরকারি যে বিভিন্ন সংস্থা আছে তাদের বিষয়। অনেক কিছু তো আমাদের হাতে নেই। আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাকে? আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারছি। আপনি আমার দিকটাও বেঝেন, আমার কী সীমাবদ্ধতা, আমি কতটা অসহায়। একটা কলেজের অধ্যক্ষকে ধরে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে আপনার মাধ্যমেই আমরা খবর পাই, টিভিতে দেখি। আমাদের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করেন।"

এমসি কলেজের এ ঘটনায় ছাত্রলীগের ধর্ষকদের ধর্ষণকান্ডের খবরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় বলে, ঘটনায় জড়িতরা ছাত্রলীগের কেউ নয়। অথচ প্রতিটি অপরাধীর ফেইসবুক প্রোফাইলে ছাত্রলীগ ও মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চের নানা পদবীর উল্লেখ এবং দলীয় কর্মকান্ডের ছবি পাওয়া গিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে হয়তো এসব অপরাধীর কোন বিচার হবে না। ছাত্রলীগের সোনার সন্তানদের কোন অপরাধের বিচার বাংলাদেশে হয় না। যেমনিভাবে বিশ্বজিৎ কিংবা আবরার হত্যাকান্ডেরও কোন বিচার হয়নি। বিচারহীনতার কারণেই বাংলাদেশ এখন ধর্ষণের অভয়ারণ্য। এই বিচারহীনতার পরিবেশের মাধ্যমে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ধর্ষণ ও লুটপাটের অবাধ লাইসেন্স দেয়াটা হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। প্রয়াত লেখক হুমায়ুন আহমেদ সত্য ঘটনার উপর লিখিত তার ইতিহাসধর্মী 'দেয়াল' উপন্যাসে এমনই এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ ঘটনাতেও এক দম্পতিকে তুলে নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন ধর্ষণ ও হত্যা করেছিলো আজ থেকে দীর্ঘ চার যুগেরও বেশি সময় আগে। সেই বর্বরতা ও বিচারহীনতা থেকে বাংলাদেশ আজও এক কদম এগুতে পারেনি। হুমায়ুন আহমেদ লিখেছেন:

"মোজাম্মেল ধরা পড়েছে মেজর নাসেরের হাতে। স্থান: টঙ্গি।

বঙ্গবন্ধু ঘরে ঢোকামাত্র মোজাম্মেলের বাবা ও দুই ভাই কেঁদে বঙ্গবন্ধুর পায়ে পড়ল। টঙ্গী আওয়ামী লীগের সভাপতিও পায়ে ধরার চেষ্টা করলেন। পা খুঁজে পেলেন না। পা মোজাম্মেলের আত্মীয়স্বজনের দখলে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, ঘটনা কী বলো?

টঙ্গি আওয়ামী লীগের সভাপতি বললেন, আমাদের মোজাম্মেল মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে। মেজর নাসের তাকে ধরেছে। নাসের বলেছে, তিন লাখ টাকা দিলে ছেড়ে দিবে।

মিথ্যা মামলাটা কী?

মোজাম্মেলের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, খুনের মামলা লাগায়ে দিয়েছে।

টঙ্গী আওয়ামী লীগের সভাপতি বললেন, এই মেজর আওয়ামী লীগ শুনলেই তারাবাতির মতো জ্বলে ওঠে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে – টঙ্গিতে আমি কোনো আওয়ামী লীগের বদ রাখব না।

বঙ্গবন্ধু! আমি নিজেও এখন ভয়ে অস্থির। টঙ্গিতে থাকি না। ঢাকায় চলে এসেছি। (ক্রন্দন)

বঙ্গবন্ধু বললেন, কান্দিস না। কান্দার মতো কিছু ঘটে নাই। আমি এখনো বেঁচে আছি। মরে যাই নাই। ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তিনি মোজাম্মেলকে তাৎক্ষণিকভঅবে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। মেজর নাসেরকে টঙ্গি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দেওয়া হলো।

মূল ঘটনা (সূত্র- বাংলাদেশ লিগ্যাসি অফ ব্লাড: এন্থনি ম্যাসকারানহার্স): এক নবদম্পতি গাড়িতে করে যাচ্ছিল। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মোজাম্মেল দলবলসহ গাড়ি আটক করে। গাড়ির ড্রাইভার ও নববিবাহিত তরুণীর স্বামীকে হত্যা করে। মেয়েটিকে সবাই মিলে ধর্ষণ করে। মেয়েটির রক্তাক্ত ডেড বডি তিন দিন পর টঙ্গি ব্রিজের নিচে পাওয়া যায়।

মেজর নাসেরের হাতে মোজাম্মেল ধরা পড়ার পর মোজাম্মেল বলল, ঝামেলা না করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে তিন লাখ টাকা দেব। বিষয়টা সরকারী পর্যায়ে নেবেন না। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি ছাড়া পাব। আপনি পড়বেন বিপদে। আমি তুচ্ছ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে জড়াতে চাই না।

মেজর নাসের বললেন, এটা তুচ্ছ বিষয়?

মোজাম্মেল জবাব দিল না। উদাস চোখে তাকাল।

মেজর নাসের বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করব। তোমার তিন লাখ টাকা তুমি তোমার গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে রাখো।

মোজাম্মেল বলল, দেখা যাক।

মোজাম্মেল ছাড়া পেয়ে মেজর নাসেরকে তার বাসায় পাকা কাঁঠাল খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল।"

সূত্র: দেয়াল/ হুমায়ুন আহমেদ, পৃষ্ঠা ৮৫ – ৮৬।

সেপ্টেম্বর মাসের যে সপ্তাহে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সদলবলে তাদের কার্যক্রম হিসেবে এই ন্যাক্কারজনক ধর্ষণকান্ড ঘটিয়েছে, তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে আরো অনেক ধর্ষণই ঘটেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে খাগড়াছড়িতে এক বাড়িতে ডাকাতি করার সময় ডাকাতরা বাড়ি মালিক বিন্দু লাল চাকমার প্রতিবন্ধী কন্যাকে দল বেঁধে ধর্ষণ করে। একই দিন শুক্রবারে গাইবান্ধায় এক তরুণীকে উদ্ধার করা হয় যাকে দুইদিন যাবত আটকে রেখে ধর্ষণ করছিলো চার যুবক। নারায়ণগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে ধর্ষণের শিকার হয়েছে অল্পবয়স্কা কন্যাশিশু।

এই সকল ধর্ষণের ঘটনা খতিয়ে দেখলে মোটামুটিভাবে দেখা যাবে ধর্ষকরা প্রায় সবাইই সরকারী দলের ছত্রছায়ায় সমস্ত অপকর্ম করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির কেন্দ্রীয় এক নেত্রী জলি তালুকদারও সম্প্রতি তার দলের কেন্দ্রীয় নেতা জাহিদ হোসেন খানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন। দলীয় পর্যায়ে অভিযোগ করে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর রাত থেকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালেয়ে অনশন শুরু করেন। কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শহিদুল আলম দশম শ্রেণীর দুই ছাত্রকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে অচেতন করে বলাৎকারের ঘটনায় আটক হয়েছে। শিশু ধর্ষণের অভিযোগে সম্প্রতি আটক করা হয়েছে ঢাকার এক মসজিদের ইমাম এবং যশোরের এক মন্দিরের পুরোহিতকে। শিশু ধর্ষণের অভিযোগে ১৪ সেপ্টেম্বর খুলনায় গ্রেফতার হয়েছে এক পুলিশ কনস্টেবল এবং ২২ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গায় অভিযুক্ত হয়েছে এক স্কুল শিক্ষক। ধর্ষণ করে সম্প্রতি ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে পঞ্চগড়ে ধরা খেয়েছে একজন আইনজীবিও।

প্রবাসে যেসব মানুষ বাংলাদেশে তথাকথিত স্বাধীনতার চেতনার দাবীদার ফ্যাসিবাদের সরকারের সুশাসন ও উন্নয়ন নিয়ে উঁচু গলায় কথা বলে, তাদের নিজেদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে তারা এই গর্বিত দেশে পাঠিয়ে নিরাপদ মনে করেন কি না তাই এখন মানুষ জানতে চায়। সরকারী ছত্রছায়ায় অপরাধ সংঘটনের এই অবাধ লাইসেন্সে দেশ জুড়ে যে ধর্ষণের মহামারী চলছে, তার প্রেক্ষিতে মানুষ এখন প্রশ্ন করছে এ কি আসলে বাংলাদেশ না কি ধর্ষণদেশ?

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, October 2020, Volume-10, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

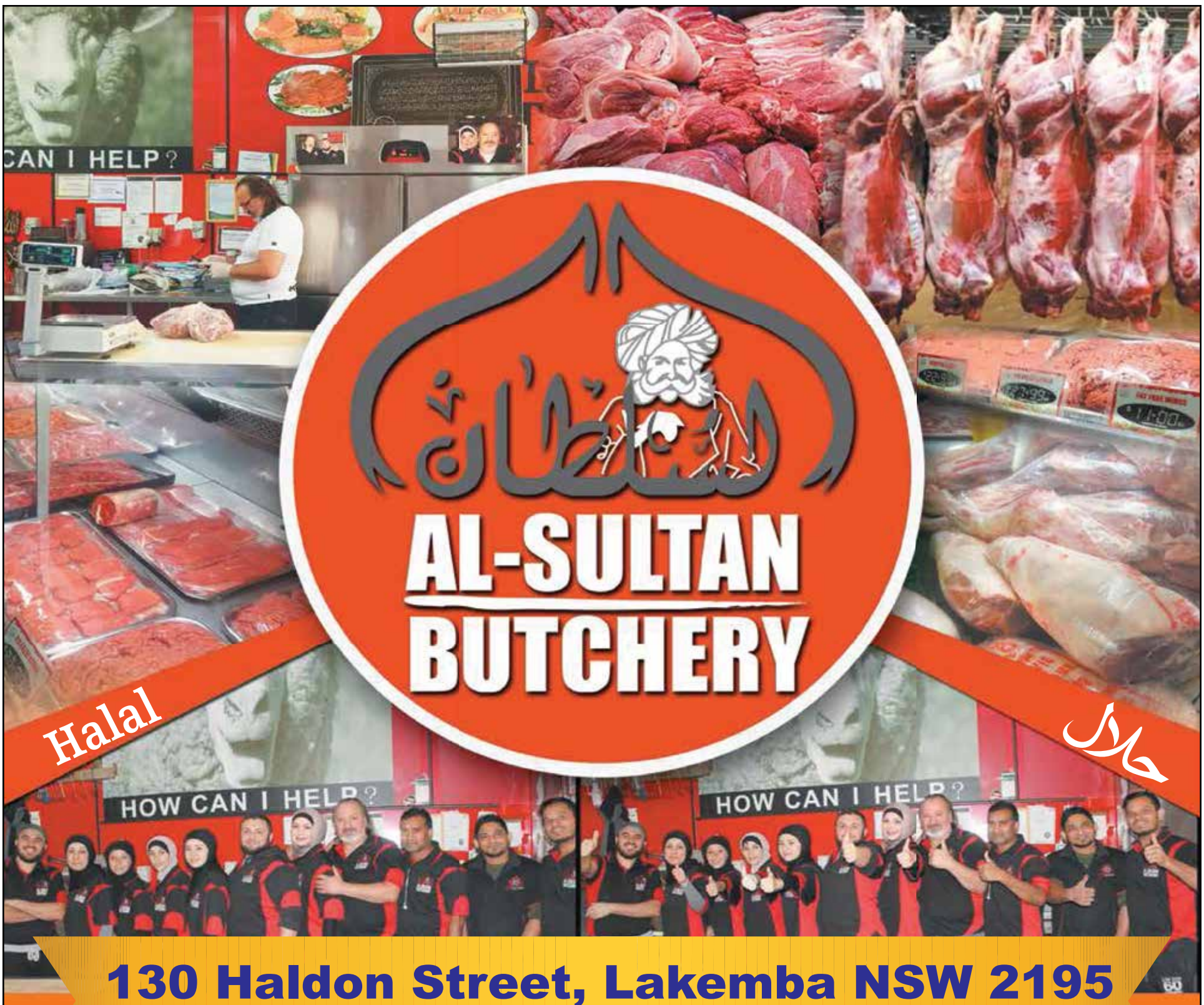

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat